M.Phil.

RB
B
340.59
SUA

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

400622

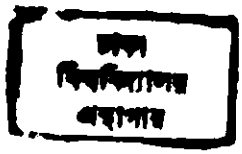

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ এস্টেট ঃ একটি সমীক্ষা

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০০২ইং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনায়
শাহিদা সুলতানা
এম.ফিল. ২য় বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবার

করকমলে

400622

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ণ পত্র

প্রত্যয়ণ করা যাচ্ছে যে, **শাহিদা সুলতানা**, এম.ফিল. দ্বিতীয় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমার তত্ত্বাবধানে "**আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেট ঃ একটি সমীক্ষা**" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে, অভিসন্দর্ভটির পুরো কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রী অর্জনের জন্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। তাই এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়া যেতে পারে।

তারিখঃ ০৮. ১১. ২০০২ ইং

(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণা কর্ম (আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেট ঃ একটি সমীক্ষা) সম্পাদন করতে পেরে তাঁর দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রেরিত মহান পুরুষ মানবজাতির মুক্তির দূত ও হিদায়াতের আলোক বর্তিকা হযরত মুহাম্মদের (সা.) প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক **ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন**, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। কর্মব্যস্ততা ও শারিরীক অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়-উপাধ্যায় বিন্যস্ত করণ এবং এর অবয়ব ও ভাব-সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় **মা ও বাবাকে**। যাঁদের একান্ত উৎসাহ ও দিক নির্দেশনায় আমি উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছি। তাঁদের আপত্য স্নেহ, অকৃত্রিম ভালবাসা ও দোয়াই হল আমার জীবন চলা ও জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পাথেয়। তাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার গবেষণা কর্মের এক অনুপম নিয়ামক। এজন্য আমি তাঁদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার বিভাগীয় শিক্ষক জনাব **মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ**, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি, যারা আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি.গবেষক **জনাব এম. এ. বাসার কে**। তার আন্তরিক উৎসাহ-অনুপ্রেরণা, সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণা কর্মকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আমার গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্তের উৎসের সন্ধান দানে এবং তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানে তার আন্তরিকতার কোনই কমতি ছিলনা। বিভিন্ন পর্যায়ে তার অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মকে আরও সহজ ও ত্বরান্বিত করেছে। তার প্রতি আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা রহল ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির উপাত্ত সংগ্রহে বিশেষভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ, ক্যাপিটাল ল কলেজ, ঢাকা এবং বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের উপ-প্রশাসক সোহেল আহমেদ, মোঃ সফিকুল আহম্মেদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি তাঁদেরকে জানাই আমার প্রাণবন্ত শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ, যাদের সান্নিধ্য ও জ্ঞানগর্ভ আলাপ-আলোচনায় আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট বিভিন্নভাবে ঋণী। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরী ঢাকা অন্যতম। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরেজমিনে উপস্থিত হয়েও আমি তথ্য - উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এ ছাড়াও যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

শাহিদা সুলতানা

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা ঃ

আ./আঃ	আরবী/আলাইহিস সালাম
সা.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা
র./রহ.	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
ইং	ইংরেজী
বাং	বাংলা
খ্রী.	খ্রীষ্টাব্দ
হি.	হিজরী
খ্রি. পূ.	খ্রীষ্ট পূর্ব
মৃ.	মৃত্যু
জ.	জন্ম
ড.	ডক্টর
অনু.	অনুবাদ
অনূ.	অনূদিত
পৃ.	পৃষ্ঠা
op.cit	Opera-citra
P.	Page
JASB	Journal of Asiatic Society of Bengal.

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলামে মানবকল্যাণের স্বার্থে জাগতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের একটি দিক হল ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। ওয়াক্ফ এমন একটি ধর্মীয় বিষয় যা জনসাধারণ ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত হয়। এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাজকল্যাণ সংগঠন। এর মাধ্যমেই মুসলিম সমাজের স্থায়ী কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাধারণতঃ কোন ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে কোন মুসলমানের সহায় সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় বা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ইসলামী বিধান মতে ওয়াক্ফ বলে। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের মতে, "ওয়াক্ফ বলতে এমন বস্তু বুঝায় যার মালিক ঐ বস্তুর স্বত্ব ও আয় হস্তান্তরের অধিকার এই শর্তে ত্যাগ করে যে, ঐ মালিকানা স্বত্বও অক্ষুন্ন থাকবে এবং তার উৎপন্ন আয় শরীয়াত সম্মত সৎকার্যে ব্যয়িত হবে। যে আইনানুগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা এ ধরণের দান সম্পাদিত হয় তাকেই প্রকৃতপক্ষে ওয়াক্ফ বলা হয়।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় হতে ওয়াক্ফের সূচনা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে দানের মাহাত্ম ও মর্যাদা হতে ওয়াক্ফ চেতনার উৎপত্তি। ধর্মীয় অনুভূতিই এর মূল তাত্ত্বিক বিষয়। ওয়াক্ফদাতা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে আর্থিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে, আত্মার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য ওয়াক্ফ সৃজন করেন। ওয়াক্ফের অর্থ-সম্পত্তির মালিক কর্তৃক সম্পত্তি হতে নিঃস্বত্ববান হওয়া এবং তা আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা। প্রাক ইসলাম যুগে আরব সমাজে এরূপ ওয়াক্ফ প্রচলিত ছিলনা। দান খয়রাতের মাহাত্ম ও মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত থাকলেও ওয়াক্ফ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ওয়াক্ফ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন আয়াত পাওয়া যায় না। এর ভিত্তি হল বুখারী শরীফে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস। হযরত উমর (রা.)-এর একখন্ড জমি ছিল। তিনি এটাকে একটি অধিক পূণ্য কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন এবং নবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশ চাইলেন। নবী (সা.) বললেন, "সম্পত্তিটি আটক কর এবং তার উপস্বত্ব মানবতার জন্য উৎসর্গ কর এবং এটা বিক্রি করা যাবেনা। এটাকে কোন দান বা উত্তরাধিকারের বিষয় করা যাবেনা; এর ফসল তোমাদের ছেলে মেয়েকে দাও, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দাও এবং আল্লাহর পথে ব্যয় কর।"

আক্ষরিক অর্থে ওয়াক্ফ বলতে বুঝায় নিবৃত্তি বা আটক। মোটের উপর ওয়াক্ফ অর্থ হল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি কর্তৃক মুসলিম আইনে ধর্মীয় পবিত্র বা দাতব্য বলে স্বীকৃত উদ্দেশ্যে যেই কোন সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করা। যিনি ওয়াক্ফ করেন তাকে ওয়াকিফ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপককে মুতাওয়াল্লী বলা হয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তির মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফ দুই প্রকার- (১) ওয়াক্ফ-ই-খায়রী ও (২) ওয়াক্ফ-ই-আহলী। ওয়াক্ফ-ই-খায়রী অনুযায়ী কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণের জন্য দান করা হয়। আর ওয়াক্ফ-ই-আহলী অনুসারে ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে সমূদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ দান করা হয়। আরো এক প্রকার ওয়াক্ফ আছে যাকে বলা হয় ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ্। যখন সম্পূর্ণ ধর্মীয় কাজে কোন মুসলমান তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন, তখন তাকে ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ্ বলা হয়ে থাকে। মসজিদ, ঈদগাহ, কবরস্থান ইত্যাদি এ জাতীয় ওয়াক্ফের অন্তর্ভূক্ত।

ওয়াক্ফের লক্ষ্য হল মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধন করা। আর ওয়াক্ফ দ্বারা নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয় -

* মসজিদ, মক্তব, ঈদগাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

* পথ-ঘাট, সেতু ও সরাইখানা তৈরী ও মেরামত করা;

* দীন-দরিদ্রের মাঝে দান-খয়রাত করা;

* বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা;

* গরীব আত্মীয়-স্বজন ও অসহায় জনগণকে সাহায্য করা;

* সমাজকল্যাণে সহায়তা করা।

যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সাবালক ব্যক্তি তাঁর মালিকানাধীন যে কোন পরিমান বা সমূদয় সম্পত্তি ওয়াক্ফ করতে পারেন। স্থাবর-অস্থাবর যে কোন প্রকারের সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যায়। ওয়াক্ফের বিষয়বস্তু স্থায়ীও হতে পারে কিংবা স্থায়ী নাও হতে পারে। তবে যতক্ষণই এটা টিকবে, ততক্ষণই এটা ওয়াক্ফ হবে। ওয়াক্ফের সময় এর বিষয়বস্তুর উপর অবশ্যই ওয়াকিফের মালিকানা থাকতে হবে, যা হস্তান্তর করার পূর্ণ অধিকার তার আছে। ওয়াক্ফ সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা পর্যন্ত বহাল থাকবে- এরূপ ওয়াক্ফ বৈধ নয়। ওয়াক্ফ অবশ্যই অপ্রত্যাহারযোগ্য হতে হবে। ওয়াক্ফের বিষয়বস্তু অবশ্যই হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি হতে হবে।

ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক "মুতাওয়াল্লী" নামে পরিচিত। ওয়াক্ফের আইনগত ভিত্তি থাকায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে সরকার প্রয়োজনবোধে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়াক্ফ প্রশাসক সমূদয় ওয়াক্ফ এস্টেট ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইয়াতিম, দুঃস্থ, অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসংখ্য ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। এগুলো সমাজ সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৫০,৫৯৩টি। এসব ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম ইয়াতিমখানা, কদম মোবারক ইয়াতিমখানা, ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল, হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ বলে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ এবং তদসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হচ্ছে। এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের নিয়ন্ত্রণ, তদারকী, পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ তালিকাভূক্ত করা, মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা, ওয়াক্ফ চাঁদা ধার্য ও প্রদান করা, হিসাব বিধিমত প্রণয়ন করা এবং ওয়াক্ফ প্রশাসকের দফতরে উপস্থাপন করা, দায়েরকৃত মোকদ্দমা নিস্পত্তিকরণ, জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর না করা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। মুতাওয়াল্লীর দক্ষতা/অদক্ষতা; দূর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও বিধান রয়েছে। আবার ওয়াক্ফ প্রশাসককে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ওয়াক্ফ প্রশাসনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন বাস্তব ক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিস্তৃত। দীর্ঘদিনের অবহেলা, অনুমোদিত নগণ্য জনবল, ওয়াক্ফ দলীল ও সম্পত্তির বিভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা, মামলা শুনানীর সনাতন প্রক্রিয়া, ওয়াক্ফ আদালতে মীমাংসিত বিচারাধীন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে স্মরণাপন্ন হওয়ার অবকাশ থাকা জনিত কারণে ওয়াক্ফ প্রশাসন তেমন গতিশীল নয়। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, ওয়াক্ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষাকরণ, তালিকাবহির্ভূত ওয়াক্ফ সম্পত্তি গ্রহণ এবং সেগুলোর পরিচালনার ব্যবস্থাগ্রহণ ইত্যাদি বর্তমানে কর্মরত ওয়াক্ফ প্রশাসনে স্বল্পসংখ্যক জনবল দ্বারা সম্ভবপর নয়।

বাংলাদেশে ওয়াক্ফ প্রশাসনের গতিশীলতার পরিপন্থী সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাকে একটি স্বাবলম্বী আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অধিকহারে লিল্লাহখাতে ব্যয় করা সম্ভব হবে এবং সেই ক্ষেত্রে গৃহীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী সরকারের মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা খুবই যুক্তিযুক্ত হবে। ফলে সমাজে ছিন্নমূল, ভাগ্যহত; নিঃস্ব-উপকৃত লোকদের সংখ্যা বাড়বে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারও বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের নিহিত সম্ভাবনা ও বর্ধিত আয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি বেসরকারী খাত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ বিষয়গুলোই পর্যালোচিত অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটিকে সাজানো হয়েছে। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে- ইসলামে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ওয়াক্‌ফের পরিচিতি ও গুরুত্ব, ওয়াক্‌ফের শর্তাবলী, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ওয়াক্‌ফের প্রকারভেদ, ওয়াক্‌ফের নিয়মাবলী, ওয়াক্‌ফের বিধান, ওয়াক্‌ফ পরিচালনা কার্যক্রম ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে- ওয়াক্‌ফের উদ্ভব, বিকাশ ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মানবকল্যাণ ও জনসেবা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি, ওয়াক্‌ফের বিকাশ, ইতিহাস ও তাৎপর্য, ওয়াক্‌ফের আধুনিক অবস্থা, ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফের অবস্থা ও বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের গোঁড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে- বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যক্রম পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশে বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক প্রশাসন, ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের বিবরণ, বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের বিধিগত নিয়ন্ত্রণ এবং ওয়াক্‌ফের আর্থিক উন্নয়ন পর্যালোচনা বিষয়ক দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে- বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এর প্রশাসনিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যাসমূহের সমাধান নির্দেশ করা হয়েছে। তদুপরি ওয়াক্‌ফের নতুন ব্যবহার বিধিও দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশে জনমানসে ধর্মের প্রভাব, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণা ও বাংলাদেশে তার প্রভাব, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা, বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা, বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেট কর্তৃক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা ও দুইটি পরিশিষ্ট (১) আল হিদায়া ওয়াক্‌ফ অধ্যায়, (২) "বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২" প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহিদা সুলতানা

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

উৎসর্গ
প্রত্যয়ন পত্র
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা
ভূমিকা

বিবরণ ঃ পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ঃ

ইসলামে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার অবকাঠামো ঃ (১-৪২)

(ক) ওয়াক্‌ফ পরিচিতি ও গৃরুত্ব---------- ২
(খ) ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যাবলী---------- ৭
(গ) ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ---------- ৯
(ঘ) ইসলামে ওয়াক্‌ফ নীতিমালা---------- ১২
(ঙ) ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহ---------- ১৪
(চ) ওয়াক্‌ফের বিষয়বস্তু---------- ১৬
(ছ) ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম---------- ১৯
(জ) ওয়াক্‌ফ কিভাবে সম্পন্ন হয় ---------- ২১
(ঝ) ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্ত সাপেক্ষে ওয়াকফ-------- ২৪
(ট) ওয়াক্‌ফের ব্যয় খাত---------- ২৬
(ঠ) ওয়াক্‌ফ নিজের জন্য, সন্তানাদির জন্য এবং আত্মীয়দের জন্য----- ২৮
(ড) অমুসলিমদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে ইসলামের নীতি---------- ৩২
(ঢ) মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি নিয়োগ তাদের দায়িত্ব---------- ৩৪
(ন) মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি---------- ৩৭
(ত) তথ্য নির্দেশ ---------- ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বাংলাদেশঃ (৪৩-৭০)

(ক) মানব কল্যাণ ও জনসেবা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ----- ৪৪
(খ) ওয়াক্‌ফের বিকাশ, ইতিহাস ও তাৎপয ---------- ৫০
(গ) ওযাক্‌ফের আধুনিক অবস্থা ---------- ৫৯
(গ) ভারতীয় উপ-মহাদেশে ওয়াক্‌ফের অবস্থা ---------- ৬১
(ঘ) বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের গোড়ার কথা ---------- ৬২
(ঙ) তথ্য নির্দেশ ---------- ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বাংলাদেশের ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যক্রম পরিচিতিঃ (৭১-৯০)

(ক) বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন ---------- ৭২
(খ) বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক প্রশাসন ---------- ৭৬
(গ) ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ---------- ৭৭
(ঘ) মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ও তার দায়িত্ব-কর্তব্য ---------- ৭৯
(ঙ) ওয়াক্ফ এস্টেট সমূহের বিবরণ ---------- ৮২
(চ) ওয়াক্ফ প্রশাসনের আর্থিক সংশ্লেষ ---------- ৮৬
(ছ) তথ্য নির্দেশ ---------- ৯৮

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

বাংলাদেশের ওয়াক্ফ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সমস্যা ও সমাধান ঃ (৯১-১১৬)

সমস্যাবলী ঃ

(ক) প্রশাসনিক সমস্যা ---------- ৯২
(খ) আইনগত সমস্যা ---------- ৯৬
(গ) আর্থিক সমস্যা ---------- ৯৭

* সমস্যার সমাধান ও সুপারিশমালাঃ

(ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম ---------- ৯৮
(খ) আইনগত কার্যক্রম---------- ১০৪
(গ) আর্থিক কার্যক্রম---------- ১১৩
(ঘ) সুপারিশমালা সরকারের নিকট উপস্থাপন--------- ১১৪
(ঙ) ওয়াক্ফের নূতন ব্যবহার বিধি---------- ১১৬
(চ) তথ্য নির্দেশ ---------- ১১৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ঃ (১১৭-১৫২)

(ক) বাংলাদেশের জনমানসে ধর্মের প্রভাব---------- ১১৮
(খ) ইসলামে অর্থনৈকি নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারনা ও বাংলাদেশে তার প্রভাব----- ১২১
(গ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফের ভূমিকা---------- ১২৫
(ঘ) বাংলাদেশে ওয়াক্ফের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা---------- ১৩৩
(ঙ) বাংলাদেশে ওয়াক্ফ এস্টট কর্তৃক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ----- ১৪৪
(চ) সমাপনী কথা---------- ১৪৯
(ছ) তথ্য নির্দেশ ---------- ১৫১

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ (১৫৩-১৫৬)

পরিশিষ্ট-১, আল- হিদায়া ২য় খন্ড ওয়াক্ফ অথ্যায় ------ (১৫৭-১৬৯)

পরিশিষ্ট-২, বাংলাদেশ ওয়াক্ফ অথ্যাদেশ-১৯৬২------- (১৭০-২০৪)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার অবকাঠামো

ক. ওয়াক্‌ফ পরিচিতি ও গুরুত্ব
খ. ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যাবলী
গ. ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ
ঘ. ইসলামে ওয়াক্‌ফ নীতিমালা
ঙ. ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহ
চ. ওয়াক্‌ফের বিষয়বস্তু
ছ. ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম
জ. ওয়াক্‌ফ যেভাবে সম্পন্ন হয়
ঝ. ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ
ঞ. ওয়াক্‌ফের ব্যয় খাত
ট. ওয়াক্‌ফ নিজের জন্য, সন্তানাদির জন্য এবং আত্মীয়দের জন্য করা
ঠ. অমুসলিমদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ইসলামী নীতি
ড. মুতাওয়াল্লী,পরিচালনা কমিটি নিয়োগ ও তাদের দায়িত্ব
ঢ. মুতাওয়াল্লী,পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ পরিচিতি ও গুরুত্ব ঃ

আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করার অন্যতম প্রধান উৎকৃষ্ট মাধ্যম হল ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। এজন্য ইসলাম এর ব্যাপক প্রচলন ও প্রসারের জন্য বেশ উৎসাহ প্রদান করেছে। মহানবীর (স) শিষ্যগণ কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন। ওয়াক্‌ফ পূণ্য লাভের একটি উপায়। ইসলামে এটা কেবল বৈধ রীতিই নয়, বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম এ কাজে উৎসাহ প্রদান করে। ওয়াক্‌ফ এমন একটি পূণ্যের কাজ, যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ওয়াক্‌ফ হচ্ছে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতা ইন্তিকালের পরও তার সে দান মানবতার কল্যাণে বহাল থাকে।

সাধারণত দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি নিজের উপার্জিত অথবা অন্য কোন বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ নিজের জন্য হয়ত প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করে। তা সত্ত্বেও সম্পদের মমতা ও আকর্ষণ অধিকাংশ সময় তাকে অভাবী ও গরীব দুঃখীদের সাহায্য-সহায়তা করা থেকে বিরত রাখে। কিন্তু যখন তার জীবনের অন্তিম সময় এসে যায় এবং মৃত্যুর ভয়াল থাবার নিকট অসহায়ভাবে পরাজিত হয়ে পড়ে, কেবল তখনই সে অনুতপ্ত হয়ে ধন-সম্পদের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের দৃশ্য সব সময় প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও অন্তিম মুহূর্ত আসার আগে বিত্তবানরা এ ব্যাপারে কল্পনাও করেনা। অথচ কত ইয়াতিম, অনাথ ও অন্যান্য গরীব-দুঃখীর করুণ ফরিয়াদ বিত্তবানদের লোভের সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীরে বার বার আঘাত করে মৃত্যু বরণ করে। এ জন্য ইসলাম বিত্তবানদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিলতি দূর করা এবং তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ প্রেরণা ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, বিত্তবানদের ধন-সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করা ও সামাজিক জীবন উন্নত করার একটা পন্থা হল মানুষ মৃত্যুর লৌহ কঠিন থাবার আয়ত্বে আসার আগে সুস্থ-স্বজ্ঞান অবস্থায় তার সম্পদের একটা অংশ 'সদকা-ই-জারিয়া' হিসাবে দান করবে। আর এরূপ দানের নাম হল ওয়াক্‌ফ।[১] আল-কুরআনে এ ধরনের ব্যয় (ইনফাক) ও সামাজিক কল্যাণ বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে- "তোমরা পরম সাফল্যে পৌঁছতে পারবেনা, যতক্ষণ না নিজেদের প্রিয়তম বস্তু খরচ করবে।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, "মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটি ছাড়া তার (সমস্ত) আমল বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি বিষয় হল, সাদকা-ই-জারিয়া, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করবে।[৩]

ইসলামের শুরু হতে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের এই সুন্দরতম ব্যবস্থা অনুসরণ করে এসেছে। স্বয়ং মহানবী (স.) ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

খুলাফা-ই-রাশেদা এবং অধিকাংশ সাহাবা-এ-কিরাম থেকে ওয়াক্ফ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪]

আক্ষরিক অর্থে ওয়াক্ফ বলতে বুঝায় নিবৃত্তি বা আটক, বাধা দেয়া বা সংযত করা। মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর অর্থ মূলতঃ কোন বস্তুকে রক্ষা করা, ওটাকে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভূক্ত হতে বাধা দেয়া। অর্থাৎ 'ওয়াকফ' অথবা 'হাবস' একটি আরবী শব্দ, অর্থ থামান, গতি রোধ করা, নিবারণ করা, সংযত করা।[৫]

ইসলামী আইনতত্ত্ববিদদের মতে, কোন মুসলমান কর্তৃক স্থায়ীভাবে দাতব্য কাজের জন্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি উৎসর্গ করাকে ওয়াক্ফ করা বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতানুযায়ী ওয়াক্ফের অর্থ-সম্পত্তির মালিক কর্তৃক সম্পত্তি হতে নিঃস্বত্ববান হওয়া এবং সম্পত্তির মালিকানা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যস্ত করা।[৬]

ওয়াকিফের সম্পাদিত দলীলের শর্ত অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে। কোন সম্পত্তি তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রি বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তরিত হবে না-এটা ওয়াক্ফের মূলনীতি। ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি হতে আহরিত মুনাফা বা আয় দুঃস্থ মানবতার সেবায় দাতব্য ও সৎ উদ্দেশ্যে এবং জনহিতকর কাজে শরীয়ত অনুযায়ী ব্যয়িত হবে। ওয়াক্ফ সৃজনকারী ইচ্ছা করলে প্রথম মুতাওয়াল্লী হতে পারবেন।

এবার আমরা ওয়াক্ফের কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি। যেমন- স্যার ডি. এফ. মোল্লা বলেছেন, "ওয়াক্ফ হচ্ছে পূণ্যময়, ধর্মীয় ও দাতব্য বলে স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্যে কোন ইসলামী ধর্মমত অনুযায়ী ব্যক্তি কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করাকে বুঝায়।"[৭]

Dhaka University Institutional Repository

গাজী শামছুর রহমানের মতে, প্রকৃত পক্ষে ওয়াক্‌ফ বলতে বুঝায়ঃ

১. একটি উৎসর্গ;

২. এটা একটি স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির উৎসর্গ;

৩. এ উৎসর্গ এমন উদ্দেশ্যে যা ইসলামী আইনে পূণ্যজনক, ধর্মীয় বা দাতব্য বলে স্বীকৃত;

৪. উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গ্রান্ট বা অনুদানও এর অন্তর্ভূক্ত;

৫. বহুকালীন ব্যবহার দ্বারাও ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হতে পারে;

৬. মুসলমান বা অমুসলমান যে কেউ ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করতে পারে।[৮]

এছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিক্রিত অর্থের দ্বারা বা তার বিনিময়ে বা তার আয় দ্বারা অর্জিত যে কোন প্রকারের সম্পত্তির নামে প্রদত্ত সকল অর্থ কিংবা নির্দেশিত দানও ওয়াক্‌ফ বুঝাবে। ওয়াক্‌ফ আইন অনুসারে ওয়াক্‌ফে দাতব্য উদ্দেশ্যে সম্পত্তির চূড়ান্ত উৎসর্গী করণের বিধান থাকলেই ওয়াক্‌ফ বৈধ বিবেচিত হবে।

ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুনজের কাহ্‌ফ বলেছেন, "From the Shariah point of vew, a waqf may be defined as" holding a maal (asset) and preventing its consumption for the purpose of repeatedly extracting its usufruct for the benifit of an objective reprenting righteousness/ philanthropy." Hence a waqf is a continuously usufruct giving asset as a long its principle is preserved. Priservation of principal may result from its own nature, for example, as in land, or from arrangements and conditions prescribed by the waqf founder."[৯]

Encyclopedia of Religion-vol-15-এ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The Arabic term waqf (pl. awqaf) refers to the act of dedicating property to a Muslim foundation and by extension, also means the endowment thous created-The meaning of the Arabic word is "Stop" that is, stop from being treated as ordinary property. The property is then said to be mawquf. In the law of Sunni Moliki School and hence is North west Africa, the terminoloty is 'habis' or 'hubs', meaning "retention".

Dhaka University Institutional Repository

To creat a 'waqf' the legitimate owner of a property must state that it is blocket in perpetuity, inlienably and irrevocably, for the purpose of pleasing God. The property in waqf thereby becomes the sole property of God, according to the majority opinion among Muslim School of thouhgt, while income or usufruct passes to a designated beneficiary such as a School, dervish convent, hospital or mosque. According to some authorities (e. g. the Maliki School), the property in waqf remains the possession of the founder and his heirs, but they are blocked form the usual rights of ownership."[১০]

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২-এর সংজ্ঞানুসারে ওয়াক্‌ফ শব্দের অর্থ হল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যে কোন ধার্মিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করা। একই উদ্দেশ্যে অমুসলিম দান করলেও তা এর অন্তর্ভূক্ত হয়। ('Waqf' means the permanent dedication by a person professing Islam of any movable or immovable property for any purpose recognised the Muslim law as pios, religious charitable and includes any other endowment or grant for the aforesaid purposes, a waqf by user and a waqf created by a non-Muslim.)[১১]

ইমাম আবু হানিফার মতে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফের মালিকানা আটক করে তার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্যকোন নেক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াকফ বলে।[১২]

Dictionary of Islam-এ বলা হয়েছে, "Waqf lit. "Standing, Shopping, healting." A term which in the language of the law signifies the appropriation or dedication of property to charitable uses and the service of God. An endowment. The object of such an endowment or appropriation must be of a perpetual nature, and such property or land cannot be sold or transferred."[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, ওয়াকফ বলতে এমনসব বস্তু বুঝায় যার মালিক ঐ বস্তুর স্বত্ব ও আয় হস্তান্তরের অধিকার এই শর্তে ত্যাগ করে যে, ঐ বস্তুর মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকবে এবং তার উৎপন্ন আয় শরীয়াত সম্মত সৎ কার্যে ব্যয়িত হবে। যে আইনানুগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা এ ধরনের দান সম্পাদিত হয়, তাকেই প্রকৃত পক্ষে ওয়াক্‌ফ বলা হয়।[১৪] মালিকীদের মধ্যে তথা মরক্কো, আলজিরিয়া এবং তিউনিসে এ প্রকার প্রদত্ত বস্তুকে সাধারণত 'হুবুস' অথবা সংক্ষিপ্তাকারে 'হুবস' (বাধা দেয়া, সংযত করা) বলা হয়।[১৫]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) খায়বরে প্রাপ্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দামি সম্পত্তিটি যখন ওয়াক্‌ফ করে দেন তখন মহানবী (স.) তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তা এমনভাবে সাদাকাহ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা হবে না, বরং এর উপযোগ ব্যয় করা হবে'।[১৬] হযরত উমর (রা.) উক্ত শর্তাধীনে জায়গীরটি ফকীর, আত্মীয়-স্বজন, দাস-মুক্ত করা, মুসাফির, অতিথি সেবা ও অন্যান্য ভাল কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। তিনি বলেন যে, মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) এ থেকে তার প্রয়োজনীয় খোরপোশ নিতে পারবেন। তবে তিনি তা সঞ্চয় করতে পারবেন না। সঙ্গতভাবে নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরও খাওয়াতে পারবেন।[১৭]

বস্তুতঃ হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনায় যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই হল ওয়াকফের যথার্থ সংজ্ঞা। অর্থাৎ কোন সম্পত্তি কিংবা কোন বস্তু মহান আল্লাহর নামে ওয়াক্‌ফ করা হলে তার আয় ফকীর, গরীব, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতিমদের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। তাকে বিক্রি কিংবা দান করতে পারবে না এবং যিনি ওয়াক্‌ফ করেছেন, তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। ওয়াক্‌ফ দ্বারা ওয়াক্‌ফকারীর অধিকার নিঃশেষ হয়ে মালিকানাটি আল্লাহর নিকট চলে যায়।

সুতরাং ইসলামের পরিভাষায়, কোন বস্তু আল্লাহর মালিকানায় রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে দরিদ্র-অসহায়দের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণ খাতে দান করাকে ওয়াক্‌ফ বলা হয়। যিনি ওয়াক্‌ফ করেন তাকে ওয়াক্‌ফি এবং যার উপর ওয়াক্‌ফ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাকে মুতাওয়াল্লী বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যাবলী ঃ

ইসলামী আইন অনুসারে যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হবে তা অবশ্যই ধর্মীয় দাতব্য বা নেকীর কাজ বলে স্বীকৃত হতে হবে। ওয়াকিফ অবশ্য পরিবার, পুত্র-কন্যা অথবা বংশধরদের জন্যও তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে যেতে পারেন। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা যায়। যেমন-

* মসজিদ নির্মাণ ও ইমামের বেতন-ভাতা প্রদান;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং তথায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান;
* পয়ঃপ্রণালী, বাঁধ ও পাঠশালা বা সরাইখানা নির্মাণ বা মেরামত;
* গরীবদের জন্য দান-খয়রাত এবং মক্কা শরীফে গিয়ে গরীব ব্যক্তিগণ যাতে হজ্বব্রত পালন করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দান;[১৮]
* জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ইয়াতিম, বন্দি এবং দুঃখীদের আল্লাহর ওয়াস্তে দান খয়রাত করা এবং আত্মীয় ও পোষ্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা;
* ঈদগাহে অনুদান দেয়া;
* মহানবী (সঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী তথা ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালন করা;
* পবিত্র মহররম মাসে গরীব-দুঃখীদের খাওয়ানো ও দান করা;
* দাতব্য চিকিৎসালয়, ইয়াতিমখানা, ধর্মীয় ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পরিচালনা, মেরামত ও সংরক্ষণ করা এবং বেওয়ারিশ ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা;
* পবিত্র কুরআন শরীফ প্রকাশ্য স্থানে এবং গৃহে তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা;
* ওয়াকিফও তার পরিবারের বাৎসরিক ফাতিহা সম্পন্ন করা।[১৯]
* পবিত্র মক্কায় হাজীদের জন্য 'বোরাত' বা বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা;
* ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় অনুদানের ব্যবস্থা করা;

Dhaka University Institutional Repository

* দরগাহ/মাযার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা।[২০]
* ইমাম বাড়া মেরামত।[২১]
* খানকা শরীফ রক্ষণাবেক্ষণ;
* মসজিদে বাতি দান ইত্যাদি;

<u>অবৈধ উদ্দেশ্য ঃ</u>

* ইসলামে নিষিদ্ধ কার্যাবলী, যেমন কোন গীর্জা বা মন্দির নির্মাণ কিংবা সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ।[২২]
* ওয়াক্‌ফকারীর দাস-দাসীর ভরণ-পোষণ;
* ওয়াক্‌ফকারীর সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ নয়, এমন কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভরণ-পোষণ।[২৩]
* তাৎক্ষণিক দান হিসেবে প্রদত্ত হলেও একান্তভাবে আগন্তুকের পক্ষে সৃষ্ট কোন ওয়াক্‌ফ অবৈধ;
* ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে প্রতি বৎসর কাদসী মেমনদেরকে ভোজ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কোন নির্দেশ থাকলে তা অবৈধ হবে।[২৪]

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ না করলে বা না থাকলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়তার সাথে ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য সমূহ উল্লেখ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্‌ফটি বাতিল হয়ে যাবে। তবে উদ্দেশ্য সমূহের নামোল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অথবা যেখানে উদ্দেশ্য সমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যে কত টাকা খরচ হবে তাও উল্লেখ করার কোন আবশ্যকতা নেই।[২৫]

ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য হিসেবে যদি কেবলমাত্র "দাতব্য ও জনহিতকর কার্য" অথবা "ধর্মীয় কার্য" অথবা "মুতাওয়াল্লী যাকে নেকীর কাজ বলে মনে করবেন, সেই কাজ" প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়, তা হলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্‌ফ বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কোনও ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য যদি "সৈয়দ গণকে, অর্থাৎ রাসূলের বংশধরগণকে অর্থ দান করা" হয় তা হলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, কে বা কারা যে প্রকৃতপক্ষে রাসূলের বংশধর, তা নির্ণয় করা অসম্ভব।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

কোন ওয়াক্‌ফ একাধিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকলে এবং পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যের জন্য পৃথক পরিমাণ সম্পত্তি নির্দিষ্ট থাকলে, কতিপয় উদ্দেশ্য যদি বৈধ এবং কতিপয় উদ্দেশ্য অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অবৈধ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ বহাল থাকবেনা, সে ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পত্তিই বৈধ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে, কোন ওয়াক্‌ফ অন্যান্য সকল দিক থেকে বৈধ হয়ে থাকলে এবং ওয়াক্‌ফনামায় দান করার সদিচ্ছা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকলে যে নির্দিষ্ট অর্থে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে; তা যদি কোনও কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি দরিদ্রদের উপকারের জন্য অথবা যে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে, তার নিকটতম অপর কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।[২৭]

<u>ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ ঃ</u>

ওয়াক্‌ফ প্রধানত দু'প্রকার- (ক) ওয়াক্‌ফ আলাল খায়ের বা কল্যাণ ওয়াক্‌ফ (খ) ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ। ওয়াক্‌ফ আলাল খায়ের অনুযায়ী কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণের জন্য দান করা হয়। আর ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ অনুসারে ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ দান করা হয়। এ ধরণের ওয়াক্‌ফকে সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের নামের সাথে কল্যাণকর কাজের কথাও থাকে।

ওয়াক্‌ফ আল খায়েরকে ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্‌ও বলা হয়। মসজিদ, ঈদগাহ্‌, মাদ্রাসা, কবরস্থান, মুসাফির খানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরী, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কুপ, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্‌ফ করা যায়। এরূপ ওয়াক্‌ফ দ্বারা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হতে পারে। অর্থাৎ সকলের জন্যই এরূপ মসজিদে সালাত আদায় করা, কবরস্থানে দাফন করা, মুসাফির খানায় অবস্থান করা এবং কুপের পানি ব্যবহার করা বৈধ।

ওয়াক্‌ফ করার সময় কবরস্থানে গাছপালা থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা কেটে নিতে পারে, কিন্তু কবরস্থান ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে গাছপালা ওয়াক্‌ফকৃত ভূমির অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ করার পর কবরস্থানে যদি বৃক্ষাদি জন্মায়, তবে তা হবে রোপণকারীর। রোপণকারী অজ্ঞাত থাকলে সে বৃক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ওয়াক্‌ফরূপে গণ্য হবে এবং তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবরস্থানের কাজে ব্যবহৃত হবে।[২৮]

মহানবী (সঃ) মুসাফিরদের জন্য একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) মদীনাবাসীর পানির কষ্ট দূর করার জন্য 'রুমা' নামক কূপ ক্রয় করে তা ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[২৯]

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা খুবই পুণ্যের কাজ। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ দু'ভাবে হতে পারেঃ মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান এবং মসজিদের উন্নয়ন কার্য ও আসবাবপত্রসহ খরচাদির জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করলে তা সমর্পন না করা পর্যন্ত দাতার মালিকানায় থাকবে। সমর্পন কথা বা কাজ উভয় পদ্ধতিতেই হতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, ওয়াক্‌ফদাতা যদি একথা বলেন যে, 'আমি এ জমিতে মসজিদ বানালাম', তবে তাই যথেষ্ট। এর দ্বারাই তা মসজিদরূপে গণ্য হবে এবং দাতার মালিকানাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদের মতে, মসজিদের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং জামাতের সাথে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান এবং আজান ও ইকামতসহ সালাত আদায়ও জরুরী। অন্যথায় দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয়না এবং তা মসজিদরূপে গণ্য হয়না।[৩০]

মসজিদ সাব্যস্ত হওয়ার পর ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকেনা এবং তা বিক্রি করা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাতে আরো মালিকানা লাভেরও অবকাশ থাকেনা।

মসজিদের উন্নয়নকার্য ও অপরাপর খরচাদির জন্য স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা যেতে পারে, যার আয় থেকে গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করার কথা যোগ করাও বৈধ এবং তা না করলেও ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে। গরীবদের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা হলে মসজিদের ব্যয় নির্ধারণের পর কিছু বেঁচে থাকলে তা তাদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে। এমনিভাবে গাছ-পালা ও টাকা-পয়সা ইত্যাদিও ওয়াক্‌ফ করা যায়। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি কেবল মসজিদের নির্মাণ-উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার করা যায়, সাজ-

Dhaka University Institutional Repository

সজ্জা ও অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেবল মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা মসজিদের জন্য আয়কর খাতে বিনিয়োগ করা হবে, দরিদ্রের মাঝে বন্টন করা যাবেনা।[৩১]

ওয়াক্‌ফ আলাল আউলাদ সম্পর্কে বলা হয়- কোনও মুসলিম তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে তার আয় হতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি বা বংশধরদের আর্থিক সাহায্য বা ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এছাড়া তিনি নিজের যাবজ্জীবনের ভরণ-পোষণ এবং নিজের দায়-দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাও করতে পারেন।[৩২] এরূপ ওয়াক্‌ফকে ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ বলা হয়। এরূপ ওয়াক্‌ফের একটিমাত্র শর্ত হল- এর উপকার ও সুবিধা ভোগের অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেষ পর্যন্ত দরিদ্রের জন্য, অথবা কোনও ধর্মীয় কাজের জন্য বা ধর্মীয় কাজের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। ওয়াক্‌ফদাতার পরিবার, সন্তান-সন্ততি দরিদ্রের জন্য বা ধর্মীয় কার্যে ব্যবহার করা যাবেনা বলে এই প্রকারের ওয়াক্‌ফ অচল বা অবৈধ হবেনা। এরূপ কোনও ওয়াক্‌ফ নামায় যদি সম্পত্তি ফারায়েজ করার কোনও নিয়ম বর্ণিত না থাকে, তাহলে পুরুষ ও মহিলাগণ সমান অংশে ভাগ পাবেন এবং ভাই-বোনের ও তাদের সন্তান-সন্ততি মাথা প্রতি হিসেবে ভাগ না পেয়ে একসঙ্গে ভাগ পাবেন।

আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে মুসলিম, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই তার অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ওয়াক্‌ফের আয় থেকে তাদেরকে মাথা পিছু সমানহারে বন্টন করা হবে। শুধু আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলে ওয়াক্‌ফদাতার মা, বাবা, দাদা ও ঔরসজাত সন্তান তার অন্তর্ভূক্ত হয়না। পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলে আয় সে অনুসারেই বিতরণ করা হবে।[৩৩] এরূপ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে Encyclopedia of Religion, vol-15 তে বলা হয়েছে- "It (Waqf) may also be ahli or dhurri, that is, designated for one's own descendants since it is also laudable to provide for them. In the past of the advantage of making one's property or part of it mauquf and designating the income for ones heirs lay in the fact that the

Dhaka University Institutional Repository

state could not then seize the waqf at the founder's death. Such a seizer was particularly likely to happen in the case of a state official, on the justification that whatever property he had been able to amass had belong to the state in the first place. The family waqf also served to avoid the application of the Islamic inheritance laws which would normally entail a share of the property for other relatives, such as parents and brothers, and involve a prograssive fragmentation of the property among the heirs of the heirs."[৩৪]

ইসলামে ওয়াক্‌ফ নীতিমালা ঃ

ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি খলিফা কিংবা প্রশাসকের ওয়াক্‌ফ স্বার্থবিরোধী সকল প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। এজন্য তাতে ওয়াক্‌ফের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার পরিবর্তন করা বৈধ হবে না। আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে হ্রাস পেতে পারে কিংবা উক্ত সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণও বৈধ হবেনা। ওয়াক্‌ফকারী কর্তৃক বিভিন্ন বৈধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শরীআতের স্পষ্ট বিধি-বিধানের মত অবশ্যই পুরণ করতে হবে। ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে এটাই সব চাইতে বেশী লক্ষ্য করার ব্যাপার। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া ওয়াক্‌ফের স্বার্থ বিরোধী অধিক কর ধার্য করা এবং ক্ষতিকর কোন শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। কারোরই এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার নেই। কেননা, ওয়াক্‌ফ করার পর সে সম্পত্তি আর কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকে না। তা জনকল্যাণের একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[৩৫]

তাই ওয়াক্‌ফ সম্পাদনের পর তা বেচাকেনা করা বা অন্য কোন ভাবে কাউকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া যাবে না। বরং যে কাজে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তজ্জন্য তা সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করা হবে।[৩৬] মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের জন্য তাতে দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার মালিকানা স্বত্ব বিলুপ্ত হয় না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে তাতে যাতায়াতের রাস্তা ইত্যাদি সহ তা নিজের অধিকার হতে পৃথক করে না দেয় এবং তাতে নামাজ আদায়ের সাধারন অনুমতি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বত্ব মুক্ত হয়না।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

আর যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, সে তার ভূমি কোন মসজিদ অর্থাৎ তার গৃহ ইমারত বা তৈল, বাতি, ফরাস-বিছানা এবং অন্যান্য জরুরী বস্তুর উপর এভাবে ওয়াক্‌ফ করবে, যা কোনভাবে বাতিল করতে না পারে। তবে ঐ ব্যক্তির এরূপ বলতে হবে যে, 'আমি আমার এই জমি ওয়াক্‌ফ করে দিলাম।' সাথে সাথে ঐ জমির পরিচয় ও সীমানা ইত্যাদি উল্লেখ করবে। এর সাথে নিজের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথাও বলবে যে, ওয়াক্‌ফের উৎপন্ন আয় প্রথম মসজিদ গৃহে ও তা নির্মাণ কারীর মজুরী বাবদ ব্যয় করা হবে। এরপর অবশিষ্ট আয় দিয়ে মসজিদের তৈল, বাতি, চাটাই, ফরাস এবং অন্যান্য এমন কাজে ব্যয় করা হবে, যা মসজিদেরই কল্যাণ ও উন্নয়নে হয়ে থাকে। আর তত্ত্বাবধায়ক বা মুতাওয়াল্লী নিজের বিবেচনা অনুযায়ী ঐসব কাজে ওয়াক্‌ফের অর্থ ব্যয় করতে পারবে। আর যখন মসজিদের এই ওয়াক্‌ফের প্রয়োজন থাকবেনা, তখন তা দরিদ্র ও অভাবী মুসলমানদের মধ্যে তা বিতরণ করা যাবে। এভাবে ওয়াক্‌ফ করলেই তা বৈধ হবে, কখনও তা বাতিল হবে না।[৩৮]

যদি কেউ তার জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে কিন্তু শেষে দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য করলনা-সর্বসম্মতভাবে এটা বৈধ হবে। আবার কেউ নিজের গৃহ কোন মসজিদ অথবা মুসলমানদের রাস্তার উপর সাদাকা করে তবে তা ওয়াক্‌ফের অনুরূপ বৈধ হবে। আবার কোন ব্যক্তি যদি কিছু পরিমান দিরহাম মসজিদের দালান অথবা মসজিদের খোরপোষ অথবা মসজিদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য প্রদান করে তবে তা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, মসজিদের জন্য আমি সম্পদ অছিয়ত করেছি, তবে তা বৈধ হবে না, বরং বলতে হবে যে, মসজিদের উপর খরচ করা যাবে। মোটের উপর মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করলে, তা সমর্পণ না করা পর্যন্ত দাতার মালিকানায় থাকবে। সমর্পণ কথা ও কাজ উভয় পদ্ধতিতে হতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, ওয়াক্‌ফকারী এই করে যে, আমি এই জমিকে মসজিদ বানালাম, তবে তাই যথেষ্ট। এর দ্বারাই মসজিদ রূপে গণ্য হবে এবং দাতার মালিকানাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদের মতে, মসজিদের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান এবং আজান ও ইকামতসহ সালাত আদায়ও জরুরী। অন্যথায় দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয়না এবং তা মসজিদ রূপে গণ্য হয়না।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

আজান, ইকামত ছাড়া গোপনে ছালাত আদায় করলে মসজিদ সাব্যস্ত হবে না। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করার পর মুতাওয়াল্লীর হাতে সমর্পণ দ্বারাও মসজিদ চূড়ান্ত হয়ে যায়। যদিও সালাত আদায় করা না হয়।[৪০] মসজিদ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকেনা এবং তা বিক্রি করা কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে মালিকানা লাভেরও অবকাশ থাকেনা।[৪১]

মসজিদের উন্নয়ন কার্য ও অপরাপর খরচাদির জন্য স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা যেতে পারে, যার আয় থেকে গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করার কথা যোগ করাও বৈধ এবং তা করলেও ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে। যদি গরীবদের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা হয় তবে মসজিদের ব্যয় নির্ধারণের পর কিছু বেঁচে থাকলে তা তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[৪২]

এমনিভাবে গাছ-পালা ও টাকা পয়সা ইত্যাদিও ওয়াক্‌ফ করা যায়, যা মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা দ্বারা চূড়ান্ত হবে।[৪৩] মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি কেবল মসজিদের নির্মাণ-উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার করা যায়, সাজ্র-সজ্জা ও অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেবল মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা মসজিদের জন্য আয়কর খাতে বিনিয়োগ করা হবে, দরিদ্রের মাঝে বন্টন করা যাবে না।[৪৪]

<u>ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহ ঃ</u>

কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হয়। আর এ শর্তসমূহের কতকটা সম্পর্ক ওয়াক্‌ফকারীর সাথে কতকের সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে আর কতকের সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে। ওয়াক্‌ফকারীর সঙ্গে যেসব শর্ত সম্পৃক্ত তা হল- ওয়াক্‌ফকারীকে পূর্ণ মানসিক বৃত্তি সম্পন্ন, পূর্ণবয়স্ক এবং স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ, শিশু ও ক্রীতদাসের ওয়াক্‌ফ সঠিক হবেনা। ওয়াক্‌ফ সঠিক বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াকিফের মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। কোন জিম্মি যদি বিধি মুতাবিক ওয়াক্‌ফ করে তবে তা বৈধ হবে।[৪৫]

আবার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ হল- যে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হবে তার স্বত্ব-স্বামীত্ব ওয়াক্‌ফ করার সময়ে ওয়াক্‌ফকারীর থাকতে হবে। কেউ যদি প্রকৃত পক্ষে কোন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তির স্বত্ত্বাধিকারী হয়, নিজেকে শুধু মুতাওয়াল্লী মনে করে উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে তবে ঐ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে। উক্ত ক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করা হবে তা হল, ঐ ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি আদান-প্রদানের ক্ষমতা ছিল কিনা। ওয়াকিফ কর্তৃক কোন সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি হলেও সে ঐ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করতে পারবে যদি শেষ পর্যন্ত সে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। ওয়াকি্ফ যদি ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নাও হয় এবং সে যদি তা ওয়াক্‌ফ করে এবং মালিক কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়, তাহলেও ঐ ওয়াক্‌ফ অবৈধ হবেনা। কিন্তু ওয়াক্‌ফ দ্বারা যদি উত্তরাধিকারীদেরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঐ ওয়াক্‌ফ কার্যকরী হবেনা।[৪৬]

ওয়াক্‌ফের বস্তু সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কেউ যদি বলে যে, 'আমি আমার জমি থেকে ওয়াক্‌ফ করলাম' কিন্তু কোথাকার কোন জমি তা নির্দিষ্ট করে বলল না, এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবেনা।[৪৭] তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ী যা সবাই চেনে, তার পরিমাপ ও সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হবে।[৪৮]

ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, ওয়াক্‌ফ বস্তু কোন স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পদ হবেনা, বরং স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র এর ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সহ আরও অনেক সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ওয়াক্‌ফ করেছিলেন এবং মহানবী (স.) তা অনুমোদনও করেছিলেন।[৪৯]

ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী হল- ওয়াক্‌ফ হতে হবে এমন কোন পূণ্য কর্মের জন্য যা ইসলামের দৃষ্টিতে নেকীর কাজ। ওয়াক্‌ফকে কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখা যাবেনা। যেমন অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ জমি ওয়াক্‌ফ।[৫০] ওয়াক্‌ফকালে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করার শর্ত আরোপ করা যাবেনা। এরূপ কোন শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হবেনা। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ করলে ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবেনা। এরূপ করলে ওয়াক্‌ফ বৈধ হবেনা। তবে মসজিদের জন্য এভাবে ওয়াক্‌ফ করে মসজিদ তৈরী করলে বৈধ হবে, কিন্তু বিবেচনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আবার ওয়াক্‌ফটি স্থায়ী হতে হবে। অতএব, সীমিত সময়ের জন্য কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করলে তা বৈধ হবেনা। অধিকন্তু ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যও স্থায়ী ধরণের হতে হবে। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। ওয়াক্‌ফ নামায় এমন কোন শর্ত যদি থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে সম্পত্তিটি ওয়াক্‌ফের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে, এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। অথবা ওয়াক্‌ফ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে একজন উপস্বত্ব ভোগকারী বন্ধক গ্রহীতা হলে এবং ঐ সম্পত্তিতে তার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তার ওয়াক্‌ফটি স্থায়ী হবেনা। কিছুদিনের জন্য লীজ নেয়া জমির উপর বাড়ীর ওয়াক্‌ফ হবেনা। কারণ তা স্থায়ী নয়।[৫২]

আবার নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে তা শুদ্ধ হবেনা। কেননা, এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়াক্‌ফের বিষয়বস্তু ঃ

যে কোন প্রকার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা যেতে পারে। কেবল স্থাবর সম্পত্তিরই নয়, বরং অস্থাবর সম্পত্তিরও বৈধ ওয়াক্‌ফ করা চলে। যেমন, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর শেয়ার, সরকারী অঙ্গীকারপত্র এবং এমনকি টাকারও ওয়াক্‌ফ হতে পারে। ফসলের জমি, বাড়ী, গোসলখানা, জলাশয়, রাস্তা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। জমি ওয়াক্‌ফ করলে তাতে অবস্থিত বৃক্ষ ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে। কিন্তু ফসল শামিল হবেনা। তবে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যদি ফসলের কথা উল্লেখ করে তবে তাও ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে। জমি ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে সে জমিতে যাওয়ার পথ ও পানি সেচের ঘাট ওয়াকফের অন্তর্ভূক্ত হবে। জমিতে যদি বৃক্ষ থাকে তবে তা সহই জমি ওয়াক্‌ফ করতে হবে। বৃক্ষ ছাড়া কেবল জমি ওয়াক্‌ফ করলে তা বৈধ হবেনা। জমির অংশ বিশেষ ওয়াক্‌ফ করলে কতটুকু অংশ তা উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য যদি সবটুকু জমিই ওয়াক্‌ফ করা হয় তবে তার পরিমান উল্লেখ করা জরুরী নয়।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

কোন অস্থাবর সম্পত্তি যদি স্থাবর সম্পত্তির অধীনে থাকে তবে স্থাবর সম্পত্তির অধীনে তার ওয়াক্‌ফ বৈধ। যেমন কোন জমিতে চাষাবাদের সামগ্রী আছে, এখন জমির মালিক যদি জমির সঙ্গে সেসব সামগ্রীও ওয়াক্‌ফ করে দেয় তবে তা বৈধ হবে। কোন অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্‌ফের প্রচলন যদি থাকে তার ওয়াক্‌ফও বৈধ। যেমন, জানাজা ও কবর খননের সামগ্রী।

আল-কুরআন ও দ্বীনি পুস্তকাদি ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। ওয়াক্‌ফকারী যদি কোন নির্দিষ্ট মসজিদের জন্য কুরআন মাজীদ ওয়াক্‌ফ করে তবে তা সে মসজিদেই সংরক্ষিত রাখা উচিত। অন্যত্র স্থানান্তরিত করা উচিত নয়। আর যদি মুসল্লীদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে, নির্দিষ্ট কোন মসজিদের জন্য নয়, তবে তা অন্য মসজিদে নেয়া বৈধ হবে। টাকা পয়সাও ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। তবে ওয়াক্‌ফ বস্তুর মূলকে অবশিষ্ট রেখে কেবল তার উৎপাদন উপযোগ দ্বারাই উপকার লাভ বৈধ। তাই এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, আসল টাকা ব্যয় করা যাবেনা; বরং তার লভ্যাংশ ব্যয় করতে হবে।[৫৪]

মাশা অর্থাৎ কোনও সম্পত্তিতে কারও অবিভক্ত অংশ (তা ভাগ করার উপযোগী হউক বা না হউক) দ্বারাও ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ অংশ মসজিদ বা গোরস্থানের জন্য সৃষ্টি ওয়াক্‌ফে ব্যবহার করা যেতে পারেনা। সম্পত্তির প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হোকনা কেন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করার সময় অবশ্যই ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানাভূক্ত হতে হবে এবং তা হস্তান্তর করার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার তার থাকতে হবে।[৫৫] যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তির প্রকৃত মালিক অথচ তার ধারণা যে, সে ঐ সম্পত্তির একজন মুতাওয়াল্লী, সে ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তি বৈধভাবে উক্ত সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হল-ঐ সময়ে ওয়াকিফের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল কি না।

মুশা বস্তুর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে যা বলা হয়েছে তার যথাবি হীত সংক্ষিপ্ত রূপ হল- মুশার মমার্থ হল, যার কিছু অংশ ওয়াক্‌ফ করলে তা সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিস্তৃত হয়, তা কোন নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ থাকেনা। যে বস্তু বিভাজ্য শ্রেণীর নয়, যদি তার কোন অংশ কেউ ওয়াক্‌ফ করে তবে তা সম্পূর্ণভাবে বৈধ হবে। যেমন কেউ যদি তার অংশ অর্ধ হাম্মামখানা ওয়াক্‌ফ করে

Dhaka University Institutional Repository

তবে তা বৈধ হয়, যদিও তা মুশা শ্রেণীর বস্তু। কিন্তু যে বস্তু অবিভাজ্য তাতে ওয়াক্‌ফ করা ইমাম মুহাম্মদের মতে বৈধ নয়। ইমাম আবু ইউসুফের নিকট তা বৈধ হবে। ইমামদের মতে, অবিভক্ত জমিকে মসজিদ বা কবর স্থান করে দেয়া বৈধ নয়- চাই তা অবিভাজ্য শ্রেণীর হোক বা বিভাজ্য শ্রেণীর হোক।

ইমামদের মতে, যদি সমস্ত বস্তু ওয়াক্‌ফ করা হয় এবং শরীকদের কেউ কেউ বা সবাই বাটোয়ারা তলব করে তবুও তা বন্টন করা যাবে না। যদি বস্তু কোন জমিন বা গৃহ হয়, তারপর এক শরীকদার তার নিজের অংশ ওয়াক্‌ফ করে তবে সে নিজেই তার শরীকদার হতে নিজের অংশ বন্টন করে নিবে। আর যদি সে বন্টন করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তখন তার শরীকদার হতে তার অংশ বন্টন করে দেয়ার ভার কাজী গ্রহণ করবে।

আর যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন এজমালী ভূমি থাকে এবং তারা দুজনেই নিজ নিজ অংশ একদল লোকের উপর ওয়াক্‌ফ করে দেয় তবে তা বৈধ হবে। আবার কোন বস্তু সম্পূর্ণ ওয়াক্‌ফ করে দেয়ার পর তার কিছু অংশে যদি অন্যের স্বত্ব আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ওয়াক্‌ফকারীর অংশ বাদে বাকী অংশের ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের সমস্ত জমি ওয়াক্‌ফ করে দেয়ার পর তাতে অনির্দিষ্ট অর্ধাংশ জমিনের কোন মুস্তাহিক প্রমাণিত হয় এবং কাজী উক্ত মুস্তাহিকের জন্য অর্ধাংশের হুকুম দিয়ে থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে, অর্ধাংশের ওয়াক্‌ফ বহাল থাকবে। ইমাম মুহাম্মদের মতে, দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী জমি থাকলে এবং তারা উভয়েই তা দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য কিংবা কল্যাণকর কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলে তা বৈধ হবে।

যদি কোন মুতাওয়াল্লী দু'জন শরীকদার ওয়াক্‌ফকারীর মধ্য হতে একজনের অংশের উপর কব্জা করে এবং অন্যজনের অংশের উপর কব্জা না করে তবে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে না। এমনকি তখন যার অংশ কব্জা করেছে তাও তার ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষমতা থাকবে এবং সে তা বিক্রি করে দিতে পারবে।

আবার জমি এবং গৃহসমূহ দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী হলে তাদের কোন একজন তার নিজের অংশ ওয়াক্‌ফ করে দেয়ার পর ইচ্ছা করলে নিজের শরীকদার হতে বাটোয়ারা করে নিজের বিভিন্ন গৃহ জমির অংশগুলো এক জমি বা এক গৃহে একত্রিত করতে পারে- এটা বৈধ।

Dhaka University Institutional Repository

কোন গ্রামের বা মহল্লার কিছু অংশ ওয়াক্‌ফকৃত, কিছু অংশ সরকারের খাস জমি এবং কিছু অংশ অন্যাদের স্বত্ব। তারপর যদি তারা কিছু অংশ জমির বন্টন করতে ইচ্ছা করে তবে তা বৈধ হবে না, কিন্তু যদি ঐ গ্রাম বা মহল্লার সমস্ত সম্পত্তি বন্টন করে নিতে চায়, তবে তা বৈধ হবে।[৫৬]

বন্ধক কিংবা ইজারা দেয়া সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ করা চলে। খায়-খালাসী বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির বৈধ ওয়াক্‌ফ করতে পারেনা। কারণ, সে তার মালিক নয় এবং বন্ধক হল সুদের বিরুদ্ধে মুসলিম আইনের ব্যবস্থাকে এড়াবার একটি পন্থামাত্র। কুঞ্জবনে বৃক্ষাদির উপর মালিকের স্থায়ী অধিকার ও পূর্ণ স্বত্ব রয়েছে। অতএব কুঞ্জবনের অধিকারের ওয়াক্‌ফ বৈধ।[৫৭] ওয়াকিফ সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি অনুযায়ী তাতে দখল প্রাপ্ত হলে, তিনি ঐ সম্পত্তির বৈধ ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করতে পারেন। অবশ্য যদি বিক্রয়টি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়।[৫৮]

ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম ঃ

ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা থেকে জানা যায়, ওয়াক্‌ফের মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রেখে তার লাভ বা উৎপাদন-উপযোগ ওয়াক্‌ফ খাতে ব্যয় করা হয়। কাজেই ওয়াক্‌ফের ভাষায় বা ওয়াক্‌ফকারীর নিয়তে এটা পরিস্কার থাকা প্রয়োজন যে, যে যে বস্তু ওয়াক্‌ফ করছে তা সংরক্ষিত রাখা হবে। সেই সঙ্গে উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শব্দ বা শর্ত যুক্ত করা যাবেনা, যদ্বারা উক্ত শর্তের লংঘন ঘটে এবং ওয়াক্‌ফ মেয়াদী হয়ে পড়ে বা কোন এক সময়ে তার ব্যয় খাত শেষ হয়ে যাবে।

ওয়াক্‌ফনামা লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় নয়। ওয়াক্‌ফ লিখিতভাবেও করা যেতে পারে, আবার মৌখিকভাবেও করা যেতে পারে। তথাপি এর জন্য সাধারণতঃ লিখিত দলিল সম্পাদন করা হয়। দাতা 'ওয়াক্‌াফতু' 'হাববাসতু' 'সাববালতু' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে তৃতীয় ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অথবা সে অন্য ভাষা অবলম্বন করলে তার সাথে সংযোগ করবে "উহা বিক্রয় করা, দান করা অথবা ওয়াসিয়াত করা যাবেনা" (অন্যথায় তা সাদাকা হবে)। অধিকন্তু ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বর্ণনা করবেন এবং ঠিক ঠিক ভাবে উল্লেখ করবেন কোন উদ্দেশ্যে এবং কার অনুকূলে উক্ত ওয়াক্‌ফ করছেন।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ওয়াক্‌ফের ভাষা হবে নিম্নরূপ- আমার এই জমি আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পর স্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফ, আমার এই জমি গরীবের জন্য ওয়াক্‌ফ, আমার এ জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ, আমার এ জমি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ। এটা বিক্রি করা যাবেনা এবং এর মধ্যে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবেনা। আমার এই জমির ফসল স্থায়ীভাবে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আমার মৃত্যুর পর এই জমির ফসল অমুক পাবে এবং তারপর তার আত্মীয় এবং তারপর গরীবগণ। মোটকথা, ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহের পরিপন্থী না হয় এমন যে কোন ভাষাই ব্যবহার করা যেতে পারে।[৬০] তবে কোন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করতে হলে সংশ্লিষ্ট দলিলে বা বর্ণনায় "ওয়াক্‌ফ" শব্দটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রকৃতি এবং ওয়াক্‌ফ দাতার আচরণ থেকে এটা যে একটি ওয়াক্‌ফ তা সহজভাবে বোধগম্য হতে হবে। কোন জমি হস্তান্তর করলে তা আসলে ওয়াক্‌ফ কিনা, তা যেখানে সহজে বোধগম্য হয়না, সেখানে ওয়াক্‌ফের উক্তি এবং যে উদ্দেশ্যে ও যে ভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিচার বিবেচনা করে সম্পত্তি হস্তান্তরের আসল উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হবে।

ওয়াক্‌ফদাতা তার জীবনকালে অথবা ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে যেতে পারেন। ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে তিনি যদি তাতে শর্ত জুড়ে দেন যে, তার যদি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে ওয়াক্‌ফ বলবৎ হবেনা এবং পরে যদি সত্য সত্যই তার পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে একমাত্র এ কারণেই ওয়াক্‌ফটি অবৈধ বলে গণ্য হবে।

কোন মুসলমান তার সমস্ত সম্পত্তিই ওয়াক্‌ফ করে যেতে পারেন। কিন্তু ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ করা হলে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করা হলে তা তার মোট সম্পত্তির তিনভাগের মাত্র একভাগের উপর বলবৎ হবে। তবে তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ (উত্তরাধিকারীগণ) সম্মত হলে সমুদয় সম্পত্তির উপরই ওয়াক্‌ফ বলবৎ হতে পারে।[৬১]

যা-ই হোক, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত শর্ত ছাড়া ক্ষতিকর কোন শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। কারোরই এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার নেই। ওয়াক্‌ফ সম্পাদনের পর তা বেচাকেনা করা

Dhaka University Institutional Repository

বা অন্য কোনভাবে কাউকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া যাবেনা। বরং যে কাজে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তজ্জন্য তা সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করা হবে। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের জন্য তাতে দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয়না। ওয়াক্‌ফ করার পর সে সম্পত্তি কারও ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকেনা। তা জনকল্যাণের একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[৬২] ওয়াক্‌ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হলে কিংবা স্থায়ীভাবে চলতে পারে, সেভাবে ওয়াক্‌ফ করা না হলে তা ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবেনা।

আবার যদি কেউ বলে যে, 'আমার এই জমি সাদকাহ' তবে তা সাদকাহ করার মানত। এমনকি ঐ মূল জমি সাদকাহ করলে বা তার মূল্য সাদকাহ করলে ঐ মানত আদায় হবে। আর যদি বলে যে, আমি আমার এই জমি দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য সাদকাহ করেছি, তবে ওয়াক্‌ফ হবে না। বরং তা মান্নত হবে, ঐ মূল জমি অথবা তার মূল্য সাদকাহ করা তার উপর ওয়াজিব হবে। এরূপ করলে সে তার ওয়াদামুক্ত হবে। আর এরূপ না করলে তার মৃত্যুর পর ঐ জমি মিরাস হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে, আমার এ জমি নেকি ও সওয়াবের রাস্তায় সাদকাহ। তবে তা ওয়াক্‌ফ হবে না বরং মান্নত হবে। কোন ব্যক্তি বলল যে, আমি এই গৃহের লাভালাভ মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করেছি তবে এটা ঐ লাভালাভ সাদকাহ করার মান্নত হবে। আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই গৃহ মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করেছি তবে তা উক্ত গৃহ মিসকীনদের উপর সাদকাহ করার মান্নত হবে। আর যদি কেউ বলে যে, এটা সাদকাহ, বিক্রি করা যাবে না। তবে এটা সাদকাহর মান্নত হবে, ওয়াক্‌ফ হবে না। আর যদি তার সাথে যোগ করে বলে যে, হিবাহ বা দান করা যাবে না এবং এটা মিরাসও হবে না, তবে তা মিসকীনদের উপর ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে।[৬৩]

কিভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণ হয় ঃ

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, ওয়াক্‌ফদাতার জীবদ্দশায় পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত ওয়াক্‌ফ ঘোষণা দ্বারাই কার্যকরী হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ওয়াক্‌ফদাতা কর্তৃক শুধু ঘোষণাই নয়, বরং মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ও তার নিকট সম্পত্তির দখল দান না করলে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণ হবেনা।[৬৪] বৈধ ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করা প্রয়োজন। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

* ওয়াক্‌ফ করতে হবে চিরকালের জন্য। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অনুকূলে স্থাপিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বেলায় তা থেকে অর্জিত আয় তার মৃত্যুর পর দরিদ্রের জন্য বরাদ্দ করে ওয়াক্‌ফ সম্পাদন করতে হবে। সুতরাং তা হস্তান্তর যোগ্য নয়।

* ওয়াক্‌ফ অবিলম্বে কার্যকরী হবে, তা স্থগিত রাখার অন্য কোন শর্ত তাতে থাকবেনা। তবে ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যু পর্যন্ত তা স্থগিত রাখার শর্ত আরোপ করা যায়। কিন্তু ওয়াক্‌ফকে যদি ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যু পর্যন্ত স্থগিত রাখার শর্ত লাগানো হয় তাহলে তা ওয়াসিয়্যাতের অনুরূপ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

* ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি। ইমাম আবু হানিফার (র.) মতে, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করা না হলে ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষে ঐ ওয়াক্‌ফ বাতিল করে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে।[৬৫] সুতরাং হানাফী ওয়াক্‌ফকারী সর্বদা তদীয় সম্পত্তি প্রত্যার্পণের জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে যথাবিহিত মোকাদ্দমা আনয়ণ করতে পারে। বিচারক আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের সিদ্ধান্তের যে কোনটি অবলম্বনে বিচার করতে পারেন। আবু ইউসুফের মতে, ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় বলে বিচারক ঐ বিধান অনুসারে ওয়াক্‌ফ বহাল রেখে আবেদন নাকচ করতে পারেন।[৬৬]

ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আরও প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে- যাদের অনুকূলে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাদের নিকট অথবা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অর্পণ করা। জনকল্যাণার্থে ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু কোন একজন লোক ব্যবহার করলেই অর্পণ চূড়ান্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে মালিকী মাযহাব মতে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য নয়, যথাঃ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি একমাত্র ওয়াক্‌ফকারীই নয়, বরং তদীয় উত্তরাধিকারীগণও প্রত্যাহার করতে পারে।[৬৭]

ওয়াক্‌ফকারী স্বয়ং নিজেকেই প্রথম মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে পারে। ওয়াক্‌ফকারী এবং মুতাওয়াল্লী একই ব্যক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় মতেই দখল প্রদানের প্রয়োজন হয়না এবং মালিক হিসেবে তার নামের সম্পত্তি মুতাওয়াল্লীর নামেও বদলী করতে হয়না। ঘোষণা দ্বারা- ওয়াক্‌ফ সৃষ্ট হবে বটে, তবে ঐ ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

অকৃত্রিম হতে হবে। যদি ওয়াক্‌ফদাতা ওয়াক্‌ফ নামা শুধু নিজের নিকট রেখে তার উদ্দেশ্যে কোন কাজ না করে, তবে এতে প্রতীয়মান হবে যে, ওয়াক্‌ফদাতার ঐ ওয়াক্‌ফ কার্যকরী করার ইচ্ছা ছিলনা, হয়ত ওয়াক্‌ফদাতা তার বিরুদ্ধে কোন দাবিকে পরিহারের জন্য তার আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু যেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের ঘোষণা করা হয়নি, কিংবা দখল প্রদান করা হয়নি, সেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি দানের জন্য পৃথক করে রাখলেও কিংবা তার আয় আকাংখিত দানের জন্য ব্যয় করলেও তা ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবেনা।[৬৮] তবে একবার যদি কার্যকরীভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পাদিত হয় তা প্রত্যাহার করা যাবেনা। ওয়াক্‌ফদাতা একবার যদি ওয়াক্‌ফ করার আকাংখা ঘোষণা করে এবং মুতাওয়াল্লী হিসেবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করে তা হলে কোন ক্রমেই ঐ ওয়াক্‌ফ অগ্রাহ্য করা যাবেনা এবং এ ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফকারী যদি সেটাকে ওয়াক্‌ফ নয় বলেও দাবী করে, তাহলেও তা বৈধভাবে সম্পাদিত ওয়াক্‌ফ বলে ধার্য হবে।[৬৯] সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যবস্থা ওয়াক্‌ফ বলে প্রতীয়মাণ হয়, তাহলে যে তা ওয়াক্‌ফ নয় বলে দাবী করবে, তাকেই তা প্রমাণ করতে হবে।

ওয়াক্‌ফ যদি দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে ওয়াক্‌ফদাতার প্রকৃত ইচ্ছা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি ওয়াক্‌ফ দলিলক্রমে সম্পাদিত হয় তাহলে শুধুমাত্র এর অর্থ দ্ব্যর্থক হলে ওয়াক্‌ফকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বিচার করার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৭০]

অর্থাৎ যেখানে ওয়াক্‌ফের ঘোষণা বা দখলদান কোনটাই নেই সেখানে দানের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি উৎসর্গ করলেই তা ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে না। এমনকি উক্ত সম্পত্তির আয় বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হলেও তাতে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হবে না। ওয়াক্‌ফ সৃষ্টির দলিলটি অবৈধ হলে, সম্পত্তিটিকে একটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী কোন আচরণ দানটিকে বৈধ ওয়াক্‌ফে পরিণত করতে পারে না।

কোন ধর্মীয় বা দাতব্য ট্রাস্ট ও দলিল দ্বারা কোন ওয়াক্‌ফের সৃষ্টি হলেও তা দখল দানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হলে, দাতা কিংবা তার মাধ্যমে দাবীদারগণ একথা বলতে পারেন না যে, ওয়াকিফের সত্যিকারের ওয়াক্‌ফ করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ একবার

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হলে, পরবর্তীকালে তা কার্যকর না হয়ে থাকলে তা বিশ্বাস ভঙ্গের প্রশ্ন হবে মাত্র। তবে দাতা এবং তার মাধ্যমে দাবীদারগণ অবশ্য প্রমাণ করতে পারেন যে, দলিলে আদৌ কোন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হয়নি এবং তা ওয়াক্‌ফ হিসাবে কার্যকরী হবে এমন কোন ইচ্ছা ওয়াকিফ কখনও প্রকাশ করেননি, বরং তা মিথ্যা ও কাল্পনিক। এটা একটা মনোভাব সংক্রান্ত প্রশ্ন, যা ঘটনা ও অবস্থার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ সাপেক্ষ। এই অনুসন্ধান কাজের জন্য ওয়াকিফের পরবর্তী আচরণ যদি দলিলটি সম্পাদনের সময় প্রদর্শিত আচরণের সাথে অবিচ্ছিন্ন হয় তাহলে পরবর্তী আচরণটি প্রাসঙ্গিক হবে। দলিল দ্বারা ওয়াক্‌ফের সৃষ্টি না হলে অথবা সৃষ্টি হলেও তার ভাষা দ্ব্যর্থবোধক হলে, ওয়াকিফের মনোভাবের সাক্ষ্য সর্বদাই গ্রহণযোগ্য হবে। কোন পাওনাদার অবশ্য সর্বদাই প্রমাণ করতে পারেন যে, তাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যেই ওয়াক্‌ফটি সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭১]

যখন কোন ওয়াক্‌ফ মিশ্রিত উদ্দেশ্যে করা হয়, যার কিছুটা বৈধ এবং কিছুটা অবৈধ, সেখানে আইন সিদ্ধ উদ্দেশ্য পর্যন্ত ওয়াক্‌ফটি বৈধ; কিন্তু অবশিষ্টাংশের ক্ষেত্রে তা অবৈধ এবং অবৈধ উদ্দেশ্যে ঐ সম্পত্তির যতখানি উৎসর্গ করা হয়েছে তা ওয়াকিফের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। যেখানে সম্পত্তিটি সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়নি এবং যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা বৈধ নয়; সেখানে সমগ্র সম্পত্তিটি দানশীলতার বৈধ উৎসর্গীকৃত হবে।[৭২]

ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্তসাপেক্ষ ওয়াক্‌ফ ঃ

ওয়াসিয়্যাতের মাধ্যমে যদি ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে ওয়াক্‌ফকারী যে কোন সময় তা প্রত্যাহার করতে পারেন। মৃত্যু শয্যায় সৃষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পর্কেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবেনা। যদি ওয়াক্‌ফ দলিলের মাধ্যমে না হয়, তাহলে ওয়াক্‌ফকারী যদি ওয়াক্‌ফ করার সময়ে প্রত্যাহারের ক্ষমতা তার হাতে রেখে দেয় তাহলে ঐ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবেনা। তবে ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সংরক্ষিত না রাখতে পারলে ওয়াক্‌ফ হতে যারা উপকৃত হবে তাদের পরিবর্তনের ক্ষমতা তিনি সংরক্ষিত রাখতে পারেন। ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করার সময় তা হতে যারা উপকার পাবে তাদের সংখ্যা অথবা তাদের অংশ কম-বেশী করার ক্ষমতা ওয়াক্‌ফদাতা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখতে পারেন।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

উক্তরূপ ক্ষমতা সংরক্ষণ ব্যতীত ওয়াক্‌ফকারী তার সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারেন না, অথবা মুতাওয়াল্লীদের সংখ্যার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনও করতে পারেন না। ক্ষমতা সংরক্ষিত হয়ে থাকলেও অংশ হ্রাসের ক্ষমতা তিনি এমনভাবে করতে পারেন না, যার ফলে কোনও সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ হতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার হয়ে যেতে পারে। অথবা ওয়াক্‌ফের কোনও উদ্দেশ্যে তিনি এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারেন না, যার ফলে একটি বৈধ উদ্দেশ্যের স্থলে একটি অবৈধ উদ্দেশ্য হয়ে যেতে পারে।[৭৪]

আবার ওয়াক্‌ফদাতা ইচ্ছা করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিবর্তনের শর্তও আরোপ করতে পারেন। সে পরিবর্তনের ক্ষমতা তার নিজের জন্যও নির্দিষ্ট করতে পারেন, আবার অন্যের উপরও তা ন্যস্ত করতে পারেন কিংবা নিজের ও অন্যের উভয়ের উপরও তা ন্যস্ত রাখতে পারেন। যার উপরই ন্যস্ত করা হোকনা কেন, পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। ওয়াক্‌ফকারী যদি পরিবর্তনের শর্তারোপ না করে সেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অবস্থা দু'রকম হতে পারে- এক অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ এবং আরেক অবস্থায় বৈধ নয়। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যদি অচল হয়, তা কোনও উপকারে আসে না, সে অবস্থায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন- (ক) ফসলের জমি, কিন্তু তাতে আদৌ ফসল জন্মায় না, কিংবা (খ) ফসল জন্মালেও যার ব্যয় আয়ের চেয়েও বেশী হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত সে সম্পত্তি পরিবর্তন করতে পারে। ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফকালে পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে থাকলে এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যদি কিছুটা লাভজনক হয়, সে অবস্থায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা যাবেনা।[৭৫]

কোন ওয়াক্‌ফের কার্যকারিতা কোনও অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হলে ওয়াক্‌ফটি অচল ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোনও ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করে তার সাথে এরূপ একটি শর্ত যোগ করে দেন যে, তিনি যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, কেবলমাত্র তাহলেই ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে; তাহলে ওয়াক্‌ফটি অচল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, এক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের কার্যকারিতা

Dhaka University Institutional Repository

ও ওয়াক্‌ফদাতার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার মত একটি অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি এরূপ একটি শর্ত আরোপ করেন যে, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হতে তার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে হবে, অথবা তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন যাবত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সমস্ত আয় তিনি তার ব্যক্তিগত কার্য্যে ব্যয় করবেন। তাহলে ওয়াক্‌ফ অচল বা অবৈধ হবেনা। কারণ, এখানে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা অনিশ্চিত নয়। অনুরূপভাবে ওয়াক্‌ফদাতা তার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হতে তার দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাও করতে পারেন।[৭৬]

মাসারেফ-এ-ওয়াক্‌ফ বা ওয়াক্‌ফ ব্যয় খাত ঃ

ওয়াক্‌ফের বস্তু হতে উপার্জিত অর্থ দ্বারা সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর সংস্কার, মেরামত, হিফাজত ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। চাই ওয়াক্‌ফকারী এটা তার ওয়াক্‌ফের মধ্যে শর্ত করুক বা না করুক। তারপর যে সব কাজ প্রথম করা দরকার তা প্রথম করবে এবং পরবর্তী কাজ পরে করবে। এটা ঐ সময়ের ব্যাপার যখন ওয়াক্‌ফের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত উল্লেখ না থাকে।

আর যদি কোন বস্তুর জন্য ওয়াক্‌ফের মাল ব্যয় করার কথা উল্লেখ থাকে তবে সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফের বস্তুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পর তজ্জন্য ব্যয় করবে। আর যদি কেউ ওয়াক্‌ফ করার সময় এরূপ শর্ত উল্লেখ করে যে, ওয়াক্‌ফকৃত মালের উপার্জিত অর্থ এব বৎসর পর্যন্ত অমুক ব্যক্তির জন্য থাকবে। অতঃপর তা দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য হবে এবং সে যদি ওয়াক্‌ফের মধ্যে ওয়াক্‌ফ বস্তুর মেরামত ইত্যাদির শর্ত করে দেয় তবে এ অবস্থায় অমুক ব্যক্তির হক বা অধিকার হতে ওয়াক্‌ফ বস্তুর মেরামত ইত্যাদি কার্য পরবর্তী পর্যায়ে নেয়া হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, মেরামত ইত্যাদি কার্যে দেরি করলে ওয়াক্‌ফ বস্তুর বিশেষ ক্ষতির আশংকা আছে, তবে মেরামতের কাজটি আগে করে নিতে হবে।[৭৭]

যদি ওয়াক্‌ফ কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা একাধিক নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর হয় এবং শেষে ফকির-মিসকীনদের জন্য হয় তবে তা ওয়াক্‌ফকারীর সম্পদ হতে হবে অর্থাৎ ওয়াকিফের জীবদ্দশায় সে তার জন্য কোন সম্পদ হতে এটা দিয়ে দিবে। তারপর যখন সে ইন্তিকাল করবে তখন ঐ সম্পদ উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর উপার্জিত অর্থ হতে দেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যদি কেউ নিজ গৃহ স্বীয় আওলাদ ফরজন্দের বসবাসের জন্য ওয়াক্‌ফ করে তবে উক্ত গৃহে বর্তমানে যে থাকে তার উপর ঐ গৃহ মেরামত করা ওয়াজিব হবে। তারপর যদি সে তা না করে অথবা দারিদ্রের কারণে সে অসমর্থ হয় তবে কাজী ঐ গৃহ ইজারা দিয়ে তার উজরত দ্বারা উক্ত গৃহ মেরামতের নির্দেশ দিবেন। তারপর যখন মেরামত, সংস্কার ইত্যাদি হয়ে যাবে তখন যার উপর ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাকে তা ফেরত দিবে। আর যে ব্যক্তি ঐ গৃহ মেরামত করতে রাজী না হবে তার উপর এ ব্যাপারে জবরদস্তি করা যাবে না।[৭৮]

যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের জমি নিম্নোক্ত শর্তে ওয়াক্‌ফ করে যে, প্রতি বছর আমার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার দিরহাম দ্বারা একটি পূর্ণ হজ্জ আদায় করা হয় এবং যান বাহন ইত্যাদিসহ হজ্জ করার ব্যয় যদি মোট এক হাজার দিরহাম পড়ে ততে তাতে ঐ হজ্জের জন্য এক হাজার দিরহাম খরচ করে বাকী চার হাজার দিরহাম গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমি জিহাদ এবং গাজীদের উপর সাদকাহ-এ-মাওকুফাহ অথবা মৃত ও তাদের দাফন-কাফনের উপর সাদকাহ-এ-মাওকুফাহ, তবে এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে।[৭৯]

যদি কেউ কুরআন মাজীদ পাঠক অর্থাৎ ক্বারীদের উপর এবং ফকিহদের জন্য, মসজিদের মুয়াল্লিমদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে তা বাতিল। তবে অন্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের উপর ওয়াক্‌ফ করা শুদ্ধ হবে। তবে তাদের মধ্যে যারা মুহতাজ বা অন্যের মুখাপেক্ষী, ওয়াক্‌ফের মাল তারাই পাবে, ধনীগণ পাবে না। যদি কোন লোক তার নিজের জমি বা গৃহ কোন খাস মসজিদে নিযুক্ত মুয়াজ্জিন অথবা ইমামের উপর ওয়াক্‌ফ করে, তবে এমন ওয়াক্‌ফ জায়েজ হবে না, মুয়াজ্জিন গরীব হলেও নয়। আর যদি ওয়াক্‌ফকারী বলে যে, আমি গরীব মুয়াজ্জিনের উপর ওয়াক্‌ফ করলাম তবে তা কারো মতে জায়েজ, কারো মতে জায়েজ নয়। কেউ যদি এমন ব্যক্তির উপর এই উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করে যে, সেই ওয়াক্‌ফকারীর কবরের নিকট কুরআন মাজীদ পাঠ করবে, তবে তা জায়েজ হবে না। যদি সুফী লোকদের উপর ওয়াক্‌ফ করা হয় তবে কেউ কেউ বলেন যে, তা জায়েজ হবে না, আবার কেউ কেউ বলেন জায়েজ হবে এবং তাদের মধ্যে ফকির গরীবদের উপর ব্যয় করা যাবে এটাই বিশুদ্ধ মত।[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

ঈদগাহ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট, নির্মাণ, সেতু তৈরী, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কূপ, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্‌ফ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) মুসাফিরদের জন্য একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন।[৮১] হযরত উসমান (রা.) মদীনাবাসীর পানির কষ্ট দূর করার জন্য 'রূমা' নামক কূপ ক্রয় করে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[৮২]

এরূপ ওয়াক্‌ফ দ্বারা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হতে পারে। অর্থাৎ সকলের জন্যই এরূপ কবরস্থানে দাফন করা, মুসাফির খানায় অবস্থান করা এবং কূপের পানি ব্যবহার করা বৈধ।[৮৩]

ওয়াক্‌ফ করার সময়ে কবরস্থানে গাছপালা থাকলে ওয়ারিশগণ তা কেটে নিতে পারে, কিন্তু কবরস্থান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গাছপালা ওয়াক্‌ফকৃত জমির অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফ করার পর যদি কবরস্থানে বৃক্ষ জন্মায় তবে তা রোপনকারীর হবে। কে রোপনকারী তা জানা না থাকলে সে বৃক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ওয়াক্‌ফরূপে গণ্য হবে এবং তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবরস্থানের কাজে ব্যবহৃত হবে।[৮৪]

<u>ওয়াক্‌ফ নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য এবং অন্যান্য আত্মীয়দের জন্য করা ঃ</u>

ওয়াক্‌ফকারী নিজের জন্যও ওয়াক্‌ফ করতে পারেন। যেমনঃ তিনি বললেন- এই জমি আমার নিজের জন্য ওয়াক্‌ফ বা সাদকাহ বা আমি এই জমি এই শর্তে ওয়াক্‌ফ করছি যে, আমি যতদিন বেঁচে থাকব এর সম্পূর্ণ আয় বা আংশিক আয় নিজেই ভোগ করব। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এরূপ ওয়াক্‌ফ করাকে বৈধ বলেছেন।[৮৫]

অনুরূপভাবে পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী ও পরবর্তী বংশধরদের জন্যও ওয়াক্‌ফ বৈধ। যদি বলে, আমার এই সম্পত্তি আমার জন্য ওয়াক্‌ফ তবে তার ঔরসজাত পুত্র-কন্যা সে ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভূক্ত হবে অর্থাৎ নিজের সন্তানগণই তা পাবে। নাতি-নাতনীরা নয়। আর সন্তানদের কেউ জীবিত না থাকলে তা দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয় করা হবে। যদি সন্তানদের সঙ্গে সন্তানের সন্তানদের কথা উল্লেখ থাকে তবে তারাও সে ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভূক্ত হবে, তাদের সন্তানগণ (তৃতীয় প্রজন্ম) অন্তর্ভূক্ত হবেনা। কিন্তু যদি সন্তান, তার সন্তান ও

Dhaka University Institutional Repository

অন্য সন্তান এভাবে তিন স্তরে উল্লেখ করে তবে যতকাল পর্যন্ত তার বংশধারা অব্যাহত থাকবে। সে সম্পত্তির আয় তাদের মধ্যেই বন্টন করা হবে। যদি কখনও বংশ বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[৮৬]

সুনির্দিষ্ট কোন সন্তানের কথা না বলে বরং সাধারণভাবে সন্তানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করার পর যদি এক সন্তানের মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তার অংশ জীবিত সন্তানদেরকে দেয়া হবে। যার কোন পুত্র সন্তান নেই কিন্তু পৌত্র আছে, সে যদি তার সন্তানের জন্য ওয়াক্‌ফ করে তবে এক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় পৌত্রকে দেয়া হবে। পরে যদি তার কোন ঔরসজাত সন্তান জন্ম নেয়, তবে তখন থেকে তা তাকেই প্রদান করা হবে। যদি বর্তমান সন্তানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে তবে পরে জন্মগ্রহণকারী সন্তান সে ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভূক্ত হবে না।[৮৭]

আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই তার অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ওয়াক্‌ফের আয় থেকে তাদেরকে মাথাপিছু সমান হারে বন্টন করা হবে। শুধু আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলে ওয়াকিফের মা-বাবা, দাদা ও ঔরসজাত সন্তান তার অন্তর্ভূক্ত হয় না। ওয়াকিফ ইচ্ছা করলে নির্দিষ্টভাবে তার গরীব আত্মীয়-স্বজন বা দীনদার আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্‌ফ করতে পারে, যা পালন করা মুতাওয়াল্লীর জন্য আবশ্যিক হবে।

পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলে ওয়াক্‌ফের আয় সে অনুসারেই বিতরণ করা হবে। যেমন- ওয়াকিফ বললেন ঃ এই জমি আমার নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করলাম, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য। -এক্ষেত্রে দাতার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়গণই প্রথমে হকদার হবে উত্তরাধিকারের নীতি অনুযায়ী। তাদের মধ্যে যদি একজনও জীবিত থাকে তবে সে একাই ওয়াক্‌ফের সমুদয় আয় লাভ করবে। পরবর্তীগণ কিছুই পাবে না। এরূপ কেউ জীবিত না থাকলে তখন দ্বিতীয় স্তরের আত্মীয়গণ, তারপর তৃতীয় স্তরের আত্মীয়গণ এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে তারা হকদার হবে।[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্‌ফ ঃ

মৃত্যু শয্যাশায়ী রোগী ইচ্ছা করলে তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ করতে পারবেন, তার বেশী নয়। যদি বেশী করেন, তবে তা ওয়ারিশের অনুমতি সাপেক্ষে কার্যকর হবে। অনুমতি না দিলে এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অংশ বাতিল হয়ে যাবে। যদি কিছু সংখ্যক ওয়ারিশ অনুমতি দেয় এবং কতিপয় অংশ না দেয় তবে অনুমতিদাতাদের অংশ পরিমাণ কার্যকর হবে আর বাকীদের অংশে ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে ফতোয়ায়ে আরমগীরীতে বলা হয়েছে- "যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি তার 'মারজল মাওত' বা মৃত্যু রোগে নিজের গৃহ ওয়াক্‌ফ করে, তবে তা জায়েজ হবে, যখন তা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক মূল্যের না হয় বা তা হলেও তার ওয়ারিস যদি তার ঐ কাজ স্বীকার করে নেয়। আর যদি তার ঐ কাজে অনুমতি না দেয় এবং তা সত্ত্বেও সে ঐরূপ ওয়াক্‌ফ করে, তবে তার মোট তাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী যা হয় তা বাদে এক-তৃতীয়াংশ পরিমান ওয়াক্‌ফ জায়েজ হয়ে যাবে এবং তার বেশী যা ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পরিত্যাজ্য সম্পত্তি পরে আরও কিছু বের হয় এবং তা হিসেবে উক্ত গৃহ এক-তৃতীয়াংশের বেশী না হয়, তবে তার ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণই জারী করে দেয়া যাবে।"[৮৯]

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি নিজের জমি আল্লাহর রাস্তায় চিরদিনের জন্য সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্য ও পরে ফকিরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয়, আর এই জমি যদি তার এক-তৃতীয়াংশ মালেরঅধিক না হয় তবে ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে এবং তা হতে উপার্জিত আয় ঐ ব্যক্তির সমস্ত ওয়ারিসদের মধ্যে মিরাসের অংশের হিসেবে বন্টন করে দিবে।

আর যদি ঐ ব্যক্তি নিজের কোন ওয়ারিসের উপর ওয়াক্‌ফ করে এবং কোন কোন ওয়ারিসের উপর করেনা, তবে এত যদি তার সব ওয়ারিস অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে।আর যদি অনুমতি না দেয় তবে উক্ত জমি গরীবদের উপর ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার যদি কেউ বলে যে,'আমার এ জমি সাদকা-এ-মাওকুফা' আমার আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদ এবং আমার বংশধরদের উপর এবং পরে গরীবদের উপর, অথবা যদি সে তার ওয়াসিয়াত করে দেয় এবং এ জমি তার এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক হয়ে যায় এবং ওয়ারিসগণ অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে তার মাল ঐ ব্যক্তির ঔরসজাত আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদদের মধ্যে যতদুর বংশধর যায়, তাদের মধ্যে সমান হারে বন্টন করা হবে এবং যে পরিমান ঔরসজাত আওলাদের অংশে আসবে তা সব ওয়ারিসদের মধ্যে মিরাসের হিসেবে বন্টিত হবে। [৯০]

যদি কেউ মারজুল মাওত বা মৃত্যু শয্যায় নিজের জমি ওয়াক্ফ করে এবং ওয়াসিয়াত করে, তবে তার সম্পদ তার ওয়াক্ফ এবং ওয়াসিয়াতের মধ্যে বন্টন করা হবে-এভাবে যে, ওয়াসিয়াতওয়ালাগণ নিজ নিজ ওয়াসিয়াতের হিসেবে এবং ওয়াক্ফওয়ালাগণ ঐ জমি মূল্যের হিসেবে অংশের প্রাপক সাব্যস্ত হবে। তারপর এক-তৃতীয়াংশহতে যে পরিমান ওয়াসিয়াত ওয়ালাদের, তা-ই নিয়ে নিবে। তারপর ওয়াসিয়াত ওয়ালিয়াদের অংশ ঐ জমি হতে পৃথক করে বাকী অংশ যাদের উপর ওয়াক্ফ করা হয়, তবে তাদের উপর প্রদত্ত হবে এবং ওয়াক্ফকে অগ্রগণ্য করা যাবে না।

যদি কেউ তার মৃত্যুরোগে নিজের জমি নিজের জমি স্বীয় সন্তান ও পৌত্রদের উপর ওয়াক্ফ করে আর তার ঐ জমি ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ না থাকে তবে ঐ জমিনের এক-তৃতীয়াংশ তার সন্তান ও পৌত্রদের উপর ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। চাই তার ওয়ারিসগণ অনুমতি দান করুক বা না করুক। তারপর বাকী দুই অংশ ওয়ারিসদের স্বত্ব হবে এবং তা তার ঔরসজাত সন্তান এবং তার পৌত্রদের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে। যদি রুগ্ন ব্যক্তি ওয়াসিয়াত করে যে, তার মৃত্যুর পর তার জমি গরীব মুসলমানদেরকে ওয়াক্ফ করা হবে। তারপর জমি তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হোক বা তার বেশী হোক, তারপর যদি তা এক-তৃতীয়াংশ হয় বা তার বেশী হয় এবং তার ওয়ারিশগণ তার ওয়াসিয়াতে অনুমতি দিয়া দেয় তবে ঐ জমি সম্পূর্ণই ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। যদি কেউ সম্পূর্ণ জমি ওয়াক্ফ করার জন্য ওয়াসিয়াত

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং তাতে ফলদার বৃক্ষ থাকে, তারপর তার মৃত্যুর পর ওয়াক্‌ফের হুকুম দেয়ার পূর্বে যদি তাতে ফল আসে, তবে ঐ ফলও ওয়াক্‌ফের মধ্যে শামিল হবে। আর যদি ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে বৃক্ষে ফল আসে, তবে ফল তার ওয়ারিসদের মিরাজ হবে। কিন্তু ওয়াক্‌ফের দিনই যদি তাতে ফল থাকে, তবে তা ওয়াক্‌ফের মধ্যে দাখিল হবে না। বরং তা ওয়ারিসগণ পাবে।[৯১]

মুমূর্ষু ব্যক্তির যদি তার সম্পত্তির সমপরিমাণ ঋণ থাকে তবে তার ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। ঋণ যদি সম্পত্তির সমপরিমাণ না হয়, বরং তার চেয়ে কম হয়, তবে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে।[৯২]

অমুসলিমদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির শরীয়তী নীতি ঃ

অমুসলিমগণ তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের ধর্মমতে এবং ইসলাম অনুযায়ী কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে সে ওয়াক্‌ফ শরীয়ত অনুযায়ী শুদ্ধ হবে। যেসব ফকির-মিসকিন বা ইয়াতিম ও বিধবাদের সাহায্যার্থে কোন বিষয়-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা অথবা চিকিৎসালয় ও সরাইখানা স্থাপন করা, পানির নহর ও কূপ খনন করা, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ করা। এ কাজগুলো যেমন ইসলামী মতে সওয়াবের কাজ তেমনি অমুসলিমদের ধর্ম মতেও পূণ্য কাজ। সুতারং এসব কাজের জন্য যে ভূমি ও বাড়ীঘর ওয়াক্‌ফ করা হবে, তা শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ ও শুদ্ধ হবে। আর এগুলোর কাজ পরিচালনার জন্য যা কিছু ওয়াক্‌ফ করা হবে, তাও শুদ্ধ হবে। আর কোন কাজ যদি এমন হয় যে, তা অমুসলমানদের কাছে পূণ্যের হলেও ইসলামী মতে পূণ্যের নয়; যেমন তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় বা পূজা পার্বনের অন্যান্য বিষয়-ঐগুলি ওয়াক্‌ফকরণ শুদ্ধ নয়। এমনিভাবে যেসব অমুসলিম মসজিদ নির্মাণকে পূণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করেনা, কিন্তু কেবল সমাজ রক্ষা বা নামযশ দিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মসজিদ নির্মাণ করে তা ওয়াক্‌ফ করে দেয়, তবে সে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে না। শরীয়ত অনুযায়ী এ মসজিদ ইসলামী মসজিদ হবে না; বরং এটা তারই মালিকানাভূক্ত থেকে যাবে এবং এর মধ্যে ওয়ারিসগণেরও অংশ থাকবে।[৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য কোন বিশেষ মহল্লা বা বস্তির মুসলমানদের সাথে কোন অমুসলিমের কোন সম্পর্ক থাকে এবং এ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যদি মুসলমানদের উপকারের জন্য মসজিদ বানিয়ে ওয়াক্‌ফ করা হয়, তবে এ ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে। কেননা এ ওয়াক্‌ফ বিশেষভাবে এসব মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। এখানে মসজিদ উদ্দেশ্য নয়; মুসলমানদের কল্যাণ করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। অমুসলিম ধর্মমতে সৃষ্টিকুলের সেবাকরণ, চাই মুসলমান হোক বা অমুসলমান- পূণ্য কাজ মনে করা হয়। এ কারণেই সৃষ্টিকুলের সেবার দিক দিয়ে এ ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে। তবে মুসলমানদের বিশেষ কোন শ্রেণী বা সমাজের কল্যাণ করা যদি তার লক্ষ্য না হয়; বরং সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য উপাসনালয় রূপে মসজিদ নির্মাণ করা হলে সে মসজিদ ইসলামী মসজিদ হবে না এবং তার ওয়াক্‌ফও শুদ্ধ হবে না। কেননা অমুসলিমদের ধর্মে ইসলামী ইবাদত কোন ইবাদতই নয়। এবং এজন্য ইবাদতখানা নির্মাণও পূণ্যের কাজ নয়। সুতরাং এটা ইসলামী মসজিদ হবে না। এ সুক্ষ্ম পার্থক্যের দরুন ভুল থেকে বাচার পথ হচ্ছে কোন অমুসলিম যদি মসজিদ নির্মাণ করতে চায় তবে তারা তার নির্মাণ ব্যয় হিসাব করে কোন মুসলিম ব্যক্তি বা দলের কাছে দিয়ে দিবে। তারা পরে নিজেদের পক্ষ থেকে মসজিদ বানিয়ে ওয়াক্‌ফ করে দিবে।

যদি কোন মুসলমান মসজিদ নির্মাণ বা তার প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে চাঁদা দিতে ইচ্ছুক হয় তবে তার বৈধ পথ হচ্ছে সে লোক এ মসজিদের ব্যবস্থাপক লোকদের কাছে চাঁদা দিয়ে দিবে। তারা নিজ পক্ষ থেকে মসজিদের জন্য তা ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে চাঁদা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে। এমনিভাবে কোন অমুসলিম লোকের চাঁদা মসজিদ বা মাদ্রাসার জন্য গ্রহণ করা তখনই বৈধ হবে, যখন কোন সময় তাদের মন্দিরে বা কোন ধর্মীয় কাজে চাঁদা দেয়ার সন্দেহ থাকবে না বা বাধ্য হতে হবে না। না দিলে লজ্জিত হতে হবে। কেননা মুসলমানদের জন্য মন্দির বা মন্দিরের প্রয়োজনে অথবা অমুসলমানদের অন্য কোন ধর্মীয় কাজে চাঁদা দেয়া হারাম। আর অমুসলমানদের থেকে এমন এহসান গ্রহণ করাও দুরস্ত নয়, যা পরিণামে লজ্জার কারণ হতে পারে।[৯৪]

Dhaka University Institutional Repository

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি নিয়োগ ও তাদের দায়িত্ব ঃ

ইসলামী বিধি অনুসারে কোনও ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমস্ত অধিকার ওয়াক্‌ফকারীর নিকট হতে হস্তান্তরিত হয়ে আল্লাহর উপর ন্যস্ত হয়। এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য যিনি নিযুক্ত হন তিনি মুতাওয়াল্লী নামে পরিচিত অভিহিত হন। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তার উপর বর্তায় না এবং সেগুলোর উপর তার কোনও হকও সৃষ্টি হয়না। তিনি এ সবের নিছক একজন পরিচালক মাত্র। পরিচালক হিসেবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তদারক করা এবং যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হয়েছে তা সুচারুরূপে সম্পাদন করাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ওয়াক্‌ফদাতা নিজেকে বা তার পুত্রকে বা অন্য কোন লোককে বা তার বংশধরদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন। এমনকি তিনি কোন মহিলা অথবা কোন অমুসলিমকেও মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু মুতাওয়াল্লীর কার্যের মধ্যে সেখানে নামাযের ইমামতি করা বা দরগায় খাদেম হিসেবে কাজ করা প্রভৃতি ধর্মীয় দায়িত্ব থাকে, সেখানে মহিলা বা অমুসলিম নিয়োগ করা যেতে পারেনা। ওয়াক্‌ফকারী মুতাওয়াল্লীর ধারা অর্থাৎ কার পর কে মুতাওয়াল্লী হবে তার নামোল্লেখ করে অথবা বংশের ধারা উল্লেখ করে তিনি তা মনোনীত করতে পারেন। এ ছাড়া তিনি মুতাওয়াল্লীর যোগ্যতা নির্ধারণ করতে এবং তাকে পরবর্তী মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষমতাও দিয়ে যেতে পারেন।[৯৫]

প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং স্বয়ং কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তত্ত্বাবধান কার্য পালনে সক্ষম ব্যক্তিকেই এ পদে নিয়োগ দান করা বৈধ। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ এবং চক্ষুস্মান ও অন্ধের কোন প্রভেদ নেই। উপযুক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকাই নিয়োগ দানের জন্য যথেষ্ট। নাবালিগকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হলে বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালিগ হওয়ার পর সে মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হবে।[৯৬]

কোন মুতাওয়াল্লীর মৃত্যু হলে অথবা তিনি কাজ করতে অস্বীকার করলে অথবা তিনি আদালত মারফত অপসারিত হলে অথবা অন্য কোনভাবে উক্ত পদ শূণ্য হলে তা নিম্নোক্ত পর্যায়ে পূরণ করতে হবে-

Dhaka University Institutional Repository

১. ওয়াক্‌ফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন; অথবা;

২. তার অছি থাকলে তিনি মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন, অথবা;

৩. বর্তমান মুতাওয়াল্লী নিয়োগ তার মারজুল মাওতের (মৃত্যু রোগ) সময় সাময়িকভাবে একজন নতুন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন, অথবা;

৪. প্রশাসকের মাধ্যমে নতুন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা যেতে পারে।

আবার মুতাওয়াল্লী ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য সম্পাদন করতে পারে। তবে এ নিয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লিরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে।[৯৭]

ওয়াক্‌ফকারী জীবিত অবস্থায় তার নিযুক্ত মুতাওয়াল্লীর যদি ইন্তিকাল হয়, তবে দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লীর নিয়োগের অধিকারও তারই। যদি ওয়াক্‌ফকারী জীবিত না থাকে, তখন এ ইখতিয়ার হবে তার অসীর। যদি তার কোন অসী না থাকে তখন এ দায়িত্ব বর্তাবে কাজীর উপর।

ওয়াক্‌ফ করার পর কাউকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করার আগেই যদি ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কাজী কাউকে এ পদে নিয়োগ দান করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দাতার বংশধরদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কাউকে মুতাওয়াল্লী বানানো ঠিক হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে বাইরের কাউকে এ পদে নিযুক্ত করার পর ওয়াক্‌ফকারীর বংশে কোন উপযুক্ত লোকের জন্ম হলে পদটি তারই প্রাপ্য হবে।

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কোন মুতাওয়াল্লী না থাকলে, যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তারা কাউকে মুতাওয়াল্লী বানিয়ে নিতে পারে। এমনিভাবে মসজিদের মুতাওয়াল্লীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে মহল্লাবাসী পরামর্শক্রমে কাউকে এ পদে নিযুক্ত করতে পারে। আর মুতাওয়াল্লী ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য সম্পাদন করতে পারে। তবে নিয়োগ বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লীরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে।[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, বর্তমানকালের মসজিদ কমিটি বা অপরাপর ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনা পরিষদকে মুতাওয়াল্লীর প্রতিনিধি ধরে নেয়া যেতে পারে। কাজেই তাদের নিয়োগ বরখাস্তের বিষয়টি মুতাওয়াল্লীর ইখতিয়ারাধীন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, ওয়াক্‌ফকারী একাদিক ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতঃ তাদের উপর পরিচালনার ভার অর্পন করেছে এবং তারাই পরিচালনা কমিটি রূপে পরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে সে কমিটি স্বয়ং মুতাওয়াল্লী; মুতাওয়াল্লীর প্রতিনিধি নয়।

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার আয়-উৎপাদন যথাযথ খাতে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্ব। ওয়াক্‌ফের আয় দ্বারা সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সংস্কার কার্য সম্পাদন করা হবে। এতে যদি সমূদয় আয়ও ব্যয় হয়ে যায়, তবু এটা করা মুতাওয়াল্লীর প্রথম দায়িত্ব। যেমন- জলাবদ্ধতার কারণে ভূমিতে কোন ফসল হয়না। তাই মাটি ফেলে ভরাট করা (কিংবা পানি সেচ করে চারিদিকে বাঁধ নির্মাণ করা) আবশ্যক। কাজেই জমিকে আবাদযোগ্য করার জন্য মুতাওয়াল্লীকে প্রথমে এটা করতে হবে। এমনিভাবে মসজিদ জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে বা ঈদগাহ ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেলে ফান্ডের অর্থ দ্বারা সর্বপ্রথম এর সংস্কার কার্য সম্পাদন করতে হবে। তারপর আয়ের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে নির্মাণ ও সংস্কার কার্যের কাছাকাছি যে কাজ তাতে সে অর্থ ব্যয় করা হবে। আর তা হচ্ছে ওয়াক্‌ফের অভ্যন্তরীণ বিনির্মাণ, যদ্‌দ্বারা ওয়াক্‌ফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, যেমন মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন। এক্ষেত্রে তাদেরকে এতটুকু পরিমাণ বেতন-ভাতা দিতে হবে, যা তাদের জীবন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয়। তারপরও কিছু বেঁচে থাকলে ওয়াক্‌ফের অপরাপর প্রয়োজনে যেমন মসজিদের জন্য বিছানা, বাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করণে তা ব্যয় করা হবে। মসজিদ অলংকরণের কাজে ওয়াক্‌ফের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রয়োজন সমাধার পরও কিছু অর্থ বেঁচে থাকলে তা দ্বারা মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি লাভজনক কোন বস্তু কিনে রাখতে পারে। ক্রয়কৃত সে বস্তুটি ওয়াক্‌ফরূপে গণ্য হবে না। কাজেই তা বিক্রি করা হবে। হ্যাঁ তার অর্থ অবশ্যই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অংশ। কাজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে তার ব্যবহার বৈধ নয়।[৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি (বাড়ি ইত্যাদি) যদি বসবাসের জন্য হয়, তবে যে বা যারা তাতে বাস করবে তাদেরকেই নির্মাণ ও সংস্কার ব্যয় বহন করতে হবে। ওয়াক্‌ফের আয় দ্বারা তা নির্বাহ করা হবে না। বসবাসকারী যদি তা করতে রাজী না হয় বা সে দরিদ্র হয় যার দরুন তার পক্ষে সে ব্যয় বহন করা সম্ভব না হয়, তবে সে বাড়ী ভাড়া দিয়ে তার অর্থ দ্বারা সংস্কার কার্য সম্পাদন করা হবে এবং তারপর তা বসবাসকারীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটিকে সর্বদা ওয়াক্‌ফের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যার দরুন ওয়াক্‌ফের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, যেমন ওয়াক্‌ফের দোকান, জমি ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যের কমে ভাড়া দেয়া বা ওয়াক্‌ফের কাজে শ্রমিক নিয়োগ করতে গিয়ে বাজারের দরের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি। এরূপ করলে মুতাওয়াল্লীর পক্ষে সেটা খেয়ানত বলে সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে ওয়াক্‌ফের বস্তু কাউকে ধার-কর্য দেয়াও তার জন্য বৈধ নয়। ওয়াক্‌ফের কোন আয়-উপার্জন যদি বিক্রি করা হয়, তবে মুতাওয়াল্লী স্বয়ং তা ক্রয় করতে পারবে না, তাতে দৃশ্যত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপকার হলেও।[৯৯]

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি ঃ

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়-উৎপাদন যথাযথ খাতে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লী পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি মুতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, অথবা অন্য কোন কারণে তিনি যদি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে প্রশাসক তাকে অপসারণ করতে পারেন। এমনকি ওয়াক্‌ফকারী মুতাওয়াল্লীকে কোন ক্রমেই অপসারণ করা যাবেনা এমন নির্দেশও দিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলেও প্রশাসক তাকে অপসারণ করতে পারেন। ওয়াক্‌ফদাতা নিজে যদি ওয়াক্‌ফ নামায় মুতাওয়াল্লীকে অপসারণের ক্ষমতা রেখে থাকেন, তাহলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করার পর তিনি আর মুতাওয়াল্লীকে অপসারণ করতে পারেন না। তিনি নিজে মুতাওয়াল্লী হয়ে উপর্যুক্ত অভিযোগে প্রশাসক কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে জনসাধারণের উপকারের জন্য সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে আদালত সর্ব প্রথম জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। অতএব কোন

Dhaka University Institutional Repository

মুতাওয়াল্লী দেউলিয়া হয়ে পড়লে, অথবা ওয়াক্‌ফ নামায় বর্ণিত ধর্মীয় দায়িত্ব পালন না করলে, অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দাবী করলে প্রশাসক তাকে অপসারণ করে তার স্থলে নতুন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করবেন, অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করবেন।[১০০] এ প্রসঙ্গে ফাতহুল কাদির গ্রন্থ ষষ্ঠ খন্ডে বলা হয়েছে- ওয়াক্‌ফকারী ইচ্ছা করলে বিনা অপরাধেই মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দান করতে পারে, কিন্তু কাজী এটা বিনা অপরাধে পারে না। হ্যাঁ মুতাওয়াল্লী যদি কোন অপরাধ তথা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে খিয়ানত করে তবে কাজী (সরকারী প্রতিনিধ) তাকে অব্যাহতি দার করবে। ফান্ডে অর্থ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির নির্মাণ, সংস্কার কার্য না করা, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করে ফেলা ইত্যাদি বিষয়গুলো খিয়ানত এবং মুতাওয়াল্লীর বরখাস্তের অপরাধ।

মুতাওয়াল্লী যদি উন্মাদ হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় এক বছরকাল দীর্ঘায়িত হয় তবে তাকে অব্যাহতি দান করা হবে। এক বছরের কম হলে অব্যাহতি দেয়া হবে না। সুস্থ হওয়ার পর তাকে পুনরায় সে পদে বহাল করা হবে।

পরিচালনা কমিটি যদি মুতাওয়াল্লীও হয় তবে তা উপরিউক্ত বিধি-বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আর যদি মুতাওয়াল্লীর প্রতিনিধি হয় তবে মুতাওয়াল্লী যখন ইচ্ছা সে কমিটি বরখাস্ত করতে পারে।[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টীকা নির্দেশ ঃ

১. মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (অনু. মাওলানা আব্দুল আউয়াল), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২৯৫.

২. আল-কুরআন, ৩ ঃ ৯২.

৩. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৫.

৪. বাদায়েউস-সানাঈ, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩২৬.

৫. Khalid Rashid, Waqf Administration in India, New Delhi, 1978, PP. xvii; Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, N. Y. 1986, P. 337.

৬. Jamal Nasir, The Islamic Law and Personal status, London, Grahams, 1986, P. 247.

৭. D. F. Molla, Principles of Mohamedan Law, 14th ed. Calcatta Eastern Law House, 1955, P. 161.

৮. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য, ঢাকা ল' হাউজ, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ. ১১.

৯. Monzer Kahf. 'Financing the Development of Awaf Property' The American Journal of Islamic Social Sciences (Economics) Vol-6, No-4, 1999, P. 41.

১০. Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, N. Y. 1986, P. 337-38.

১১. S.A. Hasan, The Waqfs Ordinance, 1962 (Bangladesh Law Book Company, Dhaka-1999), P. 103.

১২. বুরহানউদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর, (অনূ. আবূ তাহের মিছবাহ), আল হিদায়া, ২য় খন্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-২০০০), পৃ. ৫৪৩

১৩. Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam (Premier Book House Anarkali, Lahore, 1964), P. 664.

১৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা, ১৯৮৭), পৃ. ২৫০

১৫. Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, Vol-15 Macmillan Publishing Company-New Yourk, 1986, P. 337

১৬. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড (আল মাকতাবা আল রশিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৯৮৫), পৃ. ২০৫

১৭. হিফজুর রহমান (অনূ. আব্দুল আউয়াল), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৯৮), পৃ. ২৯৬

১৮. আল হিদায়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৪৪-৪৬ .

১৯. ফাতিহা অর্থ মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা এবং তৎসহ গরীব-দুঃখীকে ভিক্ষা দান করা ।

২০. D.F. Mollah, Principles of Mohammadan Law (Calcutta Eastern Law House. 1555), P. 164

Dhaka University Institutional Repository

২১. কোনও বাসগৃহ বা ইমারতের কোনও অংশকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখা হলে তাকে ইমাম বাড়া বলা হয়ে থাকে।
২২. আল হিদায়াহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫৩
২৩. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৪. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫, সূত্র, Abdul Karim v. Rahima (1946) 48 Bom. L.R. 67 ('48) A.B. 342.
২৫. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
২৬. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫, সূত্র, Abdul Karim v. Rahima (1946) 48 Bom. L.R. 67 ('48) A.B. 342.
২৭. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
২৮. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২য় খন্ড, পৃ. ৪৭৪
২৯. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড (মাকতাবা মুস্তফা, দেওবন্দ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ৩৮৯
৩০. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
৩১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২য় খন্ড, পৃ. ৪৬০-৪৬৩ দ্র.
৩২. আল হিদায়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫১
৩৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য, ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৯-৩৮০
৩৪. Encyclopedia of Religion, vol-15, P. 338.
৩৫. ইবনুল আবেদীন রাদ্দুল মোহতার আলাদ দুররিল মুখতার, ৩য় খন্ড, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ (আল মাকতাবা আলা মাজিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১৭৭.
৩৬. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ২৫.
৩৭. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৬৫.
৩৮. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৭৩.
৩৯. ইমাম আবুল হাসান ইবনে আহমদ, কুদুরী (অনূ.) রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ১৩৫-৩৬.
৪০. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৭৩-৭৪.
৪১. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, আল মাকতাবা আর রাশিদিয়া, পাকিস্তান-১৯৮৫, পৃ. ২৩৫.
৪২. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৭৩.
৪৩. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৭৭.
৪৪. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৭৩-৭৮, দ্রষ্টব্য.

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ২৭-২৮.
৪৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ৫ম খন্ড, পৃ. ২৯-৩০.
৪৭. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৩.
৪৮. ফাতহুল কাদির, ৫ম খন্ড, পৃ. ২১৫.
৪৯. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৩.
৫০. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ৫মখন্ড, পৃ. ৩৩.
৫১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৪.
৫২. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন, অবণি প্রকাশনী-ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ২৯৯
৫৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪০.
৫৪. ইবনুল আবেদীন, ৬ষ্ঠ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫.
৫৫. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪.
৫৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৪-৪৭ দ্রষ্টব্য ।
৫৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-৯১
৫৮. উল্লেখ্য যে, স্বামীর উত্তরাধিকারীগণকে প্রতারিত করে বিধবা কোন ওয়াক্ফ নামা সম্পাদন করলে তা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল হবে; এমনকি উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ বিধবা যে অংশ পাবে তার ক্ষেত্রেও ওয়াক্ফটি কার্যকরী হবেনা। আবার কোন বিধবার জন্য প্রাপ্য দেনমোহর ঋণ তাকে দেয়া হবে কিনা তা অবশিষ্ট ভোগীদের ইচ্ছা, তাই উক্ত ঋণের টাকার ওয়াক্ফ হবেনা ।
৫৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ২১১.
৬০. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-২০০০, পৃ. ৬৬৫.
৬১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭.
৬২. ইবনুল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭.
৬৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৮.
৬৪. বুরহান উদ্দীন আলী, আল হিদায়া, ২য় খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫৪৬.
৬৫. সারাখসী, মাবসূত, ১২ খন্ড, কায়রো, ১৩৬৫ হি. পৃ. ২৭.
৬৬. আল হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫
৬৭. Nasir Jamal, The Islamic law and Personal law, London, 1986, P. 248.
৬৮. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ .
৬৯. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১.
৭০. Kulsom Bebee v. Golam Hoosein (1905) 10, CWN, 449, 484.
৭১. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৩,
৭২. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭-২৯৮,
৭৩. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭,

Dhaka University Institutional Repository

৭৪. আল হেদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫
৭৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য, রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড, পৃ. ৪২৪; ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২২৮.
৭৬. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮.
৭৭. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৭.
৭৮. বুরহান উদ্দীন ইবনে আবু বকর (অনু. আবু তাহির মিসবাহ), আল-হিদায়া ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৫৪৭.
৭৯. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৯.
৮০. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫০.
৮১. ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৫.
৮২. বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৮৯.
৮৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৭৯-১৮৪.
৮৪. ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৩৯.
৮৫. আল-হিদায়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৪৯.
৮৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৫.
৮৭. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৬-৫৮.
৮৮. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৯-৬৫.
৮৯. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৬০.
৯০. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৬১.
৯১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৬২-১৬৩.
৯২. ইবনুল আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, পাকিস্তান-১৩৯৯ হিঃ, পৃ. ১৭৭.
৯৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৯.
৯৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা (অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১৬৩.
৯৫. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০.
৯৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৭.
৯৭. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২.
৯৮. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯.
৯৯. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, পৃ. ১০১-১২৯ দ্রষ্টব্য ।
১০০. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২.
১০১. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বাংলাদেশ

* মানবকল্যাণ ও জনসেবা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি।
* ওয়াক্‌ফের বিকাশ, ইতিহাস ও তাৎপর্য।
* ওয়াক্‌ফের আধুনিক অবস্থা।
* ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফের অবস্থান।
* বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফের গোঁড়ার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

মানবকল্যাণ ও জনসেবা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে দানের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা হতে ওয়াক্‌ফ চেতনার উৎপত্তি হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার অবকাঠামো নিয়ে আলোচনার পূর্বে মানবকল্যাণ ও সমাজসেবা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা সম্পর্কে যৎ কিঞ্চিত আলোচনা করা দরকার। ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তি হল আল্লাহর একত্ববাদ[১] এবং বিশ্বজনীন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। ইসলামের অপরাপর মূল্যবোধগুলো এর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মূল উৎস হল মানব প্রেম। ফলে, ইসলাম মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সব রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালবাসা, উদারতা, সহযোগিতা ও সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল। তাই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তার বংশ-গোত্র, তার দৈহিক বর্ণ, তার সম্পদের পরিমাপ এবং তার সম্ভ্রমের মাত্রার কোনই গুরুত্ব নেই ইসলামে। ইসলাম ভাষা-বর্ণ-গোত্রের উর্ধ্বে ঘোষণা করেছে সকল মানুষের সমমর্যাদা ও সমানাধিকারের কথা। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজনমাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'জন থেকে বহুসংখ্যক নারী ও পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন।"[২] আবার বলা হয়েছে- "হে মানবমন্ডলী, জেনে রেখো, আমি তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচয়ের আদান-প্রদান করতে পার। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত, যে সবচেয়ে তাকওয়াবান।"[৩]

সুতরাং ইসলাম সৃষ্টির উৎস, মৌলিক বংশধারা ও চূড়ান্ত নিয়তির দৃষ্টিতে মানবজাতির ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাস করে। সমগ্র মানব জাতির উৎস একটাই। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভক্তির মূল উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক পরিচিতি লাভ ও সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা। এরই মধ্য দিয়ে জীবনে কতক মানুষ সামনে এগিয়ে যায় এবং কতক লোক পিছনে পড়ে থাকে। কেউ হয় বিত্তবান; অথবা কেউ হয় শাসক অথবা শাসিত; কেউ হয় কালো অথবা সাদা। এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তাই বলে এই উঁচু-নিচু ও ছোট-বড় মানবতার উপর প্রভাব বিস্তার করে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কারণ ঘটাবে ইসলাম তা হতে দেয়না। গরীবের উপর ধনীর, প্রজার উপর শাসকের, কালোর উপর সাদার কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই সমান।[৪] নারী-পুরুষ, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা)। আল্লাহ বলেছেন, "তিনি সেই, যিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে তিনি শ্রেণী মর্যাদায় আর সকলের উপরে উন্নীত করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তাই দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।"[৫] ইসলাম মানবতার মঙ্গলের জন্য এমন চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এই চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব। একজন ব্যক্তি অথবা পরিবার যারা সমাজের সদস্য অথবা একজন রাষ্ট্র পরিচালক অথবা একজন নেতা যিনি শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, এদের সকলেরই করণীয় হল নিজস্ব দায়িত্বের অন্তর্নিহিত সেই কর্তব্যসমূহ পালন করা। এসব কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অবশ্যই মুসলমানদের মনে রাখতে হবে যে, তারা যে সমস্ত জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে সেগুলোর দুয়ার সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কে কোন জাতির লোক, কে কোন ভাষায় কথা বলে, কে কোন ধর্মের অনুসারী এসব বিষয়ে আদৌ কোন বাছ-বিচার করা চলবেনা। মুসলিম জাতির কাছে মানব প্রীতি ও মানব কল্যাণের ধারণা অনেক বেশী প্রশস্ত, ব্যাপক ও স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহর রিযিক দান নীতি সর্বাত্মকভাবে কার্যকর। ক্ষুদ্র পিপীলিকা থেকে বৃহদায়তনের জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত সকলেই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রিযিক নিয়মিতভাবে পাচ্ছে। কেউ তা থেকে বঞ্চিত থাকছেনা। অতএব, মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় রিযিক পরিবেশনের মহান কর্তব্য পালনের মাধ্যমে।[৬] ইসলামের অর্থনীতির মূলসূত্র হচ্ছে- আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তাতে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো মালিকানা স্বত্ব নেই; মালিকানা স্বত্ব একমাত্র আল্লাহরই এবং তিনিই সমস্তের একমাত্র ওয়ারিশ। পৃথিবী বিস্তার করা হয়েছে 'আন আমের' অর্থাৎ জীবের ভোগের জন্য; এ পৃথিবীর উপস্বত্ব ভোগের অধিকার কেবলমাত্র মানবের নয়- সমস্ত জীব-জগতের। সুতরাং কোন দেশের সম্পদ ভোগের অধিকার সেই দেশের কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী নয়, এমনকি সমষ্টিগতভাবে সেই দেশের সমস্ত জনগণের নয়। তাতে পশু-পক্ষী প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবের অধিকার আছে। এ ছাড়া এক সমৃদ্ধিশালী দেশের সম্পদে অপর অভাবগ্রস্ত দেশের জনগণেরও অধিকার আছে। ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবের একত্ব সমগ্র বিশ্বে জাতি নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বমানবের অধিকার স্বীকার করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে আপন আপন প্রয়োজন মিটাবার প্রণালী এমনভাবে স্থির করতে হবে, যাতে অপর কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রয়োজন মিটাবার অধিকার ও সুযোগ অন্যায়ভাবে ব্যহত না হয়।[৭]

আল কুরআনে উক্তি হয়েছে- "আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা, যিনি পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহর হুকুমে সেগুলোর মধ্য দিয়ে নৌযান চালিয়ে যেতে পার। আর আল্লাহর 'ফজল' তথা জীবিকা অন্বেষণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমনাগমন করতে পার। (তাঁর এই অনুগ্রহের কথা চিন্তা করে) আশা করা যায়- তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। (এ ছাড়াও) আসমান-যমিনে যতকিছু তাঁর সৃষ্ট বস্তু রয়েছে, সেগুলোকেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় এসব (আলোচ্য) বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য (মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা চিন্তা করার জন্য) স্পষ্ট নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রয়েছে।"[৮]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত; মানুষের জন্য আল্লাহর এই অবারিত অনুগ্রহের এই ফলশ্রুতি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করছে। ঘোষিত হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজকল্যাণ ও সমাজের উন্নতি সাধনে শ্রেণী বৈষম্যকে ইসলাম অস্বীকার করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির আত্মবিকাশের অধিকারকে জোড়লো ভাবে সমর্থন জানায়। তাই অভাব-অনটন, দরিদ্র, অভাব জনিত বিপদ-আপদ ও কোনরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থায় শুধু শুধু সাধারণ মানুষকে দোষারোপ করে লাভ নেই। তাদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি সাধনের যাবতীয় অনুকুল পরিবেশ ও সুযোগ দিয়েই তাদের দোষারোপ করা যেতে পারে।[৯] তবে মানুষের আবার এমন কোন কাজ করার অধিকার নেই, যা তার নিজের বা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর। নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল সাধন প্রত্যেক মুসলিমেরই কর্তব্য। বিশ্বস্ততার সাথে এ কর্তব্য সম্পাদন কোন দাক্ষিণ্যমূলক কাজ নয়, বরং দৈনন্দিন দায়িত্বের ব্যাপার, যা পালন না করা পাপ এবং অপরাধের শামিল। ইসলামে দাক্ষিণ্য বলে কিছু নেই। দাক্ষিণ্য ধনিকের পুঁজি বিলাস। ইসলামে 'হক্কুল ইবাদ' তথা অপরের প্রতি কর্তব্যের গুরুত্ব সমাজ জীবন-যাপনের অপরিহার্য শর্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশ এত দৃঢ় যে, গৃহদ্বারে একটি কুকুরকে উপবাসী রেখেও পূর্ণ আহার গ্রহণ মুসলিমের জন্য না জায়েজ।[১০] নিজের সম্পত্তি শুধু নিজ ভোগ-সুখ বা নিজ পরিবারের আরাম-আয়েশের জন্যে ব্যয়ের অধিকার কোন মুসলমানকে দেয়া হয়নি, বরং তার প্রতিবেশীদের হক রয়েছে তার সম্পদ থেকে ফায়দা গ্রহণের অর্থাৎ বঞ্চিত, উপার্জন অক্ষম অসহায় মানুষের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যও তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। বিত্তবানদের সম্পদে সর্বহারা অসহায় মানুষেরও অধিকার রয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে যে, যারা ইয়াতীমদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্ন দানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর উপকারের প্রতি উদাসীন, সে সকল উপাসনাকারী অভিশপ্ত।[১১] সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি ও কল্যাণ বিধানকল্পে সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আরও বলা হয়েছে- "পুণ্য কর্ম পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে নেই; বরং তা রয়েছে আল্লাহ্, শেষ বিচার দিন, ফেরেস্তাগণ, ঐশী কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাসে এবং আল্লাহর প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, গৃহহীন ও প্রার্থীজনের সাহায্যার্থে আপন সম্পদ বিতরণে, দাসত্ব মোচনে ব্যয়ে।"[১২]

এভাবে ইসলাম পরোপকার, জনসেবা ও দানশীলতার জন্য এমনভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে যে, মানুষের মনে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, দারিদ্রভীতি ইত্যাকার অশুভ প্ররোচণা ঢুকতেই পারেনা। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যে সম্পদ (সসম্মানে) উপার্জন করেছ এবং আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা কিছু উৎপাদন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। কারণ, কোন নিকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণের জন্য তোমরা কখনও ইচ্ছা করবেনা, যার থেকে তোমরা কিছুটা দান করবে, যখন তোমরা নিজেরাই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও, চক্ষু মুদ্রিত অবস্থা ব্যতিরেকে। এবং অবশ্য জেনে রাখবে যে, আল্লাহ সকল অভাব থেকে মুক্ত এবং সকল প্রশংসার যোগ্য। শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং নির্লজ্জ কর্ম-নীতি অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ বড়ই উদার-হস্ত, সর্বজ্ঞ।"[১৩]

এখানে প্রথমতঃ মুমিনের স্বার্থপরতা বিসর্জন ও দ্বিতীয়তঃ ধন-সম্পদ সম্বন্ধে অতি সাবধানী সংকীর্ণ মনোভাব বিসর্জনের শিক্ষা মুমিনকে দেয়া হয়েছে। এভাবে মুমিনের মধ্যে সুস্থ মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাকে অর্থনৈতিক মানব (Economic man) না হয়ে অর্থাৎ Homo Economics না হয়ে Homo Islamics (ইসলামী ভাবধারা সমৃদ্ধ মানব) হবার নির্দেশনা (Guidance) দেয়া হয়েছে।[১৪]

প্রত্যেক সমর্থ ও সক্ষম মানুষকে ইসলাম জনকল্যাণ, জনসেবা ও সৎকাজে এগিয়ে আসার আহবান জানায়, চাই সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক। ধনী ব্যক্তি তো নিজের ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে জনসেবা ও জনকল্যাণের কাজ করবে। তবে দরিদ্র ব্যক্তিও নিজের শারীরিক শক্তি-সামর্থ, মুখের ভাষা ও মনের দরদ, চিন্তা ও মেধা দিয়ে এক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখতে পারে। মহানবী (স.) একদল দরিদ্র লোকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, পূণ্য অর্জনের উপকরণ শুধু ধন-সম্পদ নয়। মানুষের উপকার হয় এমন প্রত্যেকটা কাজই জনকল্যাণমূলক কাজ ও সৎ কাজ।[১৫]

এভাবে ইসলাম জনসেবা, জনকল্যাণ, পরোপকার, সদকা বা পূণ্য কর্মের পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দেয়। একজন দিনমজুর, ব্যবসায়ী, জমিদার, ছাত্র, শিক্ষক, নারী, অক্ষম, বৃদ্ধ, অন্ধ ও পঙ্গু ব্যক্তিও পুণ্য কাজে অংশ নিতে পারে। কারো আর্থিক অবস্থা সমাজকল্যাণের কাজে অবদান রাখার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। শুধু তাই নয়, ইসলাম মানুষকে মানব প্রীতির এতো উঁচু স্তরে উন্নীত করে, যেখান থেকে সৎ ও পূণ্যকর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা মানুষের আবেগপ্রবণ (Emotional) মনকে প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করে। এজন্য মানুষ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য তথা নিজের কল্যাণের চিন্তা না করে দানশীল হয়ে যায় এবং নিজের সঞ্চিত ধন-সম্পদ দুঃস্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করে থাকে। আল্লাহ্ বলেছেন, "কে আছ, যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেবে ফলে আল্লাহ্ তার ঋণকে বহুগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবেন।"[১৬] এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হল তখন সাহাবী আবুদ দাহদাহ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.), আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহ্ তায়ালা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তার তো ঋণের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর রাসূল (স.) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এর বদলে তোমাদিগকে বেহেস্তে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবুদ দাহদাহ একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আবুদ দাহদাহ বলতে লাগলেন- 'আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্কে ঋণ দিলাম।

রাসূল (স.) বললেন, 'একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও।' আবুদ দাহদাহ্ বললেন যে, 'আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম, যাতে খেজুরের ছয়শত ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম', আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) বললেন, এর বদলে আল্লাহ্ তোমাকে বেহেস্ত দান করবেন।[১৭] এরপর থেকেই ইসলামী সমাজে ওয়াক্‌ফ রীতির সূচনা বা চালু হয়।

ওয়াক্‌ফের বিকাশ, ইতিহাস ও তাৎপর্য ঃ

প্রাক-ইসলাম যুগে ওয়াক্‌ফ প্রচলিত ছিলনা। ঘর-বাড়ী বা জমি-জমা ওয়াক্‌ফ করা হতনা। ফিকহ্‌বিদগণ বলেন, এই প্রথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আমলেই প্রথম প্রচলিত হয়। কুরআন মাজীদে ওয়াক্‌ফের কোন উল্লেখ নেই। হাদীসে ত্রর প্রবর্তণের এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাহাবীগণ এবং ইসলামের প্রথম খলিফাগণ ওয়াক্‌ফ করেন। আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মসজিদ নির্মাণ করবার জন্য বনী নাজ্জারের নিকট হতে নবী করীম (সা.) বাগান খরিদ করতে চাইলে তাঁরা তার মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তা দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১৮]

ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসের উপর আইন প্রণয়নকারীগণ বেশী জোর দেন। তা এই যে, খলিফা উমর (রা.) খায়বারের সম্পত্তি বিভাগ কালে একখন্ড পছন্দসই মূল্যবান জমি নিজ ভাগে পেয়ে উক্ত জমি সাদাকারূপে দান করে দেয়া সম্পর্কে মহানবীর (স.) পরামর্শ চান। তাতে নবী করীম (স.) বলেন ঃ 'জমিটুকু নিজ অধিকারে রেখে তার উৎপন্ন আয়, ফল-শস্যাদি সৎ কাজে ব্যয় কর।' হযরত উমর (রা.) তা-ই করেন এবং শর্ত করেন যে, উক্ত জমি বিক্রি বা ওয়াসিয়াত করা চলবেনা; এর আয় দরিদ্র (অভাবগ্রস্ত), আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস, মুসাফির, মেহমান এবং ধর্ম প্রচারার্থে (ফী সাবিলিল্লাহ্) সাদাকাস্বরূপ দান করা হবে। মুতাওয়াল্লী উক্ত সম্পত্তি হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে পারিশ্রমিক পাবে এবং নিজের জন্য তা থেকে সঞ্চয় না করে কোন বন্ধুকে খাওয়ালে কোন গোনাহ্ হবে না।"[১৯]

এ হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় আছে, উল্লেখিত সম্পত্তি ছিল 'ছাগমা' নামক খেজুর বাগান।[২০] উভয় হাদীসে খায়বরের একই খন্ড জমির উল্লেখ রয়েছে, তার নাম "ছাগমা"। আনাস ইবনে মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তৃতীয় হাদীসে পারিবারিক ওয়াক্ফ (ওয়াক্ফ-ই-আহলী) সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে। আল কুরআনের উক্তি বা আয়াত- "তোমরা যা ভালবাস তা হতে যতক্ষণ পর্যন্ত দান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূণ্যের অধিকারী হতে পারবেনা"[২১] অনুযায়ী আবু তালহা (রা.) তদীয় প্রিয় ভূমিখন্ড 'রায়রুহা' বাগানটি (মদীনায় অবস্থিত) দান করবার জন্য নবী করীম (স.)-এর নিকট প্রস্তাব করেন। নবী করীম (স.) সেখানে ছায়ায় বিশ্রাম করতেন এবং পানি পান করতে যেতেন। নবী করীম (স.) ত্র বাগানটি আবু তালহা (রা.) কে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নামে দান করতে উপদেশ দেন। সে মতে আবু তালহা (রা.) বাগানটি উবাই এবং হযরত হাস্সানকে দান করে দেন।[২২] বুখারী ও অপর সংকলকগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীসে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আবার যখন নাযিল হল- "কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (করযে হাসানা) দেবে, ফলে আল্লাহ্ তার ঋণকে বহু গুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবেন?"[২৩] তখন আবুদ দাহদাহ নামক সাহাবী বললেনঃ হে রাসুল; আল্লাহ্ তায়ালাও কি তাঁর বান্দাদের কাছে ঋণ চান? রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ। আবুদ দাহদাহ বললেনঃ "হে রাসূল, আপনার হাতটা এগিয়ে দিন এবং স্বাক্ষী হোন, আমি আমার মালিকানাভূক্ত অমুক বাগানটা আল্লাহর পথে সাদাকা করে দিলাম। ঐ বাগানে আমার কোন শরীক নেই।" উল্লেখ্য যে, এই বাগানটাও সাতশতটা ফলবান খেজুর গাছ ছিল। এরপর এই সাহাবী নিজের বাড়ীতে গেলেন। তার স্ত্রী ও সন্তানগণ নিজের বাড়ীতে থাকত। তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা স্ত্রীকে জানালেন। স্ত্রী শোনামাত্রই বাড়ী খালি করে দিতে লাগলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগলেনঃ 'আবুদ দাহদাহ, আপনি দারুন লাভজনক ব্যবসা করেছেন।'[২৪]

এরপর থেকে ইসলামী সমাজে ওয়াক্‌ফ রীতি চালু হয়। পরবর্তীকালে ওয়াক্‌ফ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটা প্রধান উৎসে পরিণত হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং সকল সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতা চালু হয়।

সুতরাং এতে দেখা যায় যে, মহানবী (স.)-এর মাধ্যমে প্রথম ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হয়। এরপর হযরত উমর (রা.) খায়বরের জমি ওয়াক্‌ফ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত মুয়াজ (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবাগণও নিজ নিজ জমি ও বাগান ওয়াক্‌ফ করেন। এভাবে কিছুনা কিছু ওয়াক্‌ফ করা থেকে কোন সাহাবাই বাদ থাকেননি।

তারপর হযরত উমরের (রা.) শাসনামলে এ কাজ নুতন করে আবার শুরু হয়। নিজের একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেই এ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদেরকে ডাকেন ও স্বাক্ষী রাখেন। হযরত যাবির ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী বলেনঃ রাসূল (স.)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে আমি যাদেরকে চিনি, তারা সকলে নিজ নিজ জমি-জমা থেকে কিছুনা কিছু অবশ্যই আল্লাহর পথে দান করেছেন। এ দান এমন ছিল যে, তা কেনাও যায় না, দান করাও যায় না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিতও হয় না। বস্তুতঃ একে বলা হয় ওয়াক্‌ফ। এরপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলিমগণ ওয়াক্‌ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। তা ফসলি জমি, বাগান, ঘর-বাড়ী ও ফসলাদি জনকল্যাণমূলক খাতে ওয়াক্‌ফ করে দিত এবং তাতে মুসলিম সমাজ ব্যাপকভাবে উপকৃত হত।

ফিকহ্ শাস্ত্রবীদগণ এ সকল হাদীসের মাধ্যমে মহানবী (স.)-কে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের উৎস বলে স্থির করেন। পরবর্তী আইনজ্ঞগণ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কীয় বিষয়গুলোতে একমত নয়। এদতসম্পর্কে ইমাম শাফি (র.)-এর আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।[২৫] সেখানে কাজী শুরায়াহ-এর মত (মৃ. ৮২/৭০১)

খন্ডন করা হয়েছে। তিনি ওয়াক্‌ফ অস্বীকার করে তার সমর্থনে মহানবী (স.)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু এরূপ উক্তি সহীহ হাদীসে নেই। হাদীসটি এইরূপ ঃ "আল্লাহর নির্ধারিত বরাদ্দের কোন প্রতিরোধ নেই।" ইমাম শাফি (র.) শুরায়াহর মত খন্ডন করেছেন। ওয়াক্‌ফ দাতার ও তদীয় উত্তরাধিকারীগণের মালিকানা বজায় থাকারও ইমাম শাফি (র.) বিরোধিতা করেন। ওয়াক্‌ফ হস্তান্তরযোগ্য নয়-এ কথার প্রতিবাদ করেন হযরত শুরায়াহ। কারণ, কথিত আছে যে, রাসূল (স.) বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ করা জিনিস বিক্রি করেছেন।[২৬] মনে হয় ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে শাফি (র.)–যে মত প্রদান করেছেন, সেই মত পরবর্তীকালে প্রবল হয়ে উঠে। আবু ইউসুফ হজ্জ যাত্রাপথে মদীনায় বহু মুসলিম ওয়াক্‌ফের স্বরূপ দর্শনে ঘোষণা করেন যে, ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার যোগ্য নয়।

উল্লেখিত ব্যাপারগুলি হতে অনুমান করা যায় যে, রাসূল করীম (স.)-এর জীবনকালে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান গৃহীত হয়। দানশীলতার প্রতি প্রবল আবেগ ও অনুরাগ ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য এবং এটাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কারণ। আমরা দেখতে পাই যে, একটি হাদীসে কুরআন মাজীদের একটি যথাযোগ্য আয়াতের[২৭] সাথে ওয়াক্‌ফ সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ইমাম শাফি (র.) তাকে 'সাদাকা-এ-মুহারামা' (পবিত্র দান) বলে অভিহিত করেন।[২৮]

অধিকন্তু আরবগণ বিজিত দেশসমূহে জনকল্যাণে গীর্জা, মঠ, অনাথ-আশ্রম এবং দুঃস্থজনের উদ্দেশ্য উৎসর্গকৃত বহু দত্ত সম্পত্তি দেখতে পান। সম্ভবত খ্রীষ্টানগণ স্বীয় ধর্মানুমোদিত দাতব্য ক্রিয়া-কর্মের জন্য ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করে থাকবেন। এ সকল দত্ত-সম্পত্তি বায়জানটীয় যুগে হস্তান্তর করা যেত না, বিশপের পরিদর্শনের অধীনে পরিচালক উহার শাসন পরিচালনা করতেন। Encyclopedia of Religion-vol-15-এ বলা হয়েছে-There were apparently no waqf in pre-Islamic Arabia, that the Prophet dedicated the usufreect of certain properties to pious

puposes. When the Arab lands of the Byzantine empire were conquered following his death, the Muslims had before them many examples of pious foundations among the Eastern christians that could serve as models, or at any rate as stimuli, Waqf was a recognized procedure by the time of the second generation of Muslims."[২৯] ইতিপূর্বেই তিনি (শাফি) উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌছান। কারণ, তিনি দেখিয়েছেন, ত্র যুগ পর্যন্ত মিসর দেশে নগর অঞ্চলে ঘর-বাড়ী ওয়াক্‌ফ করার নীতি প্রচলিত ছিল। আবাদী কৃষিভূমি ওয়াক্‌ফ করা হত না। কিন্তু পূর্ব হতেই অন্যত্র কৃষিযোগ্য ভূমি ওয়াক্‌ফ করা হত। ইমাম শাফি (র.) বহু পূর্বেই এ সম্বন্ধে বলেছেন এবং বুখারী এ বিষয়ে একটি অধ্যায় সংযোজন করেন, যার শিরোনাম- "কোন ব্যক্তি আবাদী কৃষিভূমি (আরদ) ওয়াক্‌ফ করে এবং তার সীমানা স্থির না করে।"[৩০]

মিসরের ওয়াক্‌ফ প্রথা সম্পর্কে মাকরীযী আরও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করেছেন। আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আলী আল মাযারাঈ (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬) প্রথম ব্যক্তি যিনি পবিত্র নগরী সমূহের এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে কৃষিযোগ্য জমি ওয়াক্‌ফ করেন। ফাতিমীগণ গ্রাম্য ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা অনতিবিলম্বে নিষিদ্ধ করেন এবং কাদিল কুদাতের উপর দীওয়ানুল আহবাসের সাহায্যে তা তদারক করার ভার ন্যস্ত করেন। ৩৬৩/৯৭৪ সালে আল মুইজ্জ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং ওয়াক্‌ফ দলিল সরকারী খাজাঞ্চিখানায় (বায়তুলমাল) জমা দিতে নির্দেশ দেন। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ইজারা দিয়ে বাৎসরিক কর তখন দাঁড়ায় ১৫,০০,০০০ দিরহাম।[৩১]

উক্ত অর্থ হতে দান গ্রহীতাগণকে বৃত্তি দেয়া বাদে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকত, তা সরকারী খাজাঞ্চিখানার প্রাপ্য হত। এরূপ ইজারা দেয়ার রীতির ফলে আল হাকিমের আমলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় এত কমে গিয়েছিল যে, মসজিদগুলোর ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় ঐগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট হতনা। সুতরাং ৪০৫/১০১৪ সালে তিনি বিরাট আকারে ত্রকটি নূতন সংস্থা স্থাপন করেন ত্রবং মসজিদগুলোর অবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মামলুকদের রাজত্বকালে এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-(১)আহবাসএগুলি "দাওয়াদারুস্‌সুলতান"এর তদারকে থাকত এবং একজন নাজির বিশেষ (দীওয়ান দফতর) দ্বারা কার্য নির্বাহ করাতেন। মিসরের প্রদেশগুলিতে আহবাযের বিস্তির্ণ ভূ-সম্পত্তি থাকত এবং তা মসজিদ ও ওয়াবিয়াগুলির পরিচালনায় খরচ করা হত। (২) 'আওকাফ হুকমিয়া' মিসর ও কায়রোতে ঐ গুলির অন্তর্ভূক্ত ছিল শহরের জমি, এ গুলির উৎপন্ন আয় দু'টি পবিত্র নগরী এবং অন্য প্রকার দান কার্যের জন্য নির্ধারিত ছিল এ গুলি কাদিল কুদাতের পরিচালনাধীন ছিল, নাজির কার্য নির্বাহ করতেন। নগরীর প্রতিটি ভাগের জন্য একটি করে বিশেষ দীওয়ান থাকত। (৩) আওকাফ আহলিয়া বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ, এ গুলির প্রতিটির জন্য স্বতন্ত্র পরিচালক ছিল। মিসর ও সিরিয়াতে এ খাতে খানকাহ্, মাদ্রারাসা, মসজিদ এবং তুরবাত (কবর) গুলির জন্য প্রচুর জমা-জমি ও ভূ-সম্পত্তি ছিল। কতকগুলিতে আসলে সরকারী খাস জমি ছিল, পরে সেগুলি দখল করে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছিল।[৩২]

আওকাফের উৎকীর্ণ লিপি হতে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সংখ্যা হিসেবে ব্যবসায় গৃহ বা দোকান সর্বাপেক্ষা বেশী ওয়াক্‌ফ করা হত। এরূপ ওয়াক্‌ফে সচরাচর একসঙ্গে দশ-বিশটি দোকান থাকত। গুদামঘর, আস্তাবল, বাড়ী এমনকি ছোট বাসগৃহও ওয়াক্‌ফ করা হত। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পাগার, স্নানাগার, কলকারখানা, তন্দুর, তৈল ও চিনির কল, সাবানের কারখানা, কাগজের কারখানা, তাঁত প্রভৃতি ওয়াক্‌ফ করা হত। তৃতীয় পর্যায়ে কৃষি প্রতিষ্ঠান, প্রায়শ বাগান, গোলাবাড়ী এমনকি, গোটা গ্রাম পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ করা হত। সেগুলোর আয় অর্থই হোক বা উৎপন্ন ফসলই হোক, কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, দানপত্রে তন্ন তন্ন করে তার ব্যবস্থা থাকত। এছাড়াও দরিদ্রদের উপকারার্থে ওয়াক্‌ফ হতে উৎপন্ন আয় মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, কুতুবখানা, চিকিৎসালয়ের কর্মচারী অথবা খানকার অধিবাসীদের জন্য ব্যয়িত হত।[৩৩]

উৎকীর্ণ লিপিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অপপ্রয়োগ, তসরূফ এবং আত্মসাৎ সম্পর্কেও অতি স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এ কারণে প্রায়শ রাজাজ্ঞা মারফত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অন্যান্য দায় এবং ব্যয়ভার হতে মুক্ত করা হত। ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেরাও তসরূফ ইত্যাদি নিবারণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এ উদ্দেশ্যে তারা গোটা সম্পত্তি ছোট ছোট কয়েকটি ওয়াক্‌ফে বিভক্ত করে দানপত্র করতেন যাতে কয়েকজন পরিচালক পরস্পরের উপর তদারকের ভার কোন কার্য নির্বাহ সংস্থার হাতে ন্যস্ত করতেন এবং এ সংস্থার সভ্য থাকতেন কাজী, খতিব ও নগরীর গণ্য-মান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দারিদ্র্য ও দুর্দশা বিমোচনে এবং শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারে ওয়াক্‌ফ প্রথা ব্যাপক কল্যাণ সাধন করেছে। যোগ্যপাত্রে ও পরিমিত মাত্রায় ওয়াক্‌ফ করা না হলে বহু স্থলেই নৈতিক ও আর্থিক অবনতি ঘটে থাকে। তবে সরকার মাঝে মাঝে ঐ প্রকার সম্পত্তি বাজেয়াফত করায় এবং পরিচালকগণ অবৈধভাবে বিক্রি করায় ঐ ধরণের ক্ষতি কিছু পরিমাণে কমে যায়। এভাবে ভূ-সম্পত্তি কুক্ষিগত হওয়ার একটি কুফল এই যে, ভূমির প্রতি যথাযথ যত্ন চেষ্টার অভাবে তার উৎপাদন শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করা যায় না। এমনকি এই বড় বড় জমিদারী প্রায়ই আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের অবনতি কখনও কখনও এতদুর গড়ায় যে উৎপন্ন আয় তাদের প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট হয় না। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য এবং প্রজাদের ব্যক্তিগত উৎসাহ স্বার্থবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ১৬শ শতাব্দী হতে চিরস্থায়ী ইজারা স্বত্ব মঞ্জুর করা হতে থাকে। উহা মূলত কেবলমাত্র অনাবাদী ভূমি সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও কালের প্রবাহে তা অন্যান্য ওয়াক্‌ফ সম্পর্কেও প্রচলিত হয়।

এধরনের দেশব্যাপী বিস্তৃত চুক্তিপত্রের নাম ইজারাতায়ন।। তাতে টাকার অংক থাকায় এটা এ নামে অভিহিত হয়। অংক দুটির একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর জমির মূল্য অনুযায়ী রায়ত কতৃক এক কালীন দেয় অর্থ এবং অন্যটি বাৎসরিক নির্ধারিত কর প্রতি বছর যা দিতে হত। এসব এ জন্য যাতে দত্ত সম্পত্তির মালিকানা

স্বত্ত্ব কোন প্রকারে লোপ না পায়। জমি-জমা সুশৃংখলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং তাকে উৎপাদনক্ষম রাখতে রায়ত বাধ্য থাকত। পরিচালকের অনুমতিক্রমে রায়ত ঐ সম্পত্তি ওয়াসিয়াত করতে বা তার স্বত্ত্ব বিক্রি করতে পারে। রায়ত উত্তরাধিকারী বিহীন অবস্থায় মরে গেলে অথবা তার পরবর্তী রায়ত কোন উত্তরাধিকারী না রেখে মরে গেলে উক্ত ভূমি মুক্ত হিসেবে পুনরায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে পরিণত হয়। নুতন ঘরবাড়ী নির্মাণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সংযোজন বলে বিবেচিত।[৩৪]

অপর এক ধরণের চুক্তিপত্র সচরাচর সিরিয়া এবং মিসরে প্রচলিত রয়েছে, তার নাম হিকর। ত্রটা ত্রিপোলী ও তিউনিসের কিরদারের অনুরূপ। কিন্তু তা খাজনা ভূমির মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রায়ত তা শুধু উইলযোগে হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু নুতন নির্মিত ঘর-বাড়ী এবং নতুন রোপিত বৃক্ষাদিতে তার অবাধ অধিকার থাকে, কেবলমাত্র খাজনা অনাদায়েই চুক্তিপত্র বাতিল হয়। তুরস্কের মুকাতারা এবং তিউনিসের এনজেল চুক্তিপত্র তারই অনুরূপ। এ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত বাৎসরিক খাজনা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আলজিরিয়াতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল পর্যন্ত 'আনা' চুক্তিপত্র, মরক্কোতে গেলজা এবং সমগ্র মাগরিব অঞ্চলে 'খাল্‌উ আল ইনতিফা' চুক্তিপত্র প্রচলিত। এ সকল চুক্তিপত্রে কেবলমাত্র ফল ভোগের অধিকার দেয়া হয়। মূল সম্পত্তিটি কিন্তু ওয়াক্‌ফের সম্পত্তিই থেকে যায় এবং তা যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তা খাজনা আদায় দ্বারা স্বীকৃত হয়, আর উৎপন্ন দ্রব্য ইজারা গ্রহণকারীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়।[৩৫]

এ সকল বিভিন্ন ধরণের চুক্তিপত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ইজারা দেবার বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয়নি, বরং ঐগুলি মূলত ইজারা দেয়ার প্রাচীন প্রণালী এবং সেগুলিকে ওয়াক্‌ফের উপযোগী করে নেয়া হয়েছে।

পারিবারিক ওয়াক্‌ফ (ওয়াক্‌ফ আলাল আউলাদ) সেকালেই প্রবর্তিত হয় যেকালে জনকল্যাণ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা শুরু হয়। এর প্রাচীনতম উদাহরণ পাওয়া যায় ইমাম শাফি (র.) কর্তৃক 'ফুসতাতে' অবস্থিত তাঁর বাড়ী এবং তার সংশ্লিষ্ট সবকিছু তাঁর বংশধরদের জন্য দলীল সহকারে ওয়াক্‌ফ করার মধ্যে।[৩৬]

এবংবিধ দানপত্র ধর্ম মতানুসারে দানের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত, অথচ এতে বংশধরদের জন্য সমস্ত বিপদ-আপদে একটা আয়ের পথ সংরক্ষিত হয়। আর বিশেষভাবে সম্পত্তিটি অন্যায়ভাবে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ হতে অব্যাহতি লাভ করে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু সর্বদা আকাংখিত ফল ফলেনি। ফলে এ দ্বারা কখনও কখনও কোন বিশেষ উত্তরাধিকারীকে তা হতে বহির্ভূত করা হয় অথবা কখনও কোন বিশেষ উত্তরাধিকারী হতে পারেনা, তাকে তার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

আবার উত্তরাধিকারী আইন প্রয়োগের ফলে সম্পত্তিটা যাতে খন্ড-বিখন্ড না হয়ে অক্ষুন্ন থাকে সেই উদ্দেশ্যে এরূপ ওয়াক্ফ সম্পাদিত হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও পারিবারিক ওয়াক্ফ প্রথার অপব্যবহার দেখা যায়। যা হোক পারিপারিক ওয়াক্ফ বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মিসর দেশে ১৯২৮-১৯২৯ সালে এরূপ ওয়াক্ফের আয় অন্যান্য যাবতীয় ওয়াক্ফের মোট আয় অপেক্ষাও অধিক ছিল।[৩৭] তাই Encyclopedia of Religion-Vol-15-এ বলা হয়েছে - "Colonial power and Muslim government alike came to see as an impediment to progress and development. In the late Ottoman empire, for example, making use of the opinions of certain classical jurists, the authorities first removed agricultural lands from waqf. In postrevolationary Egypt, family waqfs were dissolved, the mawaquf becoming simply the property of the heirs, to be disposed of in a normal way. It them became illigal to make new charitable waqf, though existing ones were retained and managed by a government ministry. Similar patterns of dealing with waqf have obtained in other moderning Muslim countries".[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফের আধুনিক অবস্থা ঃ

প্রাক্তন তুর্কী সাম্রাজ্যের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সমগ্র আবাদী ভূমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ছিল। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝির দিকে আলজিরিয়ায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল আবাদী জমির অর্ধেক। তিউনিসে ১৮৮৩ সালে ছিল এক-তৃতীয়াংশ, ১৯৩৫ সালে মিসরে এক-সপ্তাংশ এবং ১৯৩০ সালে ইরানে প্রায় শতকরা পনর ভাগ। ওয়াক্‌ফ খাতে এরূপ প্রভূত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের ফলে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এর একটি কল্যাণকর দিকও ছিল; ওয়াক্‌ফ করা ভূমি কোনক্রমেই বেহান দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। এতদসত্ত্বেও এসব ধন-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় সর্বত্র অপব্যবহার দেখা যায়, আর প্রায়শ মালিকানা সম্পর্কে আইনগত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। ফলে বিগত শতকে ওয়াক্‌ফ প্রথা সর্বত্র একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ (ফ্রান্স) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে যে তাদের অধীন মুসলিম উপনিবেশগুলিতে ওয়াক্‌ফ পদ্ধতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়। আর বর্তমান যুগে মুসলিমগণ নিজেরাও (তুরস্ক, মিসর) এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অমনোযোগী নয়।[৩৯]

ফ্রান্স সর্বপ্রথম আলজিয়ার্স-এ এ সমস্যার সমাধান কার্যে হাত দেয়। পরিশেষে বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর ১৮৭৩ সালের ২৬শে জুলাই-এর আইন বলে সমস্ত ভূমির আইনগত অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ফরাসী আইনের আওতাধীন করে তার বিরোধী সব শর্ত রহিত করে। কার্যত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিক্রি করাকে আইনগত বৈধতা দেয়া হয়। তথাপি যাতে মুসলিমদের ধর্মীয় মনোভাব অথবা পারিবারিক জীবন-যাপনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না হয়, তার প্রতি নজর রেখে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানকে কতকটা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখা হয়।[৪০] ১৮৮৮ সালের ২২শে জুনের নির্দেশ অনুসারে তিউনিসিয়াতে এঞ্জেল চুক্তিপত্র আইনগত বৈধ বলে ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তী ক্রমাগত সরকারী নির্দেশাবলী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর কার্যের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ১৯০৮ সাল হতে Conscil Superieur des Habous ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি গুলির

পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে এবং ১৮৪৭ সালে খায়রুদ্দীন জনসাধারণের ওয়াক্‌ফগুলি পরিচালনার জন্য যে কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এ কাউন্সিলটি তার সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে থাকে। মরক্কোতে ১৯১২ সালে Direction des Habous প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। অতঃপর ১৯১৩ সালে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ইজারা দেয়া সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন বিঘোষিত হয়।[৪১]

তুরস্কে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে আওকাফ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংস্থা গঠন করা হয় এবং ১৮৪০ সালে এর জন্য একটি মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয়। তার ফলে মূলক (Mulk) ভূমির নিয়মিত আওকাফ এবং মিরিয়ে (Miriye) অথবা সরকারী ভূমির অনিয়মিত আওকাফ এর মধ্যে পার্থক্য প্রবর্তন করা অথবা প্রশাসন পদ্ধতি অনুযায়ী আওকাফ-এ-সাদবুতা, আওকাফ-এ-মুলহাকা; এবং আওকাফ-এ-মুছতাসনার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আওকাফ-এ-মুলহাকা উক্ত মন্ত্রণালয়ের শুধুমাত্র তত্ত্বাবধানে থাকে। আর আওকাফ-এ-মুসতাসনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৯২৪ সালে ৩ মার্চের ধর্ম নিরপেক্ষ আইন অনুসারে তাওকাফ মন্ত্রী পদ বিলোপ করা হয় এবং ওয়াক্‌ফ কার্যকলাপ প্রধামন্ত্রীর অধীনে সাধারণ পরিচালনা বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ বিভাগের কর্তব্য ছিল জনহিতকল্পে অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলিকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে লাগিয়ে যাবতীয় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিলোপ সাধন।

মিসরে মোহাম্মদ আলী সরকারের আমলে যাবতীয় ওয়াক্‌ফ কৃষি ভূমি বাজেয়াফত করা হয়। কেবলমাত্র ওয়াক্‌ফকৃত ঘরবাড়ী ও বাগান স্থিতাবস্থায় রাখা হয়। ১৮৫১ সালে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াক্‌ফ পরিচালনা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের পর ১৯১৩ সালে বিভাগটি একটি মন্ত্রী দফতরে উন্নীত হয়। ১৮৩৫ সালের ১৩ জুলাই-এর একটি যৌথ ঘোষণা অনুসারে জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত সমস্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি উক্ত কেন্দ্রীয় পরিচালনা বিভাগের অধীনে আনা হয়। সেই সঙ্গে কোন কোন পারিবারিক

ওয়াক্‌ফ কোন কারণবশত বিচার বিভাগের রায় মতে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা অনুযায়ী এ বিভাগে হস্তান্তরিত করা হয়। ওয়াক্‌ফ বিধান সংস্কার করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর ১৯৩৬ সালে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কেও খসড়া আইন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৪৬ সালে কমিটির প্রস্তাবগুলি কিছু কিছু সংশোধন করে আইনে পরিণত করা হয়। এই নতুন আইনের প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, সকল পারিবারিক ওয়াক্‌ফ উক্ত সময় হতে অস্থায়ী বিবেচিত হবে, এমনকি জনসাধারণের কল্যাণার্থে সম্পাদিত ওয়াক্‌ফও যদি মসজিদ অথবা কবরস্থানের জন্য সম্পাদিত না হয়, তবে তাও সাময়িক ও অস্থায়ী বলে গণ্য হতে পারবে।[৪২]

ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইরাকে জাতিসংঘের নির্দেশ নামার ধারামতে শরীয়াত এবং দাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনা করবে। ফিলিস্তিনে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি একটি সর্বোচ্চ মুসলিম শরীয়াহ পরামর্শ সংস্থার হাতে ন্য স্ত করা হয় । ইরাকে ১৯২৪ সালে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়াক্‌ফের জন্য একটি মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয় । পক্ষান্তরে ফরাসী নির্দেশাধীন অঞ্চলসমুহে ওয়াক্‌ফগুলি তত্ত্বাবধানকারী শক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয় । আর স্বাধীন সিরিয়া ও লেবানন রাষ্ট্রে এর পরিবর্তে মন্ত্রী দফতর তৈরি করা হয়। মিসরের ১৯৪৬ সালে আইনের সাধারণ ধারা অনুসরনে ১৯৪৭ সালে আইন দ্বারা তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন বলে এধরনের ওয়াক্‌ফের দেনা পাওনা পরিশোধ করে তা তুলে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

<u>পাক-ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফের অবস্থা :</u>

ওয়াক্‌ফের ধ্যান ধারণার ক্রমবিকাশ এভাবে ইসলামের অগ্রাভিযানের সাথে সাথে চলতে থাকে এবং দেশে দেশে ক্রমান্বয়ে এর আইন গত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ও অনেক মুসলিম দেশে ওয়াক্‌ফের সুফল ও প্রচলন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি পাক-ভারত উপমহগাদেশের দুঃস্থ ও দারিদ্রের কল্যাণে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে শত শত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিদ্যমান যেমন ছিল,

তেমনি বর্তমানেও আছে। তবে কোন আইন প্রচলিত না থাকায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ও তার উপ-স্বত্ব যথেচ্ছা ব্যবহৃত হত। তদানীন্তন মুসলিম ওলামা আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য সুধীবৃন্দের উদ্যোগে ওয়াক্‌ফের সংরক্ষণ ও তার উপ-স্বত্বের সুষ্ঠু ব্যয়ের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে একটি আইন জারি করার জন্য দাবী উত্থাপন করলে তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক ১৯১৩ সালে 'ওয়াক্‌ফ ভেলিডেটিং এ্যাক্‌ট' নামে আইন জারী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই এ উপ-মহাদেশে ওয়াক্‌ফের স্বীকৃতি লাভ করে। এই আইনের কার্যকারিতার জন্য ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় "ওয়াক্‌ফ এ্যাকট" নামে আইন জারী করে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ওয়াক্‌ফ কমিশনার। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্তে ১৯৬২ সালে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এই আইনে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং তাকে পূর্বের তুলনায় কিছু অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের গোড়ার কথা ঃ

মুসলমানগণ যখন বঙ্গ বিজয় করেন (১২০৩ খৃ.) তখন থেকে বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ এদেশে শাসক, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ীরূপে আগমন করেন। এদের সাথে আরব মুসলমানগণও আসেন। এই আরবদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সুফী, ধর্মপ্রচারকারী ও বণিক সম্প্রদায়। নুতন অধিকৃত এদেশে আগমনকারী সাধু পুরুষদের প্রত্যেকেই ১২০ জন শিষ্য ও অনুচরসহ এদেশে আগমন করেন। শাহ জালাল (র.) ৩৬০ জন শিষ্যসহ আগমন করেন এবং তারা সকলেই বাংলায় বসতি স্থাপন করেন।[৪৩] এতে প্রতীয়মান হয় যে, আরবদের বেশ বড় একটা দল বাংলায় আগমন করেন সূফী ও ধর্ম প্রচারকরূপে।

মুসলিম বিজয়ের ফলে বাংলাদেশে এটি স্বাস্থ্যবান, সাহসী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জাতি গঠিত হয়। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার জনসাধারণ প্রধানতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক জৈনদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। যদিও অন্ত্যজ শ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাসী লোকেরা জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল, তথাপি তৎকালীন সমাজ জীবনে তাদেরকে গণ্য করা হতনা। জৈনগণ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। বৌদ্ধরা তখনও সংখ্যায় ছিল অনেক। কিন্তু পালবংশের পতনের পর তাদের রাজনৈতিক প্রধান্য হারাবার সঙ্গে সঙ্গে এবং গৌরের সিংহাসনে সেন রাজবংশের আরোহণের ফলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের ভীষণ অত্যাচার-উৎপীড়নে বৌদ্ধদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। সংখ্যাধিক্যতায়, রাজনৈতিক শক্তিতে, সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে হিন্দুরাই ছিল সর্বেসর্বা। অবশ্য হিন্দুরাও তখন তাদের শতধা বিচ্ছিন্ন বর্ণ-প্রথা, ব্রাহ্মণদের অবিচার ও অন্যায়, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে কলুষতা ও নীতিহীনতা ইত্যাদির জন্য তাদের জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। অর্থাৎ প্রাক মুসলিম যুগে এ দেশের মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।[৪৪]

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরিবেশে আরব পারস্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে এসে মুসলমানগণ এদেশ জয় করে নিয়েছেন। তাদের বিজয় অভিযানের সঙ্গে অসংখ্য পীর, দরবেশ ও সুফী-সাধক আগমন করে এদেশে নব সমাজ গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ জনসমাজ মননে ও চিন্তায় মুসলিম সূফী-সাধক ও পীর দরবেশদের নিকট থেকে এক অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবনাচরনের আদর্শ ল করল যা তাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অভিনব এবং বিস্ময়কর।[৪৫] প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম পীর ফকীরসহ ইসলামের মহিমা ও ঐশ্বর্য অনাড়ম্বরভাবে তুলে ধরায় এবং জনসমাজের ব্যথা-বেদনা ও বিষাদের অংশ নিজেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করায় বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ অসংকোচে ইসলাম বরণ করে। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়।[৪৬]

সুফীবাদ সমগ্র বাংলাদেশে, এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খানকাহ ও দরগাহ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় একখানা পত্র থেকে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এই পত্র জৌনপুরের

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান ইবরাহীম শার্কীর নিকট লিখেছিলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেনঃ "সব প্রশংসা আল্লাহর! কি চমৎকার দেশ এই বাংলাদেশ! এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পীর-দরবেশ আওলিয়া এসে বসবাস করতে থাকেন এবং এটাকে তাঁরা তাদের স্থায়ী বাসভূমি রূপে গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিখ্যাত সাধক হযরত শায়খ শাহাবউদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রধান প্রধান সত্তর জন শিষ্য দেবগাঁও নামক স্থানে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্প্রদায়ভূক্ত কিছু সংখ্যক দরবেশের কবর আছে মাহিসুনে। জলিলিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত কিছু সংখ্যক সূফী-সাধক দেওতলায় সমাহিত। শায়খ আহমদ দামিস্কি নামক বিখ্যাত দরবেশের কতিপয় শ্রেষ্ঠ অনুচর ও শিষ্যের কবর নারকোটি নামক স্থানে অবস্থিত। কদরখানী সম্প্রদায়ের দ্বাদশ সূফীর অন্যতম শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার কবর সোনারগাঁয়ে অবস্থিত। তাঁর একজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম হযরত শায়খ শরফুদ্দীন মানেরী। হযরত বদর আলম এবং বদর আলম জাহেদীও তাঁর সাগরিদ ছিলেন। মোটের উপর বলা যায়, কেবল নগর নয়, সারা বাংলাদেশে এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে এসব দরবেশ পদার্পন করেননি ও বসতি স্থাপন করেননি। সোহরাওয়ার্দী তরীকার বহু পীর-দরবেশ মৃত্তিকা তলে সমাহিত আছেন, কিন্তু এখনও যারা জীবিত আছেন, তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।"[৪৭]

এসব সিদ্ধ পুরুষগণ নানাভাবে ইসলাম ও সমাজের সেবা করে গেছেন এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে স্থায়ী অবদান রেখে যান। তাদের খানকাহগুলো বিরাট জনহিতৈষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হত। এগুলো ছিল স্রষ্টা সন্ধানী মানুষের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। খানকাহগুলো ছিল একাধারে চিকিৎসালয় এবং আশ্রয় স্থান যেখানে দুঃস্থ বদ্ধ উন্মাদ এবং রুগ্ন ব্যক্তিগণ সরাসরি আশ্রয় গ্রহণ করত। তারা শেখ ও তদীয় শিষ্যদের নিকট লাভ করত সেবা, চিকিৎসা ও আন্তরিক যত্ন। প্রতিটি খানকাহর সঙ্গে একটি করে লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকত। যেখান থেকে গরীব ও অভূক্ত লোকদের খাবার দেয়া হত। লঙ্গরখানার

রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বিষয় সম্পত্তিও দান করা হতো।শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজী ও পান্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী দরবেশদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ সমুহের বিরাট আয়ের লা-খেরাজ জমি ছিল। এভাবে সাধু দরবেশদের খানকাহ্ ও লঙ্গর খানাগুলো দুঃস্থ বিপন্ন মানুষের নিকট এক মহামুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বিনা খরচে খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সাধু দরবেশগণ দেশের দ্বীন-দুঃখী ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে এবং তাদের অনুভূতি ও আশা আকাংখা বুঝতে সক্ষম হন।[৪৮]

সূফীদের প্রতি শাসক, আমীর-ওমারাহ ও কর্মচারীদের ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল ব্যাপক। তারা পীর দরবেশদের মাযারে স্মৃতি সৌধ নির্মান করেছেন এবং তাদের দরগাহ ও লঙ্গরখানাসমুহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লা-খেরাজ জমি ইত্যাদির সংস্থান করেছেন। পান্ডুয়ায় শেখ আলাউল হক ও তদীয় পুত্র নূর কুতুবুল আলমের ছোট দরগাহ ভূমি সম্পত্তিকে 'শশহাজারী এস্টেট' বলা হয়। কেন না , এতে ছয় হাজার টাকা আয় হয়। এই মহান সূফী দরবেশের প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা ও লঙ্গরখানা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাদশাহ হুসেন শাহ ৪৭ খানা গ্রাম দান করেছিলেন।[৪৯] শাহ সুজা কুতুবুল আলমের বংশধর শেখ কবীরকে ভূমি দান করেন ১০৫৮ হিজরীতে।[৫০]

বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান শাসকগণ বিপুল সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতানদের এই নীতি আমীর উমরাহ রাজকর্মচারীগণ এবং এমনকি অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ অনুসরণ করে চলেন। অসংখ্য মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বহু শহর ও গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে। মুসলমান শাসকদের গভীর ধর্মীয় আবেগের প্রমান স্বরূপ প্রথম যুগে নির্মিত কিছু সংখ্যক মসজিদ ধর্মীয় কেন্দ্রের গুরুত্ব নিয়ে আজও বিদ্যমান আছে। যেমন-সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৬৪-৭৪) কর্তৃক নির্মিত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, সুলতান হুসেন শাহ ১৫০২ সালে মালদহের ফিরোজপুরে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জাফর খান ৭১৩ হিজরীতে ত্রিবেণীতে 'দারুল খায়রাত' নামে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

যেসব কারণে সুফী-দরবেশদের এ রকম প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তন্মধ্যে মুসলিম নরপতিরদের দরবেশ প্রীতিই প্রধান । প্রত্যেক সাধক ও শিক্ষিত মুসলমান বংশ পরম্পরায় ধর্ম প্রচারের কার্যে আত্মোৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য বলে মনে করতেন । স্বীয় জীবিকা বা ভরণ-পোষণের জন্য তাদেরকে কখনো চিন্তা করতে হয়নি। মুসলমান সুলতানগণ স্বেচ্ছায় তাদের এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করতেন। মুঘল আমলে পীরোত্তর জমি দান (ওয়াক্ফ জমি) একটি সাধারণ ব্যাপারে গন্য হয়ে পড়েছিল ।এতেই বুঝা যায় যে, বাংলার সুলতান ও তৎপ্রধানগণ দরবেশদেরকে কিরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন। এদেশের খ্যাত ও অধূনা অখ্যাত দরবেশদের বর্তমান বংশধর ও সেবায়েতগণ এখনও যে লাখেরাজ (নিষ্কর) জমি ভোগ করে আসছেন তা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণ মুসলমান বাদশাহ বা তাদের আমীরদের নিকট হতেই লাভ করেছিলেন । মুসলমান বাদশাহ বা তাদের আমীর উমরাহগণ এভাবে ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা দেশের যেসকল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন তা এক একটি বংশ পরম্পরাগত প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল ।[৫২]

এভাবেই সাধু দরবেশদের সততা ও ব্যক্তিত্ব, তাঁদের মানবতা ও সেবা, প্রীতি ও উদারতা এবং জনহিতৈষণামূলক কর্মকাণ্ডের ও চিন্তা-চেতনার ভাবাদর্শের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। বলা হয়েছে - "Bangladesh Surrenders thousand times to the almighty Allah for Sanctifying her soils with the mortal remains of many saints of Islam. There last resting places in Bangladesh have now become holy shrines whare millions of Muslims every year come for Allahs blessings and inspiration to follow the true path of Islam. Survey reveals that there are 1400 such shrines around which big complexes with mosques, Moqtabs, hospitals, school have grown up in addition to the daily arrangement for feeding the hungry and the visitors as well."[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ একটি ধর্মীয়, সমাজকল্যাণকর ও সেবামূলক সংস্থা। ১৯৩৪ সালের "বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাকট"-এর বলে এই সংস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাই এই সংস্থার মূল লক্ষ্য।

১৯৮৭ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ মুতাবিক দেশে মোট ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৫০,৫৯৩। তন্মধ্যে ১৪০০টি দরগাহ/মাযার ওয়াক্‌ফ এস্টেট রয়েছে। এছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিভূক্ত মসজিদের সংখ্যা ১২৩০০টি। মোট ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মধ্যে ৯৭০৪৬টি রেজিষ্ট্রিকৃত, ৪৫৬০৭টি মৌখিক ও ৭৯৪০টি প্রথাগতভাবে চলে আসছে। এই বিপুল সংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মধ্যে মাত্র ১৭০০০ এস্টেট ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে তালিকাভূক্ত আছে।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টীকা নির্দেশ ঃ

১. আল-কুরআন, সূরা ১১২

২. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১

৩. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩

৪. Hammudah Abdalati, Focus in Islam The Holy Quran Publishing House, Beirut, Lebanon, 1973, P. 198.

৫. আল-কুরআন, ৫ ঃ ৪৯

৬. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ২১

৭. আবুল হাশিম, 'ফারুকী খিলাফত' ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ১০২

৮. আল-কুরআন, ৪৫ ঃ ১২-১৩

৯. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ২

১০. আবুল হাশিম, 'সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৪৩

১১. আল-কুরআন, সূরা-১০৮

১২. আল-কুরআন, ২ ঃ ১৭৭

১৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬৭-৬৮

১৪. সম্পাদনা পরিষদ, আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২১৯-২২০.

১৫. এ সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন, "তুমি যদি একবার আল্লাহর তাসবীহ বা প্রশংসা কর, তবে এটাও একটা সদকা, কাউকে ভাল কাজের উপদেশ দিলে তাও একটা সদকা, মন্দ কাজে বাধা দিলে তাও একটা সদকা, রাস্তা থেকে কাঁটা বা অন্য কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরানোও একটা সদকা, দুই বিবাদীর মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়াও সদকা, কাউকে তার ভার পরিবাহী পশুর পিঠে চড়াতে সাহায্য করলে তাও একটা সদকা তথা পূণ্যের কাজ।" (বুখারী ও মুসলিম)

১৬. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৪৫

১৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন), তাফসীরে মায়ারেফুল ক্বোরআন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯ , পৃ. ১৩৫

১৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল-আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, মাকতাবা আর রাশিদীয়া, দেওবন্দ, ভারত, ১৩৯৯ হি. কিতাব আল ওয়াসিয়া, বাব ২৮, ৩১, ৩৫.
১৯. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাব আলা শুরূত, বাব-১৯
২০. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, বাব-২৩
২১. আল কুরআন, ৩ ঃ ৯২
২২. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাব আল ওয়াসিয়া, বাব-১৭
২৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৪৫
২৪. মুফতী মুহাম্মদ শকী, তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআন, ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, পৃ. ১৩৫
২৫. ইমাম শাফি, কিতাব আল উম্মাহ, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৮০
২৬. ইমাম কাশানী, বাদাইউস সানাঈ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৯
২৭. আল-কুরআন, ৩ ঃ ৯২
২৮. ইমাম শাফি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
২৯. Mircea Elaide, Encyclopedia of Relegion-vol-15, macmillan publishing company, U.S.A. 1986, P. 338.
৩০. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাব আল ওয়াসিয়া, বাব-২৭
৩১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৮৬, ঢাকা-পৃ. ২১৩
৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৩
৩৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৩
৩৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৪
৩৫. Monzer Kahf, "Financing the Development of Awqaf porperty, the American Journal of Islamic Social Science, Vol-6, No-4, U.S.A, 1999, P-51.
৩৬. ইমাম শাফি (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮৩
৩৭. Monzer Kahf, op, cit, P. 52
৩৮. Mircea Elaide, op, cit, P. 338-39.
৩৯. Mircea Elaide, op.cit, P. 338
৪০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৫
৪১. Mircea Elaide, op.cit, P. 228
৪২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৫
৪৩. G.H. Damant Shah Ismail Gazi, Journal of Asiatic Society of Bengal, 1876, XLIII, P. 215
৪৪. ড. এম. এ. রহিম, (অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী-ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ৩০

৪৫. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ৮৬২; এবং আরও দ্রষ্টব্য; গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ. ১৯২

৪৬. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ১২

৪৭. Prof. Hasan Askari, Bengal Past & Present, Vol-LXVII, Serial no. 130, 1948, P. 35-36.

৪৮. ৬.এম এ . রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৪৯. নিজাম উদ্দীন আহমেদ বখশী, তাবাকাত এ- আকবরী, ৩য় খন্ড, কলিকাতা, পৃ.২৭০-২৭১

৫০. Abid Ali, Memuirs of Gour & Pandua, Calcutta . 1931, P.113

৫১. Inscription, journal of Asiatic Society of Bengal. 1878.p.303

৫২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ.১৬০-১৬৩; Sufism in Bengal, Dacca-1975, P-262; M.A Rahim, Social and Cultural History of Bengal, voll-2 Karachi, 1967. p.288-89

৫৩. A Brief out line of Waqf in Bangladesh. Waqf Bhaban, 4, New Eskaton Road, Dhaka- P.2.

৫৪. Bangladesh Bureau of Statistics, Report on the census of Waqf estates, 1986, Govt. press, 1987, P. 3.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যক্রম পরিচিতি

* বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন,
* বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক প্রশাসন,
* ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য,
* মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ও তার দায়িত্ব-কতর্ব্য,
* ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের বিবরণ,
* ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আর্থিক সংশ্লেষ,
* আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন ঃ

মূলতঃ ধর্মীয় অনুভূতিই হল ওয়াক্ফের মূল তাত্ত্বিক বিষয়। ওয়াকিফ বা ওয়াক্ফ দাতা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে আত্মার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য ওয়াক্ফ সৃষ্টি করে থাকেন। ওয়াক্ফের অর্থ-সম্পত্তির মালিক কর্তৃক সম্পত্তি হতে নিঃস্বত্ববান হওয়া এবং তা আল্লাহর ওয়াস্তে উৎসর্গ করা। পাক-ভারত উপমহাদেশে ১৯১৩ সালে জারিকৃত ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এ্যাক্টের মাধ্যমে ওয়াক্ফ প্রথম স্বীকৃতি লাভ করলেও ১৯৩৪ সালে "বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট" বলে ওয়াক্ফ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্তে ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "It was established under The Bengal Waqf Act of 1934. The Department of Waqf Administration is headed by the Waqf Administrator having its central office in the capital city of Dhaka at 4, New Eskaton Road. The Waqf Act was first recognised by the then Indo-Pak Sub-continent under "The Musalman Waqf Validating Act, 1913." Besides, another Act was introduced in 1923, namely "The Musalman Waqf Act, 1923." Later on, in 1934, The Bengal Waqf Act was introduced in the undivided Bengal comprising the province of Asam, East and West Bangal. Since then the Department of Waqf Administration was established in this Sub-continent. In order to strengthen the activities of the Waqf Administration and to control the waqf properties smoothly according to the need of time, a new Oridnance was promulgated in 1962, namely "The Waqfs Ordinance, 1962." After the independence of Bangladesh in 1971, the aforesaid Ordinance is still in force in this country."[১]

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি ধর্মীয়, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বশাসিত সংস্থা। বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ বলে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও

Dhaka University Institutional Repository

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাই এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "All functions of this Department are being controlled and managed under the Waqf Ordinance of 1962 and the Department is running under the administrative control of Bangladesh Government. Beside this each and every waqf Estate is being administered by a mutawalli/committee as prescribed in the concerned waqf deed. The Waqf Adminintrator appoints the mutawalli/committee as per the Waqf Ordinance of 1962 and with the provisions of concerned Waqf deed."[২]

১৯৮৭ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৫০,৫৯৩টি।[৩] তন্মধ্যে ১৪০০টি দরগাহ/মাযার ওয়াক্ফ এস্টেট রয়েছে। এছাড়া ওয়াক্ফ সম্পত্তিভূক্ত মসজিদের সংখ্যা ১,২৩,০০৬টি। মোট ওয়ক্ফ এস্টেটের মধ্যে ৯৭,০৪৬টি রেজিষ্ট্রিকৃত, ৪৫,৬০৭টি মৌখিক, ৭৯৪০টি প্রথাগতভাবে চলে আসছে। এই বিপুল সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে মাত্র ১৫,০০০টি এস্টেট ওয়াক্ফ প্রশাসনে তালিকাভূক্ত আছে। এই তালিকাভূক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে ২০১টি দরগাহ/মাযার ওয়াক্ফ এস্টেট রয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণনাটি তুলে ধরা হল - "As per survey conducted in 1986 by The Bureau of Statistics, Bangladesh, there are about 1,50,593 Waqf Estates in the country. Out of which 97,046 are duly registered, 45,607 are verbal and the remaining 7,940 are traditional/customary/waqfs by user. The total area covered under these Waq Estates is 1,19,695.40 acres of land out of which 70,670.18 acres are agricultural lands and the remaining is non-agricultural lands. There are about 1,23,006 Mosques, 8,317 Madrashas, 1,400 Dargahs/Shrines, 21,163 Eidgahs, 8,317 Graveyards and 3,859 Orphanages, Inns/Rest Houses for the Muslim community in this region. All this Waqf Estater are located in the rural and urban areas of the 64 district in Bangladesh"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

সৃজিত ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের অধিকাংশই কৃষি নির্ভর ভূমি। তবে বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেটে পাকা, আধাপাকা আবাসন, মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, মুসাফিরখানা এবং বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্যিক অবকাঠামো রয়েছে। ওয়াক্‌ফ দলিলের নির্দেশনার আলোকে সমূদয় সম্পত্তির আয় ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্ হয়ে থাকলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি ও দুঃস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় হয় এবং ওয়াক্‌ফ আলাল আউলাদ হলে উত্তরাধিকারীদের অংশ ছাড়া বাকী আয় ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। বলতে গেলে বাংলাদেশে মূলতঃ এই দু'প্রকার ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - "In Bangladesh, there are mainly two types of Waqf, such as, (1) 'Public Waqf' of 'Waqf-e-Lillah' : Where more than 50% of the net available income of a waqf property is exclusively spent for religious and charitable purposes; this type of waqf is known as Public Waqf. (2) 'Waqf-al-Awald' : Endowments where more than 50% of the net available income is meant for the welfare of Waqifs descendans, such waqf is treated as Waqf-al-Awlad. Beside, there are some waqfs which are being used for religious purposes for a long time or from the time immemorial, such as, Mosques, Mazars/Dargahs (Shrines), Graveyards, Maghbaras, Imambaras etc. These are known as Traditiona/Customary Waqfs of Waqfs by user. Waqfs can be created in many ways i.e. by registered deed or orally or by Parcha/Khatian (record of rights) of by way of religious uses for a long time.[৫]

ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা। বর্তমান ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর লোকবল মাত্র ৯৮ জন। ৪০টি বিভাগীয় ও ২২টি জেলায় স্বল্পতম জনবল দ্বারা নামে মাত্র ওয়াক্‌ফ অফিস আছে। এই ব্যবস্থা এতই নগণ্য যে, ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকান্ড ও দায়িত্ব পালনে যথোপযুক্ত সহায়ক হচ্ছেনা। অধ্যাদেশের বিধান মুতাবিক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের নিট আয়ের ৫% ভাগ হারে ওয়াক্‌ফ চাঁদা ধার্যকরা হয় এবং ধার্যকৃত এ

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদাই ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয়ের একমাত্র উৎস। আর এর আয় বার্ষিক প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - "The Waqf Estates are being managed with the help of Government and private funds. The development programs of an Estate are implemented with the help of Government grants including income recieved from agricultural lands, shops & establishments, commercial/residential buildings, gardens and fisheries of the concerned Estates. The average income of all these Estates are about Tk. 500 crore annually. Thus the money earned from these Waqf Eatates are being spent for the development of the Estates with the prior approval of the Waqf Administration"[৬]

যা হোক, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে এদেশের ওয়াক্‌ফসমূহ পরিচালনার জন্য ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ চালু আছে। এর বিধান বলে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের নিয়ন্ত্রণ, তদারকী, পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ তালিকাভূক্ত করা, মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করে এস্টেট সুষ্ঠু পরিচালানা করা, ওয়াক্‌ফ চাঁদা ধার্য ও প্রদান করা, হিসাব বিধিমত প্রণয়ন করা এবং ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অফিসে দাখিল করা, দায়েরকৃত মুকাদ্দমা নিস্পত্তি করণ, জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর না করা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

এ ছাড়া মুতাওয়াল্লী চাঁদা পরিশোধ ও হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হলে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি, বৃত্তি ভোগীদের ভাতা প্রদানসহ ওয়াক্‌ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার কর্তব্য পালন না করলে তাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করার বিধান রয়েছে। কোন মুতাওয়াল্লী ব্যক্তিগত কারণে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করে টাকা আত্মসাৎ করলে পিডিআর-এর এ্যাক্ট এর মাধ্যমে তা আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে ওয়াক্‌ফ প্রশাসককে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনায় নিমিত্তে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন বাস্তব ক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিস্তৃত। দীর্ঘদিনের অবহেলা, অনুমোদিত নগণ্য জনবল, ওয়াক্‌ফ দলিল ও সম্পত্তির বিভিন্ন-ধর্মী বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা, মামলা শুনানীর সনাতন প্রক্রিয়া, ওয়াক্‌ফ আদালতে মীমাংসিত বিচারাধীন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার অবকাশ থাকা জনিত কারণে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন গতিশীল করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা করণ, তালিকাভূক্ত নয় এরূপ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি গ্রহণ এবং ঐগুলোর পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বর্তমানে কর্মরত ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে স্বল্পসংখ্যক জনবল দ্বারা সম্ভবপর হচ্ছেনা।

বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ওয়াক্‌ফ প্রশাসন ঃ

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের জন্মলগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৯৩৪ সাল থেকে অবিভক্ত বাংলার বিদ্যমান ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল ছিল অতি নগণ্য। ১৯৬২ সালে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ জারী হলেও লোকবলের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। বর্তমান ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর জনবল ৯৮ জন মাত্র। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই লোকবল অত্যন্ত অপ্রতুল।

চারটি বিভাগ অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে বিভাগীয় অফিস বিগত ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ইং হতে চালু করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে একজন সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক (১ম শ্রেণী) ও একজন পিয়ন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ২২টি জেলায় নামে মাত্র অফিস আছে যেখানে কেবল মাত্র একজন পরিদর্শক/অডিটর (তৃতীয় শ্রেণী) ও একজন পিয়ন কর্মরত আছে। বিভাগীয় ও জেলা অফিসে এইরূপ স্বল্পতম লোকবল দ্বারা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে সচল ও গতিশীল করা মোটেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বলা হয়েছে- "The entire Waqf Adminintratiojn is being managed by 1 Administrator, 2 Deputy Administrators, 6 Assistant Adminintrators and number of order officers and staffs throughout the country in the District and Thana (police station) levels. They are all Government Officials in the rand and status of Joint Secretary, Deputy Secretary,

Dhaka University Institutional Repository

Senior Assistant Secretary and Assistant Secretaries respectively. One Waqf Inspector/Audition is responsible to look after the Waqf Estates in each District/Thana. Moreover, the Local District Administration also co-operates with the activities in the aforesaid Estates. All these administrative and financial activities of the Waqf Estates are being controlled and managed under The Waqfs Ordinance of 1962, The Bangladesh Waqf Administration Rules of 1975 and The Bangladesh Waqf Administration Employes Service Rule of 1989."[৭]

বিভাগীয় ও জেলা অফিসে এইরূপ স্বল্পতম লোকবল দ্বারা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে সচল ও গতিশীল করা মোটেই সম্ভব নয়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও স্বাবলম্বী করণসহ ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের নিয়মিত তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ধর্মবিষয়ক সম্পর্কিত স্থায়ী সংসদীয় কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ৪৫০ জন লোকবল বিশিষ্ট প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোটি সরকারী অনুমোদনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর চিত্র[৮]

<u>ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ</u>

১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা এবং তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ-

ক. ওয়াক্‌ফ এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহের প্রকৃতি ও পরিমান তদন্ত ও নির্ধারণ এবং সময় সময় মোতাওয়াল্লীগণের নিকট হতে হিসাব, রিটার্ণ ও তথ্য তলব করা;

খ. যে সমস্ত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ে এবং যে শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের উপরাকার্থে ওয়াক্‌ফসমূহ সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা সৃষ্টি করার অভিপ্রায় করা হইয়াছে তাহা সাধনার্থে যাহাতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ ও উহা হইতে আগত আয় নিয়োজিত হয় তাহার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ওয়াক্‌ফ সমূহের উপযুক্ত পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা;

ঘ. এই অর্ডিন্যান্স মোতাবেক তিনি যে ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন অথবা দায়িত্বে বহাল থাকিবেন স্বয়ং অথবা এই অর্ডিন্যান্স মোতাবেক নিযুক্ত অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রদত্ত ব্যক্তিবৃন্দ উহার ব্যবস্থাপনা করা এবং এইরূপ কোন সম্পত্তি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য সম্পাদন করা;

ঙ. যেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফনামায় কোন মোতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিকের কোন বিধান নাই সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা;

চ. সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইন মোতাবেক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ দখল বাবদ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা নিজে বিনিয়োগ করা অথবা নির্দেশ জারী করিয়া মোতাওয়াল্লী কর্তৃক উহার সুষ্ঠু বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং

ছ. সাধারণভাবে ওয়াক্‌ফ সমূহের যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য সম্পাদন করা।[৯]

বিশেষভাবে দেশের সকল ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধান, মুতাওয়াল্লীদের নিকট হতে হিসাব ও রিটার্ণ গ্রহণ এবং ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় করা ওয়াক্‌ফ প্রশাসকদের অন্যতম দায়িত্ব। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন এস্টেট পরিচালনা করেন না। ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ সাধারণতঃ মুতাওয়াল্লীগণ/কমিটি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মুতাওয়াল্লী/কমিটি যথাযথভাবে ওয়াক্‌ফ এস্টেট পরিচালনা করছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধান করা ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দায়িত্ব। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসক ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ ছাড়াও ওয়াক্‌ফ প্রশাসক মৃতাওয়াল্লীকে বিশ্বাস ভঙ্গ বা তহবিল তছরূফের দায়ে অপসারণের[১০], ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের[১১] বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসাবে গণ্যকরণের[১২], কোন বিশেষ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ কিনা তা নির্ধারণ করণের[১৩] এবং বাংলাদেশের যে কোন স্থানে অবস্থিত যে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যাপারে ওয়াক্‌ফ কমিটির সর্বক্ষমতা প্রয়োগকরণের ক্ষমতা রয়েছে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি ও মুতাওয়াল্লী নিয়োগ এবং তাদের কার্যাবলী ও ক্ষমতাঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ জাতীয় পর্যায়ে একটি ওয়াক্‌ফ কমিটি গঠনের ক্ষমতা দিয়েছে। এ ক্ষমতা অনুযায়ী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝাবে ঃ

ক. ওয়াক্‌ফ বা কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশের অবর্তমানে, ওয়াক্‌ফ-এর আয় বা অন্যান্য সম্পত্তি কি অনুপাতে ওয়াক্‌ফ-এর নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে জন্য নির্দিষ্ট থাকবে তা ঘোষণাকরণ;

খ. ওয়াক্‌ফ-এর উদ্বৃত্ত আয় কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা ঘোষণাকরণ;

গ. ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাবলীর বা ওয়াক্‌িফের ইচ্ছার পরিপন্থী নহে এইভাবে ওয়াক্‌ফ-এর সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য পরিকল্পনা নিস্পত্তিকরণ, পরিবর্তন সাধন বা সংশোধনকরণ; এবং

ঘ. এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা এর অধীন আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রয়োগকরণ ও পালন।[১৫]

মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে প্রশাসককে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ বিষয়ে ওয়াক্‌ফ দলিলে নির্দেশ, উপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে।[১৬] প্রশাসকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াক্‌ফ দলিলের নির্দেশ মেনে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ অসুবিধাজনক তাহলে তিনি ওয়াক্‌ফ দলিলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারেন। মুতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাবলী কড়াকড়ির সাথে সঠিকভাবে পালন করবেন। ওয়াকফটি মূলত যে দ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কোন ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হবে কি-না তা সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কর্তৃপক্ষ হলেন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক এবং জেলা জজ।

ওয়াক্‌ফের অর্ডিন্যান্সের ৪০ ধারা মোতাবেক, মুতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বা ওয়াক্‌ফনামার যে কোন ব্যাখ্যার জন্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের মতামত, উপদেশ বা নির্দেশ চাইবেন এবং প্রশাসক পক্ষগণের শুনানী অন্তে তা দিবেন। অবশ্য, প্রশাসক মুতাওয়াল্লীকে জেলা জজের নিকট হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও মুতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বাবদ দেয় কর ও খাজনাদি পরিশোধ করবেন[১৭], ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ওয়াক্‌ফের টাকা বিনিয়োগ করবেন[১৮], কোন দলিলের নকলের বাবদ খরচ করবেন[১৯] এবং সার্বিকভাবে তালিকাভূক্তকরণের দরখাস্ত, সঠিক হিসাবরক্ষণ এবং প্রশাসকের প্রয়োজন মত তথ্য সরবরাহ করবেন। তিনি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিদর্শন করতে দিবেন, প্রশাসক দখল দানের হুকুম দিলে দখল দিবেন, প্রশাসকের নির্দেশাবলী পালন করবেন, প্রশাসককে ৭১ ধারায় দেয় চাঁদা দিবেন, দেয় টাকা-পয়সা দিবেন, প্রত্যেক ভোগীকে তথ্য এবং হিসাব দিবেন, মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, জনসাধারণকে দেয় টাকা দিবেন, কমিটির সাথে সহযোগিতা করবেন, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং ওয়াক্‌ফ আইনে আইনতঃ করণীয় সমস্ত কিছুই তিনি করবেন এবং যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে যদি তিনি উপরোক্ত কাজ না করেন বা যদি ভুল বিবরণ পেশ করেন, তবে তিনি দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়ী হবেন; অনাদায়ে অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে দায়ী হবেন।[২০]

মুতাওয়াল্লীর অপসারণ ঃ

ক্ষমতার অপব্যবহার বা বিশ্বাস ভঙ্গের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা দায়িত্ব পালনে অন্যথায় অযোগ্য বিবেচিত হলে, ওয়াক্‌ফনামায় মুতাওয়াল্লীকে কোন অবস্থায় অপসারণ করা যাবে না বলে ওয়াকি্‌ফের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও ওয়াক্‌ফ প্রশাসক উক্ত মুতাওয়াল্লীকে অপসারণ করতে পারেন। [অর্ডিন্যান্সের ৩২ ধারা] ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল অর্পণের পর ওয়াকিফ কোন অবস্থাতেই মুতাওয়াল্লীকে অপসারণ করতে পারেন না।

মুতওয়াল্লীকে অপসারণের ক্ষমতা ওয়াক্‌ফ অর্ডিন্যান্সের ৩২ ধারায় প্রশাসকের উপর ন্যাস্ত হয়েছে, প্রশাসক নিজেই অথবা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে কোন মুতাওয়াল্লীকে নিম্ন বর্ণিত কারণে অপসারণ করতে পারেন ঃ

(১) বিশ্বাস ভঙ্গ, অব্যবস্থা, ক্ষমতার অপব্যবহার বা আত্মসাৎ করলে, বা (২) মুতাওয়াল্লীর কোন কার্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতি বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বা রক্ষণাবেক্ষণ বাধার সৃষ্টি হলে; বা (৩) মুতাওয়াল্লী একাধিকবার তার করণীয় কার্য করতে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ হয়ে অর্ডিন্যান্সের ৬ ধারা মতে দন্ডিত হলে; বা (৪) বর্তমান মুতাওয়াল্লী অনুপযোগী, অযোগ্য, অবহেলাকারী বা অন্যথায় অবাঞ্ছিত হলে।

তবে শর্ত এই যে কোন মুতাওয়াল্লীকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া উক্ত অপসারণের আদেশ দেয়া যাবে না।

মুতাওয়াল্লী ১নং উপ-ধারার আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, আদেশ প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে, নুতন মুতাওয়াল্লীকে কার্যভার প্রদান করে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করতে পারবেন।

জেলা জজের যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের নব্বই দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিভিসন করা চলবে এবং উক্ত রিভিসনে প্রদত্ত হাইকোর্টের রায়ই চূড়ান্ত হবে।[২১]

<u>মুতাওয়াল্লীর দন্ড ঃ</u>

(১) যদি মুতাওয়াল্লী -

(ক) তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করতে; বা

(খ) স্পষ্ট ও নির্ভূল হিসাব রাখতে এবং এই অধ্যাদেশ বলে প্রয়োজনীয় বিবরণ বা হিসাবের বিবরণী বা রিটার্ন প্রদান করতে; অথবা

(গ) প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় তথ্য বা বিবরণ সরবরাহ করতে হয়; অথবা

(ঘ) প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি আদেশ করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হিসাব বা রেকর্ড অথবা তৎসংক্রান্ত দলিল ও দস্তাবেজ পরিদর্শনের অনুমতি দান করতে অথবা অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুষ্ঠানে সহায়তা করতে; অথবা

(ঙ) প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল অর্পণ করতে; অথবা

(চ) প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করতে; অথবা

(ছ) ৭১ ধারার অধীনে প্রদেয় চাঁদা প্রদান করতে; অথবা

(জ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্ত অনুসারে ওয়াক্‌ফে ওয়াকফ- ত্রর কোন স্বত্বভোগীর পাওনা পরিশোধ করতে,অথবা

Dhaka University Institutional Repository

(ঝ) স্বত্বভোগী বা ওয়াক্‌ফ দলিলের স্বত্ব অনুসারে ওয়াক্‌ফ-এ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হিসাব এবং ওয়াক্‌ফ-এর অবস্থা এবং বিষয়াবলী সম্পর্কে অন্যান্য পূর্ণ ও নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করতে; অথবা

(ঞ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্ত অনুসারে কোন মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয়, দাতব্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার তত্ত্বাবধান, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করতে; অথবা

(ট) কোন সরকারি পাওনা পরিশোধ করতে; অথবা

(ঠ) কমিটির সহিত সহযোগিতা করতে এবং তার দায়িত্ব পালনে উহার নির্দেশনাবলি পালন করতে; অথবা

(ড) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা করতে এবং তার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে; অথবা

(ঢ) এই অধ্যাদেশ বলে বা এর অধীন আইন সঙ্গতভাবে তার অন্য যে কাজ করতে হবে তা করতে ব্যর্থ হন এবং আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করতে না পারেন যে, তার ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্তমান ছিল, তবে তিনি দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানায় এবং তা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, মুতাওয়াল্লী যখন এই অধ্যাদেশের ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত হবেন, তখন জরিমানার পরিমাণ ঊর্ধ্বে দুই হাজার টাকার শর্ত সাপেক্ষে পাওনা ও অপরিশোধিত চাঁদার পরিমাণের দ্বিগুণের কম হবে না।[২২]

ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের বিবরণ ঃ

বর্তমানে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে ১৫,০০০টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভূক্ত আছে। তালিকাভূক্ত এস্টেটের মধ্যে ২০১টি দরগাহ/মাজার ওয়াক্‌ফ এস্টেট রয়েছে। তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মধ্যে ২৬৬১টি ওয়াক্‌ফ আল-আওলাদ এবং ১২৩৩৯টি ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ যার বিভাগীয় ও সাবেক জেলা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১

ঢাকা বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. ঢাকা জেলা (বৃহত্তর)	১৬১০	২১৯	৪৯
খ. ময়মনসিংহ জেলা (বৃহত্তর)	৭৩৬	১০১	০৭
গ. টাংগাইল জেলা (বৃহত্তর)	৩০৫	৩১	০৭
ঘ. ফরিদপুর জেলা (বৃহত্তর)	১৮৫	৫৮	০১
মোট	২৮০৬ +	৪০৯ = ৩২৪৫	৬৪ = ৬৪

চট্টগ্রাম বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. চট্টগ্রাম জেলা (বৃহত্তর)	১৯৬৬	২২২	৩৯
খ. নোয়াখালী জেলা (বৃহত্তর)	১০০২	২৯৬	০৮
গ. কুমিল্লা জেলা (বৃহত্তর)	১০০৯	৮১	১৮
ঘ. সিলেট জেলা (বৃহত্তর)	৪৪৮	১৪১	১৪
মোট	৪৭২৫ +	৭৪০=৫৪৬৫	৭৯ = ৭৯

রাজশাহী বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. রাজশাহী জেলা (বৃহত্তর)	৮৫৮	১৩২	২১
খ. রংপুর জেলা (বৃহত্তর)	৬৪৫	৬৫	১১
গ. দিনাজপুর জেলা (বৃহত্তর)	৭৫০	১৫৭	০৫
ঘ. বগুড়া জেলা (বৃহত্তর)	৭৮১	১৫৯	০৯
ঙ. পাবনা জেলা (বৃহত্তর)	১৩৬	৩৮	০২
মোট	৩১৭০ +	৫৫০=৩৭২০	৪৯ = ৪৯

খুলনা বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. খুলনা জেলা (বৃহত্তর)	১৬৫	৪১	০৪
খ. যশোর জেলা (বৃহত্তর)	৯২	১৯	০২
গ. কুষ্টিয়া জেলা (বৃহত্তর)	৯৮	৩৭	০১
ঘ. বরিশাল জেলা (বৃহত্তর)	৭০৫	৩৪৩	০১
ঙ. পটুয়াখালী জেলা (বৃহত্তর)	৫৪৮	৫২২	০১
মোট	১৬০৮ +	৯৬২=২৫৭০	০৯ = ০৯
সর্বমোট	১২,৩৩৯ +	২৬৬১ = ১৫০০০	২০১

Dhaka University Institutional Repository

জেলা ওয়ারী মোট ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সংখ্যা[২৪]

ক্রমিক নং	জেলার নাম	এস্টেটের সংখ্যা	লিল্লাহ্ এস্টেটের সংখ্যা	আওলাদ এস্টেটের সংখ্যা	দরগাহ্/মাজারের সংখ্যা
০১।	ঢাকা	৯৬১	৮১৭	১৪৪	৩৩
০২।	নারায়নগঞ্জ	২৯৪	২৮০	১৪	১০
০৩।	নরসিংদী	১২৯	১১৪	১৫	০২
০৪।	মানিকগঞ্জ	১১১	৯১	২০	০১
০৫।	গাজীপুর	১২৫	১০৭	১৮	০২
০৬।	মুন্সীগঞ্জ	২০৯	২০১	০৮	০১
০৭।	ময়মনসিংহ	২৯৪	২৬৬	২৮	০৬
০৮।	জামালপুর	৪১	২৮	১৩	০০
০৯।	নেত্রকোনা	৫১	৩৫	১৬	০০
১০।	কিশোরগঞ্জ	৩৮৪	৩৪২	৪২	০০
১১।	শেরপুর	৬৭	৬৫	০২	০১
১২।	টাঙ্গাইল	৩৩৬	৩০৫	৩১	০৭
১৩।	ফরিদপুর	৮৬	৬৩	২৩	০০
১৪।	মাদারীপুর	৬৪	৪৬	১৮	০০
১৫।	রাজবাড়ী	২৯	২০	০৯	০০
১৬।	শরিয়তপুর	৪০	৩৭	০৩	০১
১৭।	গোপালগঞ্জ	২৪	১৯	০৫	০০
১৮।	চট্টগ্রাম	২০০৩	১৭৮৬	২১৭	৩৯
১৯।	কক্সবাজার	১৮৫	১৮০	০৫	০০
২০।	রাঙ্গামাটি	০১	০১	০০	০০
২১।	নোয়াখালী	৬৬৯	৫৮২	৮৭	০৪
২২।	ফেনী	৩০৩	২৬০	৪৩	০৩
২৩।	লক্ষ্মীপুর	৬২৬	৪৬০	১৬৬	০১
২৪।	সিলেট	২২০	১৭১	৪৯	০৯
২৫।	সুনামগঞ্জ	৬২	৪৪	১৮	০২
২৬।	মৌলভীবাজার	১৮৭	১৪২	৪৫	০২
২৭।	হবিগঞ্জ	১২০	৯১	২৯	০১
২৮।	কুমিল্লা	৬৪৩	৬১৫	২৮	১১
২৯।	চাঁদপুর	২৮৪	২৪৯	৩৫	০৩
৩০।	বি. বাড়িয়া	১৬৩	১৪৫	১৮	০৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	জেলার নাম	এস্টেটের সংখ্যা	লিল্লাহ্ এস্টেটের সংখ্যা	আওলাদ এস্টেটের সংখ্যা	দরগাহ/মাজারের সংখ্যা
৩১।	রাজশাহী	২৫১	২১২	৩৯	১৪
৩২।	নাটোর	৪৭	২৮	১৯	০১
৩৩।	নবাবগঞ্জ	১৬৮	১৪৪	২৪	০১
৩৪।	নওগাঁ	৫২৪	৪৭৪	৫০	০৫
৩৫।	দিনাজপুর	৫০৪	৪৪৬	৫৮	০৬
৩৬।	ঠাকুরগাঁও	৩৪৭	২৬৪	৮৩	০০
৩৭।	পঞ্চগড়	৫৬	৪০	১৬	০০
৩৮।	বগুড়া	৭৯০	৬৫১	১৩৯	০৯
৩৯।	জয়পুরহাট	১৫০	১৩০	২০	০০
৪০।	পাবনা	৮৮	৬৪	২৪	০০
৪১।	সিরাজগঞ্জ	৮৫	৭২	১৩	০২
৪২।	রংপুর	৩২৭	৩০৬	২১	০৮
৪৩।	নীলফামারী	২৫৭	২৩৮	১৯	০০
৪৪।	গাইবান্ধা	৭৪	৫৭	১৭	০২
৪৫।	কুড়িগ্রাম	২৪	১৮	০৬	০০
৪৬।	লালমনিরহাট	২৮	২৬	০২	০১
৪৭।	খুলনা	৪৬	৪৩	০৩	০১
৪৮।	বাগেরহাট	১১১	৮২	২৯	০১
৪৯।	সাতক্ষীরা	৪৯	৪০	০৯	০২
৫০।	যশোহর	৫০	৪০	১০	০১
৫১।	নড়াইল	০৩	০৩	০০	০০
৫২।	মাগুড়া	১৮	১৫	০৩	০০
৫৩।	ঝিনাইদহ	৪০	৩৪	০৬	০১
৫৪।	কুষ্টিয়া	৭৯	৬১	১৮	০১
৫৫।	চুয়াডাঙ্গা	৪১	২৬	১৫	০০
৫৬।	মেহেরপুর	১৫	১১	০৪	০০
৫৭।	বরিশাল	৪৭০	২৫৪	২১৬	০১
৫৮।	ভোলা	৩১৫	২৬১	৫৪	০০
৫৯।	ঝালকাঠী	১১৫	৬৯	৪৬	০০
৬০।	পিরোজপুর	১৪৮	১২১	২৭	০০
৬১।	পটুয়াখালী	৫৭১	২৮২	২৮৯	০১
৬২।	বরগুনা	৪৯৯	২৬৬	২৩৩	০০
		১৫০০০	১২,৩৩৯	২৬৬১	২০১

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফের আর্থিক সংশ্লেষ ঃ

১৯৬২ সনের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৫২ ধারা মতে প্রত্যেক এস্টেটের মোতাওয়াল্লীকে সংশ্লিষ্ট এস্টেটের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের নিকট দাখিল করতে হবে।[২৫] উক্ত দাখিলী হিসাবের ভিত্তিতে নিরুপিত নেট আয়ের ৫% ভাগ হারে ওয়াক্‌ফ চাঁদা ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৭১ ধারা মতে ধার্য করা হয়।[২৬] এই ওয়াক্‌ফ চাঁদাই প্রশাসনের সমুদয় ব্যয় ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৭৪ ধারা মতে মিটানোর পর যদি অর্থ অবশিষ্ট থাকে তবে তহবিলের অনুরূপ অবশিষ্ট অর্থের যে কোন অংশ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য এবং ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জন্য পূর্ণ অন্যান্য ধর্মীয় ও দাতব্য কার্যে ব্যবহার করতে পারবেন। ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৮৫ ধারা মতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ কৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাপ্ত টাকা ওয়াক্‌ফ এর জন্য গৃহ, সম্পত্তি, ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক উহা বিনিয়োগ করতে পারেন।[২৭] এখানে উল্লেখ্য যে ওয়াক্‌ফ চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত আয় দ্বারা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সমূদয় ব্যয় সংকুলান হয় না বিধায় সরকার প্রতি বছর কিছু অনুদান দিয়া থাকেন।

বিগত ৭ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলঃ[২৮]

সারণী-২

সন	চাঁদা আদায়	অনুদান প্রাপ্তি	অন্যান্য প্রাপ্তি	মোট আয়	প্রশাসনিক ব্যয়
২০০০-২০০১	১,১২,৮৭,৯৯০/-	২২,৫০,০০০/-	৪,১৪,২৫৮/-	১,৩৯,৫২,২৪৯/-	৯০,০৪,৭৬২/-
১৯৯৯-২০০০	১,০০,৮২,৬২০/-	২২,০০,০০০/-	২,৪৪,২০৭/-	১,২৫,২৬,৮২৭/-	১,০১,৪৩,৭৫৬/-
১৯৯৮-১৯৯৯	৯৮,০৯,৬৭৪/-	২১,০০,০০০/-	১৩,২৫,৮৭০/-	১,২০,৪২,২৬১/-	৮৩,০৪,৭৪৩/-
১৯৯৭-১৯৯৮	৯৯,৩৯,৪৮০/-	২১,০০,০০০/-	৩,৬৭,৯০৫/-	১,২৪,০৭,৩৮৫/-	৮৯,৯০,০৪৬/-
১৯৯৬-১৯৯৭	৮৫,৮৭,০৭৬/-	২০,০০,০০০/-	৩,৫০,৭৮০/-	১,০৯,৩৭,৮৫৬/-	৮৭,০৯,৩২৫/-
১৯৯৫-১৯৯৬	৬৬,৩২,৪৯০/-	১৮,০০,০০০/-	৩,৭৩,০০৩/-	৮৮,০৫,৪৯৩/-	৮৬,২৯,৭৫৪/-
১৯৯৪-১৯৯৫	৮২,৭৭,৫৭৪/-	১৭,০০,০০০/-	১,২১,২৯৫/-	১,০১,৪৮,৮৬৯/-	৬৪,৬৩,৫৯১/-

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের বিগত ২৫ বৎসরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ[২৯]

আর্থিক বৎসর	ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের পরিমাণ	সরকারী অনুদান	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত
১৯৬৮-৬৯	১,৫৮,৮৭৯/-	২,৭৫,০০০/-	৪,৩৩,৮৭৯/-	২,৬৪,৫৭৪/-	১,৬৯,৩০৫/-
১৯৬৯-৭০	১,২৭,৯২৪/-	২,৭৫,০০০/-	৪,০২,৯২৪/-	৩,০৪,০৫৫/-	৯৮,৮৬৯/-
১৯৭০-৭১	৮৯,১৪৭/-	২,৭৫,০০০/-	৩,৬৪,১৪৭/-	২,৬৪,০৭৯/-	১,০০,০৬৮/-
১৯৭১-৭২	৫৫,১৭৮/-	২,৭৫,০০০/-	৩,৩০,১৭৮/-	২,৬৩,৩০২/-	৬৬,৮৭৬/-
১৯৭২-৭৩	১,৬১,১৮৩/-	২,৭৫,০০০/-	৪,৩৬,১৩৮/-	২,৭৩,০৩৪/-	১,৬৩,১৪৯/-
১৯৭৩-৭৪	১,৭১,৬৬৫/-	২,৫০,০০০/-	৪,২১,৬৬৫/-	২,৯২,৬৮৩/-	১,২৮,৯৮২/-
১৯৭৪-৭৫	২,০৫,৭৯১/-	২,৫০,০০০/-	৪,৫৫,৭৫১/-	৪,৩৬,৩৭৯/-	১৯,৪১২/-
১৯৭৫-৭৬	৪,৬৫,২৩৩/-	২,৫০,০০০/-	৭,১৫,২৩৩/-	৪,৩৪,৬২০/-	২,৮০,৬১৩/-
১৯৭৬-৭৭	৩,০৮,৩০৪/-	২,৫০,০০০/-	৫,৫৮,২০৪/-	৫,৬৮,০৬৫/-	২০,১৩৯/-
১৯৭৭-৭৮	৩,১২,৪৩৪/-	২,৫০,০০০/-	৫,৬২,৪৩৪/-	৫,৭৪,৩৪০/-	--
১৯৭৮-৭৯	৫,২০,৯৯৩/-	২,৫০,০০০/-	৭,৭০,৯৯৩/-	৭,৪২,৭৬৫/-	২৮,২২৮/-
১৯৭৯-৮০	৫,২৫,০৫৫/-	২,৫০,০০০/-	৭,৭৫,০৫৫/-	৮,৬০,৬৬৪/-	--
১৯৮০-৮১	৬,৮৭,৩৪৮/-	৪,০০,০০০/-	১০,৮৭,৩৪৮/-	৯,৩১,৩৫৪/-	১,৫৫,৯৯৪/-
১৯৮১-৮২	৬,৬৩,৩৭০/-	৬,০০,০০০/-	১২,৬৩,৩৭০/-	৯,৮১,০৯৮/-	২,৮২,২৭২/-
১৯৮২-৮৩	৫,৬৪,০৮০/-	৭,০০,০০০/-	১২,৬৪,০৮০/-	১১,৫৩,৭৪৭/-	১,১০,৩৩৩/-
১৯৮৩-৮৪	১০,০১,৩৫৭/-	৮,০০,০০০/-	১৮,০১,৩৫৭/-	১৩,৩৮,০৩০/-	৪,৬৩,৩২৭/-
১৯৮৪-৮৫	১১,০৪,৪০০/-	৮,০০,০০০/-	১৯,০৪,৪০০/-	১৪,৮৬,৩৮৪/-	৪,১৮,০৩৬/-
১৯৮৫-৮৬	২১,৬০,২৮৫/-	৮,০০,০০০/-	২৯,৬০,২৮৫/-	২১,১৩,৯৩৬/-	৮,৪৬,৩৪৯/-
১৯৮৬-৮৭	৩২,৫৪,৯৩৫/-	৮,০০,০০০/-	৪০,৫৪,৯৩৫/-	২৭,০৭,৫৩৬/-	১৩,৪৭,৩৯৯/-
১৯৮৭-৮৮	১৯,০৬,৮৮৪/-	৮,০০,০০০/-	২৭,০৬,৮৮৪/-	২৯,১৮,০৭৫/-	--
১৯৮৮-৮৯	১৯,০১,১৭৫/-	৮,৫০,০০০/-	২৭,৫১,১৭৫/-	৩০,৮৭,৫১৩/-	--
১৯৮৯-৯০	২৭,৬৪,৬২০/-	৮,০০,০০০/-	৩৫,৬৪,৬২০/-	৩৫,১৫,৪১৬/-	৪৯,২০৪/-
১৯৯০-৯১	৪৪,২৮,২৫৩/-	১০,০০,০০০/-	৫৪,২৮,২৩৫/-	৩৮,৮০,৭২৫/-	১৫,০৫,০০০/-
১৯৯১-৯২	৬১,৩২,৪৬৬/-	১০,০০,০০০/-	৭১,৩২,৪৬৬/-	৪৮,৩৪,৭১০/-	২২,৯৭,৭৫৬/-
১৯৯২-৯৩	৭০,৮৫,১৩৫/-	১২,০০,০০০/-	৮২,৮৫,১৩৫/-	৫৮,৩৯,৩৪২/-	২৪,৪৫,৭৯৩/-

Dhaka University Institutional Repository

তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহে লিল্লাহ্‌ খাতে ব্যয়ের বিবরণঃ [৩০]

সন	বার্ষিক মোট আয়	বার্ষিক নিট আয়	লিল্লাহ্‌ খাতে ব্যয়	লিল্লাহ্‌ খাতে ব্যয়ের হার
১৯৮০-৮১	১,৬৪,৯৬,৩৫২/-	১,৩৭,৪৬,৯৬০/-	১৬,৪৯,৬৩৫/-	১০%
১৯৮১-৮২	১,৫৯,২০,৮৮০/-	১,৩২,৬৭,৪০০/-	১৯,২০,৫০৫/-	১২%
১৯৮২-৮৩	১,৩৫,৩৭,৯২০/-	১,১২,৮১,৬০০/-	২০,৩০,৬৮৮/-	১৫%
১৯৮৩-৮৪	২,৪০,৩২,৫৮৮/-	২,০০,২৭,১৬০/-	৩৮,৪৫,২১৪/-	১৬%
১৯৮৪-৮৫	২,৬৫,০৫,৬০০/-	২,২০,৮৮,০০০/-	৪৭,৭১,০০৮/-	১৮%
১৯৮৫-৮৬	৫,১৮,৪৬,৮৪০/-	৪,৩২,০৫,৭০০/-	৮৮,১৩,৯৬২/-	১৭%
১৯৮৬-৮৭	৭,৮১,১৮,৪৪০/-	৬,৫০,৯৮,৭০০/-	১,৫৬,২৩,৬৮৮/-	২০%
১৯৮৭-৮৮	৪,৫৭,৬৫,২১৬/-	৩,৮১,৩৭,৬৮০/-	৯৬,১০,৬৯৫/-	২১%
১৯৮৮-৮৯	৪,৫৬,২৮,২০০/-	৩,৮০,২৩,৫০০/-	১,০৯,৫০,৭৬৮/-	২৪%
১৯৮৯-৯০	৬,৬৩,৫০,৮৮০/-	৫,৫২,৯২,৪০০/-	১,৫২,৬০,৭০২/-	২৩%
১৯৯০-৯১	১০,৬২,৭৮,০৭২/-	২,৯৭,৫৭,৮৬০/-	২,৯৭,৫৯,৮৬০/-	২৮%
১৯৯১-৯২	১৪,৭১,৭৯,১৮৪/-	১২,২৬,৪৯,৩২০/-	৪,৫৬,২৫,৫৪৭/-	৩১%
১৯৯২-৯৩	১৭,০০,৪৩,২৬৪/-	১৪,১৭,০২,৭২০/-	৫,৯৫,১৫,১৪২/-	৩৫%

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৃত্তিভোগী, জবর দখলকারী ও অন্যান্যদের নামে বিভিন্ন আদালতে বহুসংখ্যক মামলা বিচারাধীন আছে। ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করে মুতাওয়াল্লী কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ, বৃত্তিভোগীদের ভাতা প্রদান না করা, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি, বেনামী হস্তান্তর, জবর দখল, ব্যক্তি নামে রেকর্ড, এস্টেটের হিসাব, জমির খাজনা, ওয়াক্‌ফের চাঁদা প্রদান না করার কারণে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় যার জন্য মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসককে ১৯৬২ সনের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের আলোকে বহু সংখ্যক মোকাদ্দমা দেওয়ানী আইনের বিধান (সিভিল প্রশিডিউর) মতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবনান্তে নথিপত্র পরীক্ষা করে রায় প্রদান করতে হয়। এই সমস্ত মোকাদ্দমাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির জন্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩১ ধারা মতে উপ-ওয়াক্‌ফ প্রশাসকদ্বয়কে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ত্রছাড়া ওয়াক্‌ফের স্বার্থে মোকাদ্দমার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পে ওয়াক্‌ফের প্রধান কার্যালয়ে একটি আইন শাখা চালু করা হয়েছে।

ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কোন আদেশের ফলে কোন মুতাওয়াল্লী/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষুন্ন হলে তিনি বিধি মোতাবেক জেলা জজের নিকট আপিল করতে পারেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে জেলা জজ প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাই কোর্টে পুনর্বিবেচনার প্রার্থনা করতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে হাই কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. Muhammad Azharul Islam, Awqaf Experience of Bangladesh in South Asia (Country Paper), New Delhi, 1999, P. 3

২. Ibid, P. 4.

৩. Bangladesh Bureau of Statistics, Report on the Census of Waqf Estates, 1986, Govt. Press, 1987, P. 3.

৪. Ibid, P. 4.

৫. Muhammad Azharul Islam, op.cit. P. 2.

৬. Ibid, P. 5.

৭. Ibid, P. 4.

৮. মোঃ নিজাম উদ্দিন, বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা-১৯৯৫, পরিশিষ্ট-ক.

৯. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন, অবণী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ২৮৫.

১০. এস. এ. হাসান, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৯, ধারা-৩২.

১১. এস. এ. হাসান, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৯, ধারা-৩৩.

১২. এস. এ. হাসান, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৯, ধারা-৩৪

১৩. এস. এ. হাসান, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৯, ধারা-৫০.

১৪. এস. এ. হাসান, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৯, ধারা-৩০.

১৫. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-২৮.

১৬. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৩৪.

১৭. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৪২.

১৮. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৫৯.

Dhaka University Institutional Repository

১৯. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৫০.

২০. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৬১.

২১. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৩২.

২২. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৬১.

২৩. Report on the Census of Waqf Estates- 1986, P. 10-2.

২৪. Ibid. P. 13-16.

২৫. দ্রষ্টব্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, ধারা-৫২.

২৬. দ্রষ্টব্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, ধারা-৭১.

২৭. দ্রষ্টব্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, ধারা-৭৪ ও ৮৫.

২৮. এক নজরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

২৯. এক নজরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

৩০. Report on the Census of Waqf Estates- 1986.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন-সমস্যা ও সমাধান

সমস্যাবলীঃ

(ক) প্রশাসনিক সমস্যা;
(খ) আইনগত সমস্যা;
(গ) আর্থিক সমস্যা।

সমস্যার সমাধান ও সুপারিশমালা ঃ

(ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম;
(খ) আইনগত কার্যক্রম;
(গ) আর্থিক কার্যক্রম;
(ঘ) সুপারিশ মালা সরকারের নিকট উপস্থাপন
(ঙ) ওয়াকফের নূতন ব্যবহার বিধি

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফের সমস্যাবলী

প্রশাসনিক সমস্যা ঃ

ক. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে লোকবলের স্বল্পতা হেতু এখন পর্যন্ত নতুন জেলায় ওয়াক্‌ফ অফিস চালু করা সম্ভব হয়নি। ৪টি বিভাগীয় ও ২৪টি জেলায় নামমাত্র অফিস চালু আছে। যার ফলে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ সঠিকভাবে তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছেনা। বলা হয়েছে- One of the formidable problems that stand in the way of smooth functioning of Bangladesh Waqf is shortage of manpower. It is being increasingly difficult for the Waqf Administration to manage eighteen thousand Waqf estates already enrolled with the present numerical strength of officers and employes of varying categories.[১]

খ. জেলা অফিসে বর্তমানে একজন মাত্র পরিদর্শক/অডিটর দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। তিনি কোন এস্টেট তদন্ত, অডিট, পরিদর্শন অথবা মামলা চালনার জন্য আদালতে গমন করলে উক্ত অফিস মোটামুটি বন্ধ থাকে এবং ঐ সময়ে কোন মুতাওয়াল্লী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ অফিসে কার্যোপলক্ষে আসলে অফিসে তালাবদ্ধ দেখে চলে যান। ফলে লোকজনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যার দরুন একদিকে ওয়াক্‌ফের সুনাম ও স্বার্থ দারুনভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং অন্যদিকে ওয়াক্‌ফের চাঁদা ও হিসাব সময়মত আদায় সম্ভব হচ্ছে না।

গ. প্রতিটি সাবেক জেলায় গড়ে ৮০০টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট বিদ্যমান[২] কিন্তু তথায় কেবলমাত্র একজন পরিদর্শক/অডিটরের পক্ষে অধিকাংশ এস্টেটে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ, হিসাব ও চাঁদা আদায়, তদন্ত, তদারকি, পরিদর্শন ও অডিট নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে না হওয়ার দরুন এস্টেটে নানা বিশৃংখলা, অনিয়ম ও দূর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ঘ. সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা বার্ষিক ভাতা ধার্য না করার দরুন এবং জেলা প্রশাসক

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক ক্ষতিপূরণের টাকা ও বার্ষিক ভাতা (এ্যানুইটির টাকা) ওয়াক্‌ফ অফিসে প্রেরণ না করার কারণে ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও এস্টেটের কার্যক্রম দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঙ. বহু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পতিত ও অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় আশানুরূপ হয় না, যার ফলে এস্টেটের অধীন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

চ. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের বৃত্তি ভোগী বা অন্য লোক কর্তৃক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি জবর দখল, বেহাত, ব্যক্তি নামে রেকর্ড ও বেআইনীভাবে হস্তান্তরের কারণে এস্টেটের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং সুষ্ঠু পরিচালনা দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ছ. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও যানবাহনের অভাবহেতু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মতৎপরতা ব্যহত হওয়ার ফলে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন, তদন্ত, তদারকি ও অডিট করা সম্ভব হচ্ছে না।

জ. দায়িত্বের পরিধির তুলনায় লোকবলের অভাবে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অডিট, তদন্ত, তদারকি না হওয়ার ফলে এবং কাঙ্খিত প্রতিবেদন সময় মত দাখিল না করার কারণে সুষ্ঠু প্রশাসনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যার দরুন ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে।

ঝ. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে লোক বলের অভাবে ওয়াক্‌ফ এস্টেট নিয়মিত অডিট করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান সত্ত্বেও অধিকাংশ মুতাওয়াল্লী সঠিক হিসাব নিয়মিত দাখিল করেন না। ফলে প্রকৃত দাবী নির্ধারণ করা যায় না।[৩]

ঞ. লোক বলের অভাবে এবং এস্টেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তালিকাভূক্তির জন্য উৎসাহিত না হওয়ায় এখনো বিপুল সংখ্যক এস্টেট অ-তালিকাভূক্ত অবস্থায় আছে। ফলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিপুল পরিমান চাঁদা আদায় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া মুতাওয়াল্লীগণ বর্ধিত আয়ের সঠিক হিসাব প্রদান না করার জন্য ওয়াক্‌ফের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

ট. হিসাব পরীক্ষা ও তদন্তকালীন সময়ে অনেক ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তথা ওয়াক্‌ফ দলিল, হাল ও সাবেক পর্চা, মোকদ্দমা সম্পর্কিত তথ্যাদি সরকারী দায়সমূহের সঠিক পরিমান ও খরচের যথাযথ ভাউচার প্রদর্শন করেন না। ফলে যথাযথ অডিট ও সঠিক তথ্যপূর্ণ হিসাব ও তদন্ত বিবরণী দাখিল করা সম্ভব হয় না।

ঠ. অনেক মুতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ চাঁদা প্রদান ও হিসাব দাখিলের ব্যাপারে প্রায়ই অনিহা প্রকাশ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে ফৌজদারী মামলা রুজু করতে হয়। এতে মুতাওয়াল্লীগণের সার্বিকভাবে ভাবমুর্তি নষ্ট হয় এবং অন্যদিকে ওয়াক্‌ফ চাঁদা অনাদায়ী থেকে যায়।

ড. মুতাওয়াল্লী যথাসময়ে হিসাব দাখিল না করার কারণে বহু ওয়াক্‌ফ এস্টেটের চাঁদা হাল নাগাদ করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা বছরের পর বছর কোন হিসাব দাখিল করেন না। পরিদর্শক/অডিটর এর মতামত বা বিবরণীর ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফ চাঁদা ধার্য্য করা হলে মুতাওয়াল্লী উক্ত ধার্য্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করেন, যা স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না।

ঢ. যে সমস্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বা জমিদারী স্বত্ব বিলোপ আইনের কারণে জলমহল ও হাট-বাজার সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের কারণে সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেছে সেই সম্পর্কে সঠিক বিবরণী বা তথ্যাদি মুতাওয়াল্লী কর্তৃক দাখিল না করার দরুন উক্ত এস্টেটের প্রকৃত অবস্থা নিরুপণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা বার্ষিক ভাতা ধার্য্য না হওয়ায় ওয়াক্‌ফ চাঁদা কমানো সম্ভব হয় না। ফলে সঠিক চাঁদা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

ণ. এস্টেটের মুতাওয়াল্লীর মৃত্যুর পর বিষয়টি ওয়াক্‌ফ অফিসে না জানানোর ফলে অথবা একাধিক দাবীদারের মধ্যে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন আদালতে মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকায় ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

ত. বর্তমানে কিছু সংখ্যক নতুন জেলাসহ সাবেক জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিদর্শক/অডিটর (তৃতীয় শ্রেণী)-এর পক্ষে জেলা প্রশাসনের কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। ফলে বে-আইনী দখলদারের উচ্ছেদ এবং এস্টেটের সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় নেয়ার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। যার ফলে অনেকেই তার সুযোগ গ্রহণ করে এস্টেটেরসমূহ ক্ষতি সাধন করছেন।

থ. অধিকাংশ ওয়াক্ফ এস্টেট ক্ষুদ্রাকার এবং মুতাওয়াল্লীগণ অনেকেই অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর। ফলে তারা ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন না বা তাদের পক্ষে কোন সঠিক হিসাব প্রণয়ন বা সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের যথাযথ হিসাব পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

দ. ওয়াক্ফ পরিদর্শক/অডিটর এর একার পক্ষে লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক খাতে সঠিক ব্যয় তদারকি করা সম্ভব হয় না। যার ফলে আয়-ব্যয়ের সঠিক তথ্য গোপন করে অনেক মুতাওয়াল্লীগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী আয় দেখান ও ব্যয় করে থাকেন যার দরুন ওয়াকিফ যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সৃজন করেছেন, সেই ধর্মীয় ও দুঃস্থ মানবতার সেবার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।[৪]

ধ. ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফ হিসাবে সেটেলমেন্ট জরিপের খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় এবং প্রণীত নকসায় আলাদা চিহ্নে সনাক্ত না থাকায় বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি অন্যান্য ব্যক্তি নামে রেকর্ড, বিক্রি ও বেহাত হওয়ার ফলে এস্টেটের অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

ন. ওয়াক্ফ প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেটস্থিত বহু পুরাতন মসজিদ/মাজার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক তার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় দ্বৈত শাসনের উদ্ভব হচ্ছে অর্থাৎ ওয়াক্ফ প্রশাসনে ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ প্রশাসনের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ এস্টেটের হিসাব ও ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

প. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের বাজেটে সরকারী অনুদান অত্যন্ত সীমিত[৫] অর্থাৎ-

১৯৮৯-৯০	-	৮,০০,০০০/-
১৯৯০-৯১	-	১০,০০,০০০/-
১৯৯১-৯২	-	১০,০০,০০০/-
১৯৯২-৯৩	-	১২,০০,০০০/-
১৯৯৩-৯৪	-	১৪,৫০,০০০/-
১৯৯৪-৯৫	-	১৬,০০,০০০/-
১৯৯৫-৯৬	-	১৮০০,০০০/-
১৯৯৬-৯৭	-	২০,০০,০০০/-
১৯৯৭-৯৮	-	২১,০০,০০০/-
১৯৯৮-৯৯	-	২১,০০,০০০/-
১৯৯৯-২০০০	-	২২,০০,০০০/-
২০০০-২০০১	-	২২,৫০,০০০/-

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয় সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক সংস্থা বিধায় জনহিতকর কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা দরকার। সরকারী অনুদান বৃদ্ধি পেলে ওয়াক্‌ফ তহবিল হতে উল্লেখযোগ অনুদান দুঃস্থ মানবতার সেবায়, এতিমদের প্রতিপালনে ও জনসেবামূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

<u>আইনগত সমস্যা ঃ</u>

ক. ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসককে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা দ্বারা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে একটি সুষ্ঠু কার্যক্রম ও উন্নয়নমুখী ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কোন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী এস্টেটের আয় আত্মসাৎ, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি/হস্তান্তর অথবা অন্য কোন ক্ষতিজনক কাজ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক কর্তৃক এস্টেটের স্বার্থে ঐ মুতাওয়াল্লীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে অন্য কোন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ বা তাকে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখা বা অর্ডার অব ইনজেংশন দেওয়ার ক্ষমতা ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে নাই। ফলতঃ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিজনক কাজ কর্ম তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ করার বা রোধ করা চেষ্টা করার কোন উপায় বা ক্ষমতা না থাকার কারণে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না যার জন্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে।

খ. বিভিন্ন কোর্টে ওয়াক্‌ফ বিষয়ক বহু মোকদ্দমা অনেকদিন যাবৎ বিচারাধীন আছে। ফলে মুতাওয়াল্লী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিদারুন দূর্ভোগের সম্মুখীন।

গ. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আইনগত প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব হেতু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে জবর দখলকারীগণকে উচ্ছেদ, বেআইনীভাবে সম্পত্তি বিক্রি ও হস্তান্তর রোধ, এস্টেটের অর্থ আত্মসাৎ, অপসারিত মুতাওয়াল্লীর নিকট থেকে এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ, এস্টেটের হিসাব ও চাঁদা আদায় এবং অবৈধ বিক্রয়কৃত সম্পত্তির টাকা উদ্ধার অথবা বেআইনী কার্যক্রমের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।[৬]

ঘ. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের পক্ষে জেলা আদালতে কোন আইনজীবী নিয়োগ না করার কারণে তথায় বিচারাধীন ওয়াক্‌ফ সম্পর্কীয় মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদবিরের অভাবে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঙ. বর্তমানে প্রচলিত ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩২, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৬১, ৬৪ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের জটিলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যার ফলে সুষ্ঠু প্রশাসন তথা ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।[৭]

<u>আর্থিক সমস্যা ঃ</u>

১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৭১ ধারামতে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের নিট আয়ের ৫% ভাগ ধার্যকৃত ওয়াক্‌ফ চাঁদাই ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয়ের একমাত্র উৎস। বিগত ৩১ বৎসর যাবৎ একই হার বিদ্যমান থাকায় বার্ষিক ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় তেমন বৃদ্ধি পায় নি। ফলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন এখন পর্যন্ত ৪২টি জেলায় চালু করা সম্ভব হয় নাই এবং ৪টি বিভাগীয় ও ৩৩টি জেলায় নামমাত্র অফিস চালু আছে। লোক বলের অভাবে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের তালিকাভূক্তি ব্যাহত হচ্ছে এবং নিয়মিত তদারকি ও অডিট করা সম্ভব হচ্ছে না। যার দরুন মুতাওয়াল্লীগণ সঠিক হিসাব ও ওয়াক্‌ফ চাঁদা প্রদান করছেন না। এছাড়া মুতাওয়াল্লী কর্তৃক হিসাব দাখিল না করা, এস্টেটের সম্পত্তি পতিত থাকা, জবর দখল, দোকান ভাড়া বৃদ্ধি না করা বা ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভাড়া প্রদান না করার কারণে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ/বার্ষিক ভাতা ধার্য্য না করার দরুন এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণের টাকা ও বার্ষিক ভাতা ওয়াক্‌ফ অফিসে প্রেরণ না করার কারণে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয়-ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। যার ফলে ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও এস্টেটের কার্যক্রম দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সমস্যার সমাধানকল্পে প্রস্তাবসমূহ ঃ

উল্লেখিত সমস্যাদির আশু সমাধানকল্পে তথা ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে লিল্লাহ ও আওলাদ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় বৃদ্ধিসহ অধিকহারে লিল্লাহ্‌ খাতে ব্যয়ের নিশ্চয়তা বিধান এবং ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত ও গণমুখী করে গড়ে তোলার জন্য আরো গতিশীল ও কর্মতৎপর করার নিমিত্তে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা –

লোকবল বৃদ্ধি বা প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ

* ওয়াক্‌ফ প্রশাসন ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের একমাত্র সংস্থা যার অধিক্ষেত্র সারা বাংলাদেশ। দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে দেড় লক্ষাধিক ওয়াক্‌ফ এস্টেট। এর মধ্যে মাত্র ১৭,৯০১টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভূক্ত আছে। বিপুল সংখ্যক অ-তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভূক্ত করণ, ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, হিসাব রক্ষণ, আয়-ব্যয় নিরীক্ষণ, চাঁদা আদায়, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও এর সঠিক বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য বর্তমানে যে ৯৮ জন লোক বল আছে তা প্রয়োজনের

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল বিধায় বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করা অতীব জরুরী। ওয়াক্‌ফের সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রশাসনের স্বার্থে ৪৫০ জন জনবল বিশিষ্ট প্রশাসনিক নুতন সাংগঠনিক কাঠামো অতি সত্বর সরকারের অনুমোদনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য।

* জেলা/থানা প্রশাসনের সক্রিয় সহায়তায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে অ-তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। উল্লেখ্য যে, তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৪৭(৫) ধারা মতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অফিস হতে তালিকাভূক্তি প্রসঙ্গীয় সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি কিনা তৎবিষয়ে একটি বিবরণী সংগ্রহ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসন হতে এ সমস্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য অনেক সময় ক্ষেপন করতে হয়। ফলতঃ তালিকাভূক্তির বিষয়টি বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়। তাই তালিকাভূক্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট বিবরণী চাওয়ার এক মাসের মধ্যে বিবরণী না পাওয়া গেলে বিবরণী পাওয়া সাপেক্ষে উক্ত এস্টেট সাময়িকভাবে তালিকাভূক্ত করা হচ্ছে।[৮]

* লিল্লাহ্ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের লিল্লাহ্ খাতে অর্থাৎ মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মক্তব, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে ও ধর্মীয় কাজে সঠিক পরিমাণ ব্যয় করার নিশ্চয়তা বিধান।

* জেলা প্রশাসকের সাহায্যে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ এস্টেট সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকির নিশ্চয়তা বিধান।

* জবরদখলকৃত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহের জেলা ভিত্তিক তালিকা সংগ্রহ পূর্বক জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জবর দখলকারীদেরকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ।

* বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত সম্পত্তির তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক তা উদ্ধারের ব্যবস্থাকরণ।

* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন করণ।

Dhaka University Institutional Repository

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তি বেহাত করার প্রবণতা বন্ধ করণের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

* ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে বিচারাধীন মোকদ্দমা নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করণ।

* মুতাওয়াল্লীবিহীন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের দলিল মোতাবেক মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ত্বরান্বিত করণ।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ তদন্ত পূর্বক এস্টেটের সম্পত্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি নিরুপণ।

* থানা ও জেলা দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদবিরের জন্য আইনজীবি নিয়োগ।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হিসাব ও ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের জন্য থানা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দায়েরকৃত ফৌজদারী মোকদ্দমাসমূহ নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে থানা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকগণকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ।[৯]

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তি বে-আইনীভাবে দখল ও হস্তান্তর না করার জন্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক পত্রিকার মাধ্যমে সতর্কী করণ।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ হিসাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে মুতাওয়াল্লী/কমিটির সেক্রেটারীগণকে নির্দেশ প্রদান।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের বার্ষিক ভাতা জেলা প্রশাসকের অফিস হতে আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুতাওয়াল্লী ও ওয়াক্‌ফ পরিদর্শক/হিসাব পরীক্ষকগণকে নির্দেশ প্রদান এবং জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন।

* ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের বাৎসরিক উদ্ধৃত্ত আয় হতে উল্লেখযোগ্য অংকের টাকা লিল্লাহ খাতে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের পুরাতন ঐতিহাসিক মসজিদ, মাদ্রাসার সংস্কার, আর্ত মানবতার সেবা, এতিমখানা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় বর্ধক প্রকল্পে অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহন।

* শুদ্ধভাবে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ, কলেমা ও নামাজ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

* প্রত্যেক এস্টেটের মুতাওয়াল্লীগণ কর্তৃক আয় ব্যয়ের হিসাবসহ প্রত্যেক বৎসরের বাজেট এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অনুমোদনের জন্য তার অফিসে দাখিল করতে হবে। উক্ত বাজেটে মোট আয়, প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়, উন্নয়ন ও লিল্লাহ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে।

* বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে কেবলমাত্র সাবেক জেলাসহ ২৩টি জেলায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অফিস বিদ্যমান।[১০] সুষ্ঠু প্রশাসক তথা ওয়াক্‌ফের আয় বৃদ্ধি ও লিল্লাহ খাতে আয়-ব্যয় নিশ্চয়তার স্বার্থে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব জেলায় ১০০ টির উর্ধ্বে তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট আছে সেই সমস্ত জেলায় অনতিবিলম্বে ওয়াক্‌ফ এর অফিস স্থাপন করা অপরিহার্য।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় বৃদ্ধি, স্বার্থ সংরক্ষণ, লিল্লাহ খাতে সঠিক ব্যয় নিশ্চিত করণ এবং দুর্নীতি দমন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং জেলা/থানা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে ওয়াক্‌ফ এস্টেটগুলি ঝটিকা পরিদর্শন পূর্বক দায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

* ওয়াক্‌ফ দলিল মোতাবেক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় সঠিকভাবে ব্যয় করার বিষয়ে মুতাওয়াল্লী/বৃত্তিভোগীদের উদ্বুদ্ধ করণ।

* ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ দলিল শর্তাদি পালনের নিশ্চয়তা বিধান।

* মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের স্ব-স্ব জেলাধীন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন, লিল্লাহ খাতে ব্যয় এবং ধর্মীয়, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিবরণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করণ।

Dhaka University Institutional Repository

* বিভাগীয় ও জেলা সদরে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের জমিতে পর্যায়ক্রমে ওয়াক্‌ফের নিজস্ব অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

* ওয়াক্‌ফের প্রধান কার্যালয়ে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের দলিল ও অন্যান্য নথিপত্র রেকর্ডরুমে সঠিকভাবে হেফাজতের নিশ্চয়তা বিধান।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তির বিবরণ, মালিকানা বিষয়ক তথ্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব, চাঁদা ধার্য ও অন্যান্য বিবরণ, ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিবরণসহ অন্যান্য তথ্য সম্বলিত স্থায়ী রেজিষ্ট্রার তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

* ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আরো আগ্রহী ও উৎসাহিত করার জন্য যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ।

* ওয়াক্‌ফের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য পেনশন, বাসস্থান, যাতায়াত ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

* ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ডভূক্তসহ আলাদা খতিয়ান খোলার নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

* প্রত্যেক এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যায়ক্রমে অডিট করে সঠিক দাবী নিরূপণের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ চাঁদা পুনঃ নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

* ওয়াক্‌ফ এস্টেটের জমিতে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান।

* সারাদেশে দেড় লক্ষাধিক এস্টেটের মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভূক্ত আছে।[১১] জেলা ও থানা প্রশাসনের সক্রিয় সহায়তায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে এই বিপুল সংখ্যক অতালিকাভূক্ত এস্টেটসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকাভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

* মুতাওয়াল্লী ও বৃত্তিভোগীগণ অনেকে ইতিমধ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যক্তি নামে রেকর্ড করেছেন যার রেকর্ড সংশোধন একান্ত অপরিহার্য। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ হিসাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথার্থ নির্দেশ প্রদান।

* মুতাওয়াল্লী বিহীন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের দলিল মোতাবেক মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ত্বরান্বিত করণ, সম্পত্তির পরিমান ও প্রকৃতি নিরুপণ, এস্টেটের আয় সঠিকভাবে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদানসহ ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাদি পালনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।[১২]

* ওয়াক্‌ফের সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, যানবাহনের ব্যবস্থা, পদোন্নতি ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার।

* ওয়াক্‌ফের স্বার্থে এস্টেটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, তদন্ত, তদারকি, অডিট করা, হিসাব গ্রহণ ও চাঁদা আদায়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

* ওয়াক্‌ফের লোক বলের অভাব হেতু ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় বৃদ্ধি, স্বার্থ সংরক্ষণ, লিল্লাহ্ খাতে সঠিক ব্যয় নিশ্চিত করন, দূর্নীতি দমন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জেলা ও থানা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনবোধে দায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন।

* মুতাওয়াল্লী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বেআইনীভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যক্তি নামে রেকর্ড, জবর দখল, বেনামী হস্তান্তর ও বিক্রি করার ফলে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ ও অস্তিত্ব দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই ওয়াকিফের মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে সরকারের প্রতিনিধি কালেক্টর এর ১নং খাস প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।[১৩]

* আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের মাঝে ওয়াক্‌ফের মূল তত্ত্ব জ্ঞাতকরণসহ সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টির স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে ওয়াক্‌ফের বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

আইনগত কার্যক্রম ঃ

ক. বর্তমানে প্রচলিত ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩২, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৬১ ও ৬৪ ধারাসমূহের কার্যক্রম গ্রহণকালীন অবস্থায় নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যার সংশোধনী অপরিহার্য। এছাড়া উক্ত অধ্যাদেশের অন্যান্য ধারাসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সার্থে একান্ত প্রয়োজন। কেননা ধারাগুলোতে যা রয়েছে তা হল-

ধারা-৩২

কতিপয় ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লীর অপসারণ এবং বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য তাহার দায়-দায়িত্ব ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের যে কোন স্থানে অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই বলিতে থাকুক না কেন, প্রশাসক স্বেচ্ছায় অথবা অন্য কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোতাওয়াল্লীকে অপসারণ করিতে পারেন।

ক. বিশ্বাস ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা, অবৈধ কার্যকলাপ অথবা অবৈধ আত্মসাতের জন্য;

খ. মোতাওয়াল্লীর কোন কাজের দরুন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতি হইলে অথবা যথাযথ প্রশাসনে, ওয়াক্‌ফ নিয়ন্ত্রণে বা সংরক্ষণে প্রভাব পড়িলে;

গ. অধ্যাদেশের ৬১ ধারার অধীন মোতাওয়াল্লী একাধিকবার দন্ডিত হইলে; অথবা

ঘ. যদি বর্তমানের মোতাওয়াল্লী অনুপযুক্ত, অযোগ্য, অমনোযোগী অথবা অন্য কোনভাবে অবাঞ্চিত দৃষ্ট হয়।

তবে শর্ত এই যে, তাহাকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া কোন মোতাওয়াল্লীকে অপসারণের এইরূপ আদেশ দেওয়া যাইবে না।

(২) উপধারার (১) এর অধীন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ মোতাওয়াল্লী এইরূপ আদেশ জানিবার তিন মাসের মধ্যে এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত এই যে, (৪) উপধারার অধীন নিযুক্ত নুতন মোতাওয়াল্লীর নিকট ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব বুঝাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত (১) উপধারার প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

(৩) এইরূপ আদেশের নব্বই দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা হইলে (২) উপধারার অধীন জেলা জজ প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে ডিভিসন চলিবে এবং ইহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) যখন কোন মোতাওয়াল্লী অপসারিত হন অথবা যখন কোন মোতাওয়াল্লী পদত্যাগ করেন, তখন প্রশাসক একজন নুতন মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করিবেন যাহার নিকট বিদায়ী মোতাওয়াল্লী প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নগদ অর্থ তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্রসহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল হস্তান্তর করিবেন।

(৫) যদি বিদায়ী মোতাওয়াল্লী (৪) উপধারার অধীন নগদ অর্থ ও তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্রসহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লীর নিকট হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লী অথবা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারেন, যিনি বিদায়ী মোতাওয়াল্লীকে উচ্ছেদ করিবেন এবং নগদ অর্থ ও তদসম্পর্কিত কাগজসহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লী অথবা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৬) যখন কোন মোতাওয়াল্লী বিশ্বাস ভঙ্গ করেন অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া কোন কাজ করেন, তখন তাহাকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অথবা উহার স্বত্ব ভোগীদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য দায়ী থাকিবেন।[১৪]

ধারা-৩৪

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রশাসক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

(১) অত্র অধ্যাদেশের অন্যত্র বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের বা কোন আদালতে কোন ডিক্রি বা আদেশে অথবা কোন দলিল বা দস্তাবেজে যাহাই থাকুক না কেন প্রশাসক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন মাজার, দরগাহ,

Dhaka University Institutional Repository

ইমামবাড়া, ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির অন্যান্য ধর্মীয় অথবা প্রতিষ্ঠানসহ কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপ-ধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রশাসক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নির্ধারিত তারিখেই অর্পণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লীর প্রতি নোটিশ জারী করাইবেন এবং মোতাওয়াল্লী যদি নির্ধারিত সময়ে তাহা বুঝাইয়া দিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। ডেপুটি কমিশনার মোতাওয়াল্লীকে উচ্ছেদ করিয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল প্রশাসকের নিকট অর্পণ করিবেন।

(৩) (১) উপ-ধারার অধীনে প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রশাসক তাহার অধস্তন যে কোন অফিসার বা কোন প্রতিনিধি অথবা সরকারী মোতাওয়াল্লী দ্বারা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৪) (৩) উপ-ধারার বিধানাবলীর অধীনে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিযুক্ত হইলে উহার সদস্যগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী, ব্যবস্থাপনা বা সাজ্জাদানশীন, যদি থাকেন এবং ডেপুটি কমিশনার বা তাহার প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত হইবেন এবং কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে অনুরূপ প্রত্যেকটি কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন।

(৫) (১) উপ-ধারার অধীন প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য (৩) উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত অফিসার বা প্রতিনিধি বা ওয়াক্‌ফের ইচ্ছার সহিত এবং ওয়াক্‌ফের শর্তাবলীর সহিত সম্পর্ক রাখিয়া এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। তবে এই পরিকল্পনা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে হইতে হইবে এবং তিনি প্রয়োজন মনে করিলে এই পরিকল্পনা বা কর্মসূচী সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৬) প্রশাসক (১) উপ-ধারার অধীন তৎকর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রশাসন ও তদুদ্দেশ্যে তাহার

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থাপন খরচসহ উক্ত সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন এবং প্রশাসক কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রাপ্ত ও আদায়কৃত সকল অর্থ ওয়াক্‌ফ তহবিলে জমা হইবে।[১৫]

ধারা-৪৩

কতিপয় ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষমতা ঃ

কোন ওয়াক্‌ফে মোতাওয়াল্লী না থাকিলে অথবা প্রশাসকের বিবেচনায় ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুসারে মোতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিলে অথবা মোতাওয়াল্লী পদের উত্তরাধিকারী ব্যক্তি নাবালক, মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয় সেখানে প্রশাসক উপযুক্ত মনে করিলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন। অনুরূপ নিয়োগ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।[১৬]

ধারা-৪৪

সরকারী মুতাওয়াল্লী নিয়োগঃ

এই অধ্যাদেশের বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা যেই কোন দলিলে বা দস্তাবেজে যাহাই বলা থাকুক না কেন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং উহার সহিত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনবোধে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে সরকারী মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন।[১৭]

ধারা-৪৭

ওয়াক্‌ফ সমূহের তালিকাভূক্তি ঃ

(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের সময় বর্তমান অথবা অধ্যাদেশের পরে সৃষ্ট সকল ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অফিসে তালিকাভূক্ত হইবে।

(২) তালিকাভূক্তির জন্য মোতাওয়াল্লীকে আবেদন করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্‌ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) প্রশাসক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ধরণ ও পদ্ধতি এবং সেইরূপ স্থানে তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং যতদুর সম্ভব উহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে-

ক. সনাক্ত করিবার জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পর্যাপ্ত বর্ণনা;

খ. এইরূপ সম্পত্তির সর্বমোট বার্ষিক আয়;

গ. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাবদ প্রতি বৎসর পরিশোধ্য খাজনা, অভিকর এবং করের পরিমান;

ঘ. প্রাপ্ত বিবরণের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় আদায়ের জন্য বার্ষিক খরচের অনুমতি হিসাব;

ঙ. ওয়াক্‌ফের অধীন নিম্নলিখিত খাতের জন্য পৃথকভাবে রাখা ব্যয়ের পরিমান-

(ধ) মোতাওয়াল্লীর বেতন এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ভাতা;

(ধধ) সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে;

(ধধধ) দাতব্য উদ্দেশ্যে;

(ধশ) অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবং

চ. প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বিবরণ।

(৪) এইরূপ প্রত্যেকটি আবেদনপত্রের সহিত ওয়াক্‌ফ দলিলের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত হইতে হইবে অথবা এই ধরণের কোন দলিল সম্পাদিত দলিলের অনুলিপি পাওয়া না গেলে তাহা হইলে অনুরূপ প্রত্যেকটি আবেদনপত্রে আবেদনকারীর জানামতে ওয়াক্‌ফের সৃষ্টি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৫) তালিকাভূক্তির জন্য আবেদনপত্র পাইয়া এবং কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্তির পূর্বে এই সম্পত্তিটি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদনের একটি কপি প্রেরণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী খাস সম্পত্তি কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন। যদি ডেপুটি কমিশনার উক্ত সম্পত্তি সরকারী মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তালিকাভূক্তিতে আপত্তি জানান তবে তাহা আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে এবং আবেদনকারী যদি দেওয়ানী আদালতের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত দাখিল করিতে না পারেন তাহা হইলে তালিকাভূক্তির আবেদনপত্রটি নাকচ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) (৫) উপ-ধারার অধীন আবেদনপত্রটি নাকচ করা না হইলে উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তালিকাভূক্তির পূর্বে আবেদনপত্রটির যথার্থতা, বৈধতা এবং উহাতে বর্ণিত বিবরণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ করিতে পারিবেন এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন করা হইলে ওয়াক্‌ফ তালিকাভূক্তির পূর্বে প্রশাসক যে ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনা করিতেছেন তাহাকে আবেদনের নোটিশ দিবেন এবং তিনি তাহার বক্তব্য পেশ করিতে চাহিলে প্রশাসক তাহা শুনিবেন।

(৭) এই অধ্যাদেশ যে তারিখে বলবৎ হইবে ইহার পূর্বে সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে তালিকাভূক্তির আবেদন ঐ তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবে এবং ঐ তারিখের পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে তালিকাভূক্তির দরখাস্ত করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উইল দ্বারা সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার তারিখ বা উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ, এই দুই ঘটনার যেইটি পরে আসিবে সেই তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে তালিকাভূক্তির দরখাস্ত করিতে হইবে।

(৮) (২) উপ-ধারার অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি আবেদনপত্র ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় লিখিতে হইবে এবং স্বাক্ষর ও প্রত্যয়নের জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিতে (১৯০৮ এর ৫) যে রীতির ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

(৯)আবেদনকারীকে জানাইবার পরও আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করা বা প্রত্যয়ন করা বাদ দিলে বা করিতে অস্বীকার করিলে ৪৮ ধারার অধীন রক্ষিত রেজিস্ট্রারে সেই মর্মে একটি নোট লিখিয়া রাখা হইবে।[১৮]

ধারা-৫০

কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনা তৎসম্পর্কে নির্দেশ ঃ

কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনা এরূপ যে কোন প্রশ্নের সিদ্ধান্ত প্রশাসক দিবেন। তবে শর্ত এই যে, মোতাওয়াল্লী কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

অন্য কোন ব্যক্তি এই ব্যাপারে প্রশাসকের সিদ্ধান্ত বা আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে ৩৫ ধারার (১) উপ-ধারার বিধান অনুসারে জেলা জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন; এবং যদি এইরূপ আবেদন পেশ করা হয় তাহা হইলে ৩৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।[১৯]

৬১। দন্ড ঃ

(১) যদি কোন মোতাওয়াল্লী -

(ক) তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করিতে; বা

(খ) স্পষ্ট ও সঠিক হিসাব রাখিতে এবং এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিবরণ বা হিসাবের বিবরণী সরবরাহ করিতে; অথবা

(গ) প্রশাসক অথবা কোন মনোনীত ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হিসাব অথবা এতদসংক্রান্ত নথি, দলিল এবং দস্তাবেজ পরিদর্শনের অনুমতি দান করিতে অথবা অনুসন্ধান ও তদন্তে সহায়তা দিতে আহবান করা সত্ত্বেও সহায়তা দিতে; অথবা

(ঘ) প্রশাসক বা আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল অর্পণ করিতে; অথবা

(ঙ) প্রশাসক বা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করিতে; অথবা

(চ) ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা প্রদান করিতে; অথবা

(ছ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুযায়ী ওয়াক্‌ফের বিশেষ কোন লাভ-ভোগীর পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা

(জ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুসারে লাভ-ভোগীকে অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ওয়াক্‌ফের অবস্থা এবং বিষয়াবলী সম্পর্কে অন্যান্য পূর্ণ ও সঠিক তথ্য পরিবেশন করিতে; অথবা

(ঝ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুসারে কোন মসজিদ অথবা অন্যান্য ধর্মীয়, দাতব্য ও শিল্প বিষয়ক প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থার তত্ত্বাবধান, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করিতে; অথবা

(ঞ) সরকারী কোন পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা

Dhaka University Institutional Repository

(ট) কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে এবং ইহার কার্যাদি সম্পাদনের নির্দেশ পালন করিতে; অথবা

(ঠ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা করিতে এবং ইহার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রতি লক্ষ্য রাখিতে; অথবা

(ড) এই অধ্যাদেশ বলে অথবা ইহার অধীন আইনসঙ্গতভাবে তাহার অন্য যে কাজ করিতে হইবে তাহা করিতে ব্যর্থ হন এবং আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন যে, তাহার ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, তবে তিনি দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং তাহা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য যখন কোন মোতাওয়াল্লী অভিযুক্ত হন তখন সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকার শর্তে জরিমানার পাওনা ও অপরিশোধিত চাঁদার পরিমানের দ্বিগুণের কম হইবেন।

(২) যদি মোতাওয়াল্লী (১) উপ-ধারার (খ) অথবা (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত এইরূপ কোন বিবরণী, রিটার্ণ বা তথ্য সরবরাহ করেন, যাহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা, ভুল ধারনাপুষ্ট, অশুদ্ধ বা অসত্য বলিয়া তিনি জানেন বা বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে তবে তিনি দুই হাজার টাকা জরিমানায় এবং তাহা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) ৬৩ ধারার (১) অথবা (২) উপ-ধারার অধীন আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা যদি আদায় করা হয় তাহা হইলে উহা ওয়াক্‌ফ তহবিলে প্রদানও জমা করা হইবে।[২০]

ধারা-৬৪

অনধিকার প্রবেশকারী এবং দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাঃ

(১) যদি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কোন অংশীদার বা কোন লাভ-ভোগী ব্যক্তি অথবা ওয়াক্‌ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার বিঘ্ন বা বাধার সৃষ্টি করে অথবা মোতাওয়াল্লী কর্তৃক বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রশাসকের দ্বারা নিযুক্ত সম্পত্তির দখলে বিঘ্ন ঘটায় অথবা এইরূপ যে কোন সম্পত্তিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটায়

Dhaka University Institutional Repository

তাহা হইলে প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিবেন যিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবেন অথবা অনুরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি বা বাধা প্রতিরোধের জন্য তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) (১) উপ–ধারার অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক উচ্ছেদকৃত কোন ব্যক্তি, তাহার উচ্ছেদের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, অনুরূপ উচ্ছেদের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।[২১]

খ. ওয়াক্‌ফের সুষ্ঠু প্রশাসন তথা এস্টেটের সার্বিক স্বার্থে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি উদ্ধার, জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ, ওয়াক্‌ফের অর্থ আত্মসাৎ ও অন্যান্য বেআইনী কার্যক্রমের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ প্রশাসককে আরও অধিক ক্ষমতা প্রদানসহ উপ-ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকদের সরকার কর্তৃক ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

গ. ওয়াক্‌ফের প্রধান কার্যালয়ে বিচারাধীন মোকদ্দমার নিস্পত্তি তরান্বিত করণসহ থানা ও জেলা আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদবিরের জন্য আইনজীবি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঘ. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হিসাব ও চাঁদা আদায়ের জন্য থানা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দায়েরকৃত ফৌজদারী মোকদ্দমাসমূহের দ্রুত নিস্পত্তির নিমিত্তে থানা ও জেলা প্রশাসনকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।

ঙ. বিচারাধীন মোকদ্দমা দ্রুত নিস্পত্তির স্বার্থে বিভাগীয় সদরে ওয়াক্‌ফ ট্রাইবুন্যাল কোর্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ধারাগুলো সুক্ষ্মভাবে গর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, এগুলোর কার্যক্রম গ্রহণকালীন অবস্থায় নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অতএব, উপর্যুক্ত ধারাসমূহের সংশোধনী অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক কার্যক্রম ঃ

ক. ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৭১ ধারামতে এস্টেটের নিট আয়ের ৫% ভাগ হারে ধার্যকৃত ওয়াক্‌ফ চাঁদাই ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয়ের একমাত্র উৎস। ওয়াক্‌ফ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিট আয়ের ১০% ভাগ হারে উক্ত চাঁদা ধার্য করা একান্ত প্রয়োজন।

খ. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের টাকা ও বার্ষিক ভাতা/এ্যানুইটির টাকা অনতিবিলম্বে ওয়াক্‌ফ অফিসে প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসকের অনুরোধ জ্ঞাপন।

গ. আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব পযায়ক্রমে অডিট করে সঠিক দাবী নিরূপণের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ চাঁদা পুনঃ নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ. অধিকাংশ এস্টেট এখন পর্যন্ত অ-তালিকাভূক্ত অবস্থায় আছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটগুলি তালিকাভূক্তির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের পতিত জমি আবাদ করা এবং উল্লেখযোগ্য এস্টেটের জমিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পেলে ওয়াক্‌ফ এস্টেটগুলি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হবে। ফলশ্রুতিতে ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধর্মীয় ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

চ. ওয়াক্‌ফ প্রশাসন সুপারিশমালা সরকারের পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটিতে উপস্থাপন করেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "With the passage of time and change of the present society, it is essential to amend some laws of The Waqfs Ordinance of 1962. However, a proposal for changing some sections of law under that Ordinance has been submitted to the Parliamentary Standing Commitee formed by the Government. This proposal is under active consideration of the Government. Moreover, sanction for additional manpower and creation of new posts for Bangladesh Waqf

Dhaka University Institutional Repository

Administration is also under active consideration of the Government. But due to pancity of fund and other reasons, sanction for additional manpower for Waqf Administration is delayed. If additional manpower is provided; it will be possible on the part of Bangladesh Waqf Administration to manage, control, supervise, audit and administer the Waqf Estates properly and smoothly. In this way both income and reputaion of the Organisation can be enhanced remarkably."[২২]

ওয়াক্‌ফের নুতন ব্যবহার বিধি ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সৃষ্টি করতে হলে প্রশাসনকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন তা গতিশীল ও প্রাণবন্ত হয়। এ ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে মুনজের কাহ্‌ফ যে চিন্তাধারা পেশ করেছেন নিম্নে তা তুলে ধরা হল ঃ

There are several prerequisites that must be fulfilled if the awqaf are going to assume an impotant role in the development of economies. The most important prerequisites can be put forward in the following points :

* A new legal framework that defines the functions and objectives of the awqaf, whether general philanthropic or private philanthropic and regulates its social and economic role. The law should define the responsibilities and authorities of awqaf managers and their relationship with the government on the one hand and private and public beneficiaries of awqaf on the other hand. We also need a legal framework that provides sufficient legal protection for awqaf properties.
* A law which provides for the repossession of all awqaf properties that were diverted to other public and/or private persons and which reviews old records of awqaf in order to re-establish their rights on many lost real estates.

Dhaka University Institutional Repository

* A complete revision of awqaf management, especially of the investment waqf, in order to fulfill two objectives: increasing the efficiency and productivity of awqaf properties and minimizing fraudulent practices and corruption by the awqaf managers (nazers). A new style of management is needed that suits the awqaf institution, keeping in mind that their properties are not woned by those who manage them, as well as sufficient checks and balances on the awqaf managers without allowing the awqaf management to fall into the lap of the government.
* A clear definition of the role of awqaf in social and economic development and a recognition of the relevance and importance of family awqaf and their role in economic growth. We need to reinstate provisions that protect and orpaganize the family awqaf in particular and promote the idea of establishing new awqaf in general.
* Province technial, managerial and financial support to awqaf management to help it increase the productivity of awqaf properties. We need to redefine the roles of the ministries of awqaf by making them agents of support and catalysts of help in the development of awqaf, rather than government managers of awqaf properties.
* Revise our classical fiqh on awqaf in order to accommodate many new forms of potential waqf that have no precedents in classical fiqh, especially in the area of waqf of usufruct and waqf of nonphysical properties (abstract properties). We need also an expansion of the concept of temporary waqf.
* Provide a master plan in each Muslim country to redeploy the awqaf properties in such a way that maximizes their benefits and services.[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. (Ed.) A Brief Out line of Waqf in Bangladesh, Waqf Bhaban, Dhaka, P. 5.

২. দ্রষ্টব্য, জেলা ওয়ারী ওয়াক্বাফ এস্টেটের সংখ্যা।

৩. মোঃ নিজাম উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪. মোঃ নিজাম উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

৫. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৭. দ্রষ্টব্য, গাজী শাসছুর রহমান, ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য, ঢাকা-১৯৯৭, ধারা-৩২, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৬১, ৬৪। পৃ. যথাক্রমে-৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৯-৫৬, ৬৪-৬৭।

৮. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৯. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১০. মোঃ নিজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১১. Bangladesh Bureau of Statistic, Report on the Census of Waqf Estate, Dhaka-1987, P. 3.

১২. মোঃ নিজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৩. মোঃ নিজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৪. Dhaka law Report office, the Waqf Ordinance 1962, Ordinance no-32 (1).

১৫. Ibid, Ordinance no-40.

১৬. Ibid, Ordinance no-43.

১৭. Ibid, Ordinance no-44.

১৮. Ibid, Ordinance no-47.

১৯. Ibid, Ordinance no-50.

২০. Ibid, Ordinance no-61.

২১. Ibid, Ordinance no-64.

২২. Mohummad Azharul Islam, Awqaf Experience of Bangladesh in South Asia, New Delhi-1999, P-11.

২৩. Monzer Kahf, 'Financing the Development of Awqaf Property.' The American Journal of Islamic Social Science (Economics), Vol-6, No-4, U.S.A, 1999, P. 46-47.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা

* বাংলাদেশের জনমানসে ধর্মের প্রভাব;
* ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণা ও বাংলাদেশে তার প্রভাব;
* বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা;
* বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা;
* বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেট কর্তৃক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ;
* সমাপণী কথা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনমানসে ধর্ম বিশেষত ইসলাম ধর্মের প্রভাব ঃ

বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত ধর্মপরায়ণ। এদেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় অনুভূতি প্রবল। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য খ্যাত এবং কুরআন ও হাদীস অনুসারে মুসলমানদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি রীতিমত পালন করে। এমনকি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে তারা ইসলামের ঐহিত্য অনুসরণ করে চলে। সেজন্য বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্মের প্রভাব অপ্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য। কেননা, আদিকাল থেকেই ধর্মের মাধ্যমেই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। ধর্মের নিয়ম-কানূন দ্বারা সামাজিক মানুষ নিজেদের পরিচালিত করত। এখনও প্রত্যেক দেশে ধর্মের দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। আইন সংস্কারেও ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান এবং ধর্ম আমাদেরকে সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে মনোভাব জাগ্রত করে। যেমন- ইসলাম ধর্ম নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দান করেছে।[১]

ধর্মীয় বিধান মানুষকে সৎ, সত্যবাদী, কর্তব্যপরায়ণ এবং উদার ও পরোপকারী হবার শিক্ষা প্রদান করে। আবার ধর্ম মানুষকে নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে শিখায়। তাই সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। ধর্ম মানুষের সার্বিক জীবনকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় চালিত করতে চায়। যেমন- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিধান দিয়েছে। ধর্মের একটি সার্বজনীন আবেদন রয়েছে, যা মানুষকে অসৎ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকতে বলে। ধর্মের অনুশাসন মেনে না চললে গুরুতর শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্ম পার্থিব জগতের পরেও পারলৌকিক জগৎ ও জীবনের রূপরেখা দেয়। ইসলামসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মেই পার্থিব জীবনের পর পারলৌকিক জীবনের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা রয়েছে। মানুষের সব কাজ-কর্মের বিচার ও বিচারের রায়েরে ভিত্তিতে সেখানে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। অতএব, ধর্মের পারলৌকিক আবেদন মানুষকে সৎপথে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। মৃত্যুই শেষ নয়, এরপরেও জীবন আছে। সে জীবন অতি দুঃখের অথবা অনাবিল সুখ ও আনন্দের এবং সে জীবন অখন্ড ও অনন্ত। এ বিশ্বাস মানুষকে সমাজে এমনভাবে বসবাস করতে শেখায় যে, সে অন্য কোন সংস্থার প্রয়োজন মনে করেনা। নিজেই নিজেকে সংশোধন করে চলে, নিজেও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উদ্বুদ্ধ হয় সৎ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায়।[২]

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্যই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব মানবজীবনে বেশ সচেতনতার সৃষ্টি করেছে। ধর্মের মাধ্যমেই আমাদের সুকুমার চিন্তাধারা,আমাদের সর্বোত্তম নৈতিক মান,মহত্তম ভাবাদর্শ এবং মহৎ জীবন যাপনে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাছাড়া, ধর্ম-কর্ম সম্পাদনে কতকগুলো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি দৃঢ় হয়।[৩]

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম বিশেষত ইসলাম ধর্ম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখনও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে যৌন অপরাধের বিচার হয় ইসলামী ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য নিরূপিত হয় ধর্মীয় বিধান দ্বারা। মা-বাবার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতিও ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত। ধর্মের উত্তরাধিকার নীতি রাষ্ট্রও মেনে চলে। এভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নির্ণীত হয় ধর্মীয় শিক্ষানুযায়ী। এখনও ধর্ম বিরোধী আচরণ করলে সমাজচ্যুৎ করা হয়। কয়েকজন মিলে গরু-মহিষ কুরবানী দিতে গিয়ে বকধার্মিক বা অসৎ পথে অর্থ উপার্জনকারীকে সাথে নেয়না।[৪]

বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে ধর্মের প্রভাব এতই ব্যাপক যে, তা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম সামাজিক সম্পর্ক বা মানব সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা, ধর্মেই নির্দেশ রয়েছে কিভাবে কার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। কেমনভাবে, কার সঙ্গে কি সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ সমাজ কাঠামোকেও নিয়ন্ত্রণ করা। তাই ধর্ম সমাজকাঠামোকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মের নিয়ন্ত্রণ শক্তি এতই ব্যাপক ও প্রবল যে, ধর্ম মানুষের চিন্তা ও কর্ম উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ ধর্ম শুধু অপকর্ম বা সমাজ বিরোধী কাজ-কর্মকেই নিরুৎসাহিত বা বাধা প্রদান করে ক্ষান্ত হয়না, বরং ধর্ম-অপকর্মের চিন্তা ও বাসনাকেও অবদমিত করে। তাই বাংলাদেশে ধর্মের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেশ ব্যাপক ও প্রবল।[৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানব জাতির উৎস এক। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে- "হে মানব জাতি!

Dhaka University Institutional Repository

আমি তোমাদদেরকে একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার।"[৬]

এজন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যকে স্বীকার করা হয়না। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে ইসলাম মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য। সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই-এটাই ইসলামের বিঘোষিত নীতি। তাই ইসলাম জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন সামাজিক দায়িত্বকেই নির্দেশ করে। আসমান ও যমিনের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তার সবকিছুর মালিক আল্লাহ, মানুষ নয়-তা যে ব্যক্তিই হোক, আর ব্যক্তি সমষ্টি রাষ্ট্রই হোক। মালিকানা সত্বের অর্থ ইচ্ছামত বস্তুর ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার। ইসলাম মানুষের এ ধরণের অধিকার স্বীকার করেনা। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড়-সম্পদ ভোগ করবে মালিকরূপে নয় আল্লাহর 'রব' (লালন-পালন নীতি) গুণের প্রতিভূরূপে। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এ ব্যবহারিক স্বত্ত্বাধিকার তাদেরকে অর্জন করতে হয়, আল্লাহ প্রদত্ত শ্রম শক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কোন সংগত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবন মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য উপকরণ সমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের নামই 'হুকুকুল ইবাদ' আদায় করা।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য আল্লাহ বলেছেন, "এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কোন কিছুকে তার শরীক বলে গণ্য করোনা। দয়াশীলতা দেখাও পিতামাতার প্রতি, তোমরা নিকটাত্মীয়ের প্রতি, অনাথদের প্রতি, অভাবীদের প্রতি, তোমার প্রতিবেশীর প্রতি, যে তোমার জ্ঞাতি অথবা যে তোমার জ্ঞাতি নয়, তোমার সহযাত্রীর প্রতি, মুসাফিরের প্রতি এবং তাদের প্রতি, তোমার দক্ষিণ হাত যাদের ধারণ করে আছে।"[৮] "যারা ইয়াতিমদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর উপকারের প্রতি উদাসীন সে সকল উপাসনাকারী অভিশপ্ত।"[৯]

দারিদ্র্য বা অনটনের অুজহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার অধিকার নেই। প্রত্যেককেই সমাজের জন্য কম-বেশী ব্যয় করতেই হবে। আল্লাহ বলেছেন- "যাদের প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দ আছে তারা তা হতে সমাজকল্যাণে ব্যয় করুক, যারা অস্বাচ্ছন্দ এবং অনটনের মধ্যে আছে তারা আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করুক।"[১০]

এভাবেই ইসলাম সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখার ব্যাপারে ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাক মানব সমাজের স্বচ্ছলতা কামনা করেন। পার্থিব জীবনে নানাবিধ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় মানুষ যাতে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে না পড়ে সে জন্যই তাকে নানা রকম অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তুলতে হয়।

ইসলামে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণা ও বাংলাদেশে তার প্রভাব ঃ

ইসলাম সমাজের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা, সহযোগিতা, কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে সহায়তামূলক কর্মকে কোন সময় নিরুৎসাহিত করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে। গরীব জনগোষ্ঠীর নানাবিধ প্রয়োজন যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার পথ নির্দেশও করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুরআন ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করেছে এবং যাকাতের আটটি খাতে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন- "এ সাদকাগুলো (যাকাত) তো আসলে ফকীর, মিসকীনদের জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জন্য। তাছাড়া দাসমুক্ত করার, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞা।"[১১]

উল্লেখিত আট শ্রেণীর লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে সমাজের একটি ব্যাপক অংশ দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারে এবং সে সমাজে সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। আধুনিককালে যেসব প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে এ ধরণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পক্ষপাতী। অবশ্য এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, তা যেন কোন অবস্থাতেই অবৈধ কোন ব্যবস্থা বা নীতি বা কোন কৌশল জড়িত না থাকে। মূলধন ঠিক রাখা এবং কর্মচারীদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য লাভের বৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সত্যিকার কল্যাণে পর্যবসিত হয়, মূলধন নিরাপদ থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সংস্থান হয়। আর এভাবে এরূপ প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা তথা কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানের লেন-দেনের প্রাক্কালে সদাচার, বৈষম্যহীন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার নীতি কার্যকর থাকবে।[১২]

পবিত্র কুরআনে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- "পূণ্য কাজে এবং তাকওয়া বৃদ্ধিতে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং শয়তানের কাজে ও শত্রুতা সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিওনা।"[১৩]

আবার বলা হয়েছে- "তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম।"[১৪]

দেশের জনগণের নিরাপত্তা এবং কল্যাণের জন্য অন্যান্য সামর্থ্যবান মানুষের কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে সূরা নিসায় মহান আল্লাহ যে আহবান জানিয়েছেন, তার প্রতি সাড়া দিলে সমাজে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা নিশ্চিত না হয়ে পারেনা।

Dhaka University Institutional Repository

আল হাদীসেও সহায়তামূলক সংস্থা গঠন এবং আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা রয়েছে। মহানবী (স.) শুধু তাত্ত্বিকভাবেই আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার উপর জোর দেননি, বরং তিনি ও তার সাহাবাগণ তা তাদের জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গেছেন। মহানবী (স.) নিজে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই "হিলফুল ফুজুল" গঠন করে আমাদের সামনে উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বুখারী শরীফে বলা হয়েছে- "তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সর্বশান্ত করে অপর লোকদের মুখোপেক্ষী করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদেরকে স্বচ্ছল ও পরমুখাপেক্ষীহীন করে রেখে যাওয়া অতীব উত্তম।"[১৫]

"তুমি মুমিন লোকদের তাদের পারস্পারিক অনুগ্রহ অনুকম্পা, ভালবাসা-বন্ধুত্ব এবং কৃপা বা সহানুভূতির ব্যাপারে একটি অখন্ড দেহের মত দেখতে পাবে; দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা দিলে তাতে গোটা দেহ যেমন অনিদ্রা বা জ্বর তাপে কাতর হয়ে পড়ে, অদ্রুপ তারাও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে।"[১৬]

মহানবী (স.) অভাবী লোকদের দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণের উদ্দেশ্যে আরও বলেছেন- "যে লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে অথবা সহায় সম্বলহীন অক্ষম সন্তানাদি রেখে মরে যাবে, পরে তারা যেন আমার কাছে আসে। কেননা, এরূপ অবস্থায় আমি তাদের অভিভাবক।" সহায়সম্বলহীন লোকদের পরিবার-পরিজনদের দেখাশুনার ভারও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনিই গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন- "যে লোক ধন-মাল রেখে মরে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। আর যে লোক দুর্বহ বোঝা, অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে, তা বহনের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।"[১৭]

উপরে কুরআন ও হাদীস থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল- ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দুর্দশাগ্রস্তের সহায়তা ও কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসা কর্তব্য। ইসলাম যেহেতু মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কল্যাণ যেহেতু আরও বৃদ্ধি পায়, তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রকৃত মুসলমান হতে হলে তাকে অবশ্যই মানব জাতির কল্যাণের স্পৃহা হৃদয়ে থাকতে হবে। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও

Dhaka University Institutional Repository

বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, মজলুমকে জালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিত কথা বলতে। আর এভাবেই ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজের কল্যাণকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করা হয়েছে। তাছাড়া মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সমসুযোগ, সামাজিক দায়িত্ব, সম্পদের সুষম বন্টন, সামাজিক ন্যায় বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

ইসলামের বিধান মতে দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার প্রতিবেশীর হক রয়েছে তার সম্পত্তির উপর।[১৮] সেজন্য ইসলামে সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সম্পদের সুষম বন্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাকাত, বায়তুল মাল, করযে হাসানা, সদকায়ে জারিয়া, ওয়াক্‌ফের অবদান অনস্বীকার্য। এসব সংস্থা গড়ে তোলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, কেবলমাত্র মুসলমানদেরই সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়নি, প্রকৃত পক্ষে ধর্ম মত নির্বিশেষে সকলের পুর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে হীরাবাসীদের সঙ্গে যে সন্ধির চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, বৃদ্ধ, অক্ষম, আকস্মিক বিপদগ্রস্ত, ভিক্ষুক, হঠাৎ দারিদ্রে পরিণত হলে তাদের উপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে।[১৯]

তাছাড়া বায়তুল মালের মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সামাজিক কল্যাণ সাধনকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসন এবং বিধি বিধানকে অনুসরণ করে খুলাফা-এ-রাশেদীনের যুগে আর্দশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে হিসেবে গন্য করা হয়।

ইসলামের অনুপ্রেরণা, অন্তর্দৃষ্টি, মূল্যবোধ, অনুশাসন, মানবীয় দর্শন এবং মানব কল্যাণের সার্বজনীন নীতি ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমুখী ব্যবস্থাবলী সামাজিক কল্যাণের মূল্যবোধের উদ্ভবও বিকাশে সুদূর প্রসারী

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের হৃদয় অভ্যন্তরে। ইসলামের অনুশাসন ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সমাজে আপামর মুসলিম জনসাধারণ দরিদ্র অসহায় মানবতার কল্যাণে এগিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে এবং নিঃস্বার্থভাবে ইয়াতিম খানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ নিবাস ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান করেছেন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াকফের ভূমিকা ঃ

। উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পেলাম, ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি ও অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ বিশেষত বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ নিবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইয়াতিমখানা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলাদেশ তার একটি উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কেননা, বাংলাদেশের জনগণ স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ। ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ ওয়াক্ফ করে মানবতার কল্যাণে মহান অবদান রেখে গেছেন। বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার ধারণা, বিস্তার ও প্রকৃতি লাভ করেছে ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও মহানবী (স.)-এর অনুসৃত নীতির উপর ভিত্তি করে। বলা হয়েছে- "The concept, extent and nature of Waqfs in Bangladesh is mainly based on the rules laid down by the Holy porphet (sm.). In consonant with the principles of Islam and varius lagislatives enancments and Judicial decision, Waqfs in Bangladesh are created primarily as a family settlements of the waqifs or dedicators family or descandants with the main objectives for charity and religious activities as well as security for prosperity."[২০]

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের মুসলমানগণ ধর্মপরায়ণ। ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। যেমন বলা হয়েছে- "Traditionally the Muslim population of Bangladesh are deeply religious in sentiment having great attachment to the Islamic Institutions and culture. These traits are more prominent in the eastern districts of the country due to influence of Muslim preachers more extensively, as such vast

Dhaka University Institutional Repository

endowments for multiple religious and social welfare activities exist there. The districts of Chittagong Hill tracts, Bandarban and Khagrachhari are inhabited by tribals of various ethnic origin who profess others religious. Religious preaching and social welfare activities emanating from indowments of God fearing Muslims in Bangladesh, indeed, are voluminous and deserve special commendation."[২১]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ওয়াক্‌ফ প্রথা মহানবী (স.) আমলেই প্রথম প্রচলিত হয়। জনৈক বীর মুজাহিদ যখন তার একটা বাগানের মালিকানা বলে মহানবী (স.)-এর নিকট হস্তান্তর করেন যে, এ বাগানকে তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। তখন নবী (স.) ঐ বাগান সর্বশ্রেণীর অভাবী মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। এরপর হযরত উমর (রা.) তাঁর খায়বরের জমি ওয়াক্‌ফ করেন। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত মুয়াজ (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবাগণও নিজ নিজ জমি ও বাগান ওয়াক্‌ফ করেন। তারপর হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে এ কাজ নুতন করে আবার শুরু হয়। নিজের একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেই একাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এরপর প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে মুসলমানগণ ওয়াক্‌ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। তারা ফসলি জমি, বাগান, ঘর-বাড়ী ও ফসলাদি জনকল্যাণমূলক খাতে ওয়াক্‌ফ করে দিত এবং তাতে মুসলিম সমাজ বিপুলভাবে উপকৃত হত। ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান সাধারণত দু'ধরনের হত। প্রথমতঃ সরকারী উদ্যোগে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হত। দ্বিতীয়তঃ যেগুলোকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ধনী ব্যক্তিরা কায়েম করতেন।

সর্ব প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করতে হয়, তা হচ্ছে মসজিদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লোকেরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করত এবং এক্ষেত্রে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। এমনকি খলিফা, রাজা ও সম্রাটগণও মসজিদ নির্মাণে বিদ্যমান মসজিদের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে অঢেল অর্থ ব্যয় করেছেন এবং অসংখ্য মানুষ এর নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছেন।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "Consequently, the Muslim Society depended essentially on awqaf to provide all level of education; cultural services, such as liberaries and lecture facilities; Scientific research in all material and religious sciences and health care. It is reported that under Islamic rule the Islam of Sicily had 300 elementary schools- all built by awqaf and payment of teachers and school by suplies provided for by waqf revenues." [২৩]

মুসলিম বিশ্বের বড় বড় শহর ও রাজধানীগুলো যেমন আল কুদ্স, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো এবং নিশাপুরে শত শত হাইস্কুল এবং দশটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐসব বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বিজ্ঞানসম্মত এবং শৃঙ্খলতার সাথে চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হত। এর মধ্যে ফিজের ফারাবিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাগদাদের মুসতানসিরিয়ার নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াক্ফ সম্পদ দিয়ে। এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নত ধারা সম্পর্কে আব্দুল মালিক আহমদ সায়িদ বলেছেন- "The awqaf estates provided these Universities with buldings in addition to teaching materials, scientific books, Salaries for teachers, and stipends for students. Some Universities even have students dormifories for both single and married students. Awqaf also built scientific libraries and supplied them with hundreds of thousands of volumes. Payment for liberaries employees, supervisors and scribes were provided from the huge revenues collected from orchards and rentable buildings made to awqaf for the benefit of these liberaries."[২৪]

এ সম্পর্কে মুস্তফা আল যারকাহ বলেন- "In order to facililate lending books to scholars and researchers, they ruled that it is not permessible to ask book borrowiers to provide collateral, even if the waqf founder made such a provision in the waqf ducoment. It is thus ruled that such a condition by the founder is invalid."[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

Islamic history has witenssed specialized awqaf for scientific research in medicine, pharmacology and other sciences."[২৬] The awqaf that provided for education were probably responsible for the independence of mind that was common among scholars, keeping them free of the rulers. These awqaf turned Muslim scholas into popular leaders and out spoken representatives of the society in any confrontation with the authority. The awqaf system also contributed to reducing the socio-economic differences by offeaing education on the basis of ability rather than on the ability to pay. Hence, the poor had educational opportunities that allowed them to clibm the socio- economic ladder."[২৭]

কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্বল হারা, পথহারা, মুসাফিরদের জন্য মুসাফির খানা ও খাবার ঘর তৈরি করা হত। এসব জায়গায় স্থান সংকুলান সাপেক্ষে লোকেরা যত দিন প্রয়োজন হত থাকতে পারত। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকের জন্য লোকালয়ের বাইরে নির্জন এলাকায় ইবাদত ও ইসলামী শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের খানকাহ ও ইবাদতখানা তৈরি করা হত।

দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকেরা যারা নিজের ঘর-বাড়ী নির্মাণের ক্ষমতা রাখতনা, তাদের জন্য বাড়ী-ঘর নির্মাণ করে দেয়া হত।জনসাধরণের চলাচলের পথে জায়গায় জায়গায় খাবার পানির কূপ খনন করা হত।[২৮]

বেকার লোকদের জন্য বিনামূল্যে খাবার বিতরণের গৃহ নির্মাণ করে সেখানে রুটি -গোস্ত-হালুয়া বিতরণ করা হত। সরকার হাজী সাহেদের থাকার জন্য ঘর বাড়ী নির্মান করা হত। এসব ঘর বাড়ী মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় অনেক ফকিহ মক্কার ঘর বাড়ী ভাড়া দেয়াকে অবৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কেননা মূলত: এসব বাড়ী হাজীদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ছিল।[২৯]

মুসলিম রাষ্ট্রসমুহের সীমান্তে সীমান্তরক্ষীদের প্রহরার জন্য গৃহ নির্মাণ করা হত; যাতে কোন বিদেশী শত্রু সীমান্ত লংঘন করে ভেতরে ঢুকে পড়তে না পরে । এসব সীমান্তরক্ষীদের জন্য রবাদ্দকৃত এধরণের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ী ছিল।এসব গৃহে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকার যেমন খাদ্য,

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক, অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সহজেই পেত। ঘোড়া তলোয়ার, বর্শা, লিম ও দেশগুলোতে সামরিক শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।মুসলমানদের শতীর-ধনুক ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম ও ওয়াক্‌ফ করা হত। ফলে মুসলিম মুজাহিদগণ কখনও অস্ত্র সরঞ্জামের অভাব বোধ করত না। তাই মুসলিম শহরগুলোতে বড় বড় কল-কারখানা নির্মিত হয়েছিল। পশ্চিমা দেশের ক্রুসেডার যোদ্ধারাও শান্তির সময়ে মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ত এবং অস্ত্র কিনত। এজন্য ইমামগণকে ফতোয়া দিতে হয়েছিল যে, শত্রুদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা বৈধ নয়।[৩০]

কিছু কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এমনও ছিল যার আয় আল্লাহর পথে জিহাদের সংকল্পকারী ও জিহাদে লিপ্ত সেসব সামরিক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ ছিল, যাদের ব্যয় বহন করা সরকারের সাধ্যাতিত ছিল। আবার এমন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থাকত, যার আয় দিয়ে রাস্তা, ব্রিজের সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হত।[৩১]

কিছু কিছু সম্পত্তি কবরের জন্যও ওয়াক্‌ফ করা হত। দরিদ্র ও অনাথদের দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহের জন্যও কিছু কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হত। সাধারণভাবে দুঃস্থ মানুয়ের সাহায্যের জন্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ছিলই, তদুপরি সুনির্দিষ্টভাবে লাওয়ারিশ শিশুদের লালন, খাতনা দেয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু কিছু স্বতন্ত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বরাদ্দ থাকত। পঙ্গু, অন্ধও অক্ষম লোকদের তত্ত্বাবধান তথা খোরপোশ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্যও স্বতন্ত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থাকত।[৩২]

কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন , তাদের জীবন মানের উন্নয়ন, তাদের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত লোকদের পেছনে ব্যয় করার জন্য বহু ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের আয় নির্দিষ্ট থাকত। সর্বত্র চিকিৎসা কেন্দ্র ও বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল।আহমদ সায়িদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- "Health services were also provided by awqaf thought the Muslim Lands. Hospitals and their equipment, Salaries to Physicians and their subordinates, to Schools of medicine and pharmachy and stipend to students were all regularly provided by the awqaf. Special awqaf were established for especialized medical Schools for reseach in Chemistry and for payment for food and medicine for hospital patients."[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

এমন কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল, যার আয় দিয়ে বিয়ের যোগ্য যুবক-যুবতীর বিয়ের খরচ মিটানো হত।যে সকল অভিভাক ছেলে-মেয়েদের বিয়ের খরচ ও মোহরানা ইত্যাদি দায় বহন করতে পারত না, তাদের সার্বিক সাহায্যে এসব প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসত।

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মায়েদের সাহায্যের কাজে ও নিয়োজিত থাকত। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর অসংখ্য জনকল্যাণমূলক অবদানের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল এই যে, তিনি নিজের দূর্গের দরজার কাছে দুটো ঝর্ণা বানিয়ে রেখেছিলেন। একটা ঝর্ণায় দুধ এবং অন্যটায় মিষ্টি পানি থাকত। ছোট শিশুদের মায়েরা সপ্তাহে দু দিন এখানে আসত এবং নিজ নিজ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় দুধ, চিনি ও পানি নিয়ে যেত। আজও দামেস্কে তা রয়েছে।

আবার এমন কিছু ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান শুধু এ উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল যে, যেসব শিশু চাকর-বাকরের মাটির কলসী ও অন্যান্য পাত্র পানি আনতে বা অন্যান্য পণ্যদ্রব্য কিনতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যেত, তাদেরকে নতুন পাত্র সরবরাহ করত। ফলে তাদের মনিবগণ জানতেই পারতেন না যে, পাত্র ভেঙ্গে গেছে এবং তারা শাস্তি থেকে রক্ষা পেত।

সর্বশেষ প্রকারের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল রুগ্ন পশুর চিকিৎসা, তাদের ঘাস ও খাদ্য সরবরাহ এবং তারা যখন কাজ করতে অক্ষম হয়ে যেত, তখন এদিয়ে তাদের বিচরণের জন্য ময়দান তৈরি করা হত। এধরণের ময়দানকে 'মায়জুল আখজার' বলা হত।[৩৪]

এভাবেই ইসলামী সভ্য জগতে যুগ যুগ ধরে সেবামূলক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ বর্ণিত উপযুক্ত কার্যাবলীর আলোকে তাদের ওয়াক্‌ফ পরিচালনা করতেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের ১২০ মিলিয়ন জনসংখ্যা রয়েছে। তম্মধ্যে প্রায় ৯০% ভাগ মুসলিম। ৬৪ টি জেলায় বিভক্ত দেশটিতে ইসলামের সূচনা হতেই ইসলামের আলো এসে পৌছেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে "----- Areas constituting Bangladesh have always been receptive to the right path and from the early days of Islam, the Land attracted innumerable Muslim preachers. As such, our country has the unique glory of

Dhaka University Institutional Repository

hosting some of the eminent Saints of Islam mainly, Hazrat Shah Jalal (R.) Sylhet, Hazrat Shah Makhdum (R.) Rajshahi, Hazrat Shah Ali Baghdadi (R.) Mirpur, Dhaka, Hazrat Sharfuddin Chiste (R.) Dhaka (High Court Mazer) and Several others. Bangladesh surrenders thousand times to the almighty Allah for sacrifying her soils with the mortal remains of many saints of Islam. Their last resting places in Bangladesh have now become holy shrines where millions of muslims every year come for Allah's blessings and inspiration to follow the true path of Islam. Survey reveals that there are 1400 such shrines around which big complexes with mosques, maqtabs, hospitals, schools have grown up in addition to the daily arrangement for feeding the hungry and the visitors as well."[৩৫]

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ একটি ধর্মীয়, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক সংস্থা। এটি বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এটা রাজধানী ঢাকার নিউ ইস্কাটনে অবস্থিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে- "The Department (of Waqf) with all its resource constraints looks after various religious and Socio-Economic institutions including 15 thousand mosques, 7 hundred madrashas. 100 orphanage and 5 charitable despensaries. In addition, the department also administers a welfare fund from where stipends and scholarships are awarded to poor meritorious students and financial grants to destitute muslims and newly converted muslims for their instant assistance and rehabilitation. The Administrator supervise over the management of the waqf estates and controls the activities of the mutawallis under the provisions of waqfs ordinance 1962. Each waqf estate, maintains its separate entity and is managed by the mutawalli as per terms and condition of waqf deeds."[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসক সমুদয় ওয়াক্ এস্টেট[৩৭] ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "------- They observe all the Islamic festivals/functions according to the guidelines of the Quran and sunnah. The Department of Bangladesh Waqf Administration ensures these activities regularly from time to time. Moreover, the local Administration rendars all kinds of support to perform these religious festivals/functions with due sanctity and dignity. Besides, various development programs of different institutions like Mosques, Madrashas, Mazars, Dargahs, Graveyards, Eidghas are taken up out of the income of respective Waqf estates with the prion approval and financial assistance of the Department of Bangladesh Waqf Administration".[৩৮]

দেশের বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীন মসজিদ এবং মাদ্রাসা গুলো দেশের ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও চিন্তাবিস্তারের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান চলতি দাতব্য চিকিৎসালয়, গণশিক্ষা কর্মসুচী এবং অন্যান্য আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফ প্রশাসন যে কাজগুলো করে থাকে তা হলঃ "More over, internal roads within the Estates, horticulture, tree-plantation, establishment of dairy farms,excavation and re-excavation of ponds for pisciculture purpose are being carricd out by the respcetive waqf estate with their own fund. Arrangement for rehabilitation of poor, helpless, she lterless, ill fated people including distribution of foods and clothing among them are made with the increased earning of the estates.sewing machines are distributed among the destitute and helpeless women for their employment and arrangements are also

Dhaka University Institutional Repository

being made for establishment of poultry and dairy farms for them. The increased income of the Waqf estates is also provided for co-operative caltivation, handloom industries,and for setting up of small scale cottage industries. Moreover active co-operation is provided for setting up of technical training centers and big industrial units for employment of poor and landless people of our country."[৩৯]

ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মাধ্যমে হারবাল মেডিসিন (ইউনানী আয়ূর্বেদিক) ফ্যাক্টরী, জুটমিল, গ্লাস ফ্যাক্টরী ইত্যাদি নির্মাণ করে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখা হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ দিবসে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও কার্যাবলী উদ্‌যাপন করে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ক্ষেত্রে "হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশে"এর উল্লেখ যোগ্য। এই ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী দরিদ্র ও অভাবী মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং অন্যান্য দাতব্য কাজ করে সেবা করে যাচ্ছে। হামদর্দ বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে ১০০ একর জমির উপর "বিজ্ঞান নগর' গড়ে তুলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।[৪০] বিষয়টি খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা হবে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক মাইল ফলক।

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনাঃ

বর্তমানে অনেক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী/ বৃত্তিভোগীদের মধ্যে ওয়াক্‌ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব দেখা যায় । সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বলিষ্ঠ প্রশাসনের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংহত করে কোটি কোটি টাকা আয় করে তা দ্বারা দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান। নিম্নে তা উপস্থাপনা করা হল-

(ক) তালিকাভূক্ত এস্টেটের দাবী পুনঃ নির্ধারণসহ নিয়মিত অডিটের মাধামে এস্টেটের আয় বাড়ানো যেতে পারে।

(খ) বর্তমানে বিপুল পরিমান ওয়াক্‌ফ এস্টেট অতালিকাভূক্ত আছে। যা জরূরী ভিত্তিতে তালিকা ভুক্ত করা সম্ভব হলে যথেষ্ট পরিমান আয় বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে চাষাবাদযোগ্য কৃষি জমি, অচাষাবাদযোগ্য জমি, বনাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, নগর এলাকা, বাণিজ্যিক মার্কেট এবং অট্টালিকা ইত্যাদি। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এবং প্রতিটি জেলা ও থানা শহরের প্রাণকেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহুসংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের খালি জায়গা রয়েছে।[৪১]

এসব এস্টেটগুলো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও শিল্পকারখানা স্থাপন করলে এস্টেটের আয় বর্তমানের তুলনায় প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগীয় সদর দপ্তর এলাকার ওয়াক্‌ফ এস্টেটে দোকান পাট, মার্কেট, বাণিজ্যিক ভবন, ফ্লাট এবং সুউচ্চ ভবন নির্মান করে ওয়াক্‌ফের আয় বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

(ঙ) ঢাকা মহানগরীসহ অনেক জেলা শহরে অধিকাংশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মসজিদ, মাদ্‌রাসা, দরগাহ / মাযার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন খালি জায়গায় দোকান পাট নির্মাণ করে ওয়াক্‌ফের আয় বাড়ানো যেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল সহ প্রায় জেলাতেই ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অধীন প্রচুর অনাবাদী ও পতিত জমি রয়েছে, যা সেচের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে শাক-সবজী , ফল-মূলের চাষ এবং গাভী ও হাসঁ -মুরগীর খামার স্থাপনের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের আয় বাড়ানো সম্ভব।[৪২]

(ছ) বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল এলাকায় বহু সংখ্যক এস্টেট রয়েছে যেখানে চিংড়ি চাষের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে যথেস্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ঐ সকল এলাকার সমতল ভূমিতে লবণ চাষের মাধ্যমে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(জ) চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য জেলায় পাহাড়ী অঞ্চলে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের জমিতে উন্নত জাতের গাছ রোপণ করলে এস্টেটের যথেস্ট আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঝ) পূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি বাংলাদেশের জেলা শহর এবং গ্রামে-গঞ্জে অবস্থিত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আওতাধীন বহু পুকুর ও জলাশয় আছে। এসমস্ত পুকুর ও জলাশয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে উন্নত জাতের মাছের চাষ করলে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই।

(ঞ) বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম-গঞ্জে বহুসংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হাট-বাজার আছে। এসকল ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হাট-বাজারে দোকান পাট নির্মাণসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এস্টেটের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের উপর্যুক্ত সম্ভবনাগুলোকে যদি যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে যেমন এর আয় বৃদ্ধি পাবে, তেমনি এর আয় দিয়ে নিম্নোক্ত কাজ গুলো করা যাবে। আর তা যদি করা হয় তাহলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন অনেকটা সহজ হবে। যেমন-

১. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের বর্ধিত আয় দিয়ে ওয়াক্‌ফদাতার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নসহ লিল্লাহ্ খাতে যথা, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ইয়াতিমখানা, শিক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানসমুহ নির্মাণ সংস্কার এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এছাড়া দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানসহ বিনামূল্যে লেখা পড়া ও থাকা খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. বর্ধিত আয় দ্বারা আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের মাধমে সমাজের কম সুবিধা ভোগী লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা স্বাস্থ্য, আশ্রয় ও কর্ম সংস্থানের সুবিধা প্রদান।

৩. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অধীন পুকুর ও জলাশয় পুনঃসংস্কার করে সমবায়ের মাধ্যমে মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের বর্ধিত আয় দ্বারা ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সমাজের গরীব, ছিন্নমূল, ভাগ্যাহত ও নিঃস্ব লোকদের অন্ন বস্ত্র বিতরণ সহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের কর্ম সংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ এবং হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. গরীব, দুঃস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসার দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ ও সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ।

৭. ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ, কুটির শিল্প, তাঁতশিল্প ও যন্ত্রচালিত ছোট ছোট শিল্প কারখানা তৈরির সার্বিক সহায়তা প্রদান।

৮. ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান।

৯. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অধীন মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তবের মাধ্যমে গণ শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া কালিমা, সালাত ও পবিত্র কুরআন মাজিদ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের উদ্যোগে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় দ্বারা যৌথভাবে ওয়াক্‌ফ ব্যাংক অথবা অস্থায়ী ওয়াক্‌ফ ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে হজব্রত পালনের ক্ষেত্রে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উল্লেখ্য যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবহার সম্পর্কে এক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মুনজের কাহ্‌ফ। তিনি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দু'টি ব্যবহার বিধি দেখিয়েছেন। তার একটি হল- "ক্যাশ ওয়াক্‌ফ তহবিল" অপরটি হল- "অস্থায়ী ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট"- অর্থাৎ "অস্থায়ী ওয়াক্‌ফ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠান। এ সম্পর্কে তার চিন্তাধারার অংশ বিশেষ এখানে হুবহু তুলে ধরা হল[৪৩]- Two patterns of charitable financing can be mentioned to finance the development of awqaf properties: creation of a cash waqf fund and establishment of a bank for temporary waqf deposits.

Cash Waqf Fund

The idea of a cash waqf fund is simple. It is based on adding a new waqf to an old one. The new waqf takes the form of cash that can be utillized for financing the development of waqf properties. The fund is open for

Dhaka University Institutional Repository

soliciting cash waqf. Contributors to the fund give their cash money for the purpose of financing the development of awqaf physical properties, especially real estates. The management of the fund utilizes the cash waqf for financing the development of awqaf, free of charge, except for the cost of administering the loans. Hence, the cash waqf is utilized for providing revolving loans for the development of awqaf properties, loans that are payable to the fund to be utilized again for financing other awqaf properties. The resources of the fund come from cash waqf contributions solicited from individuals and institutions including the government, while its administrative expenditures are covered from the administrative service charges which are permissible in the Shariah as long as they represent the actual cost of administering a loan.

This fund may also receive special cash waqf contributions that are assigned for the development of specific waqf properties, either as additions to the waqf intended to be developed (in this case, the cash would be transformed into a material addition to the waqf as builing, equipment, furniture, etc.) or as special cash waqf for development of certain kinds of waqf property (such as cash waqf for financing thd development of educational or health institutions).

The idea of creating a cash waqf has been practiced in the past and it is well established in the late Hanafi and Maliki literatures . As mentioned in these two schools of fiqh, cash waqf may be either for lending the money itself and retrieving it from the borrowers to be lent again to some other users, or it may be utilized on a mudharabah basis and its profit would then be utilized for a philanthropic objective, such as helping the poor and needy, while preserving the principal of the mudharabah intact.

Dhaka University Institutional Repository

Temporary Waqf Deposits :

The idea of creating a temporay waqf deposits bank is a bit more complicated, It requires the creation of a temporary waqf of cash money. There might be people who are willing to help the development of waqf properties with their available financing resources for a certain period of time and they would like to retrieve their principal at the end of that time. As defined in the Shari'ah, they are similar to loans that are acts of charity in which the lenders sacrifice the benefit of using their cash during the period of the loan. The bank of temporary waqf deposits would solicit such loans from individuals and institutions for the specific purpose of creating timed deposits to be exclusively utilized for financing the development of awqaf.

To these deposits one must add the deposits of all awqaf institutions in the country, i. e., this bank would also act as a "bank of awqaf" whereby the banking transactions of all the nazers should be handled through this waqf bank. If this bank is established and supervised by the government, somee other agencies may also be asked/ forced to bank through the awqaf bank. This may include the Ministry of Awqaf and its branches and the Zakah Institution and its branches.

This waqf bank may also be permitted to hold current accounts for individuals and institutions so that it can utilize current deposits as leverage for the creation of means of payment (credit) to be exclusively utilized for the development of awqaf properties. In other words, it may be allowed to exercise its share in the credit creation like other commercial banks.

Time deposites held in this bank may be classified into two categories. The first category consists of temporary waqf deposits in which depositors give their cash as temporary

Dhaka University Institutional Repository

waqf for a certain period to time for the exclusive utilization in financing the development of waqf properties, free of cost except for the service charge as mentioned above. The second category of timed deposits consists of investment deposite aimed at providing return to owners. But their investment would be exclusive for financing the development of awqaf properties by utilizing one of the modes of profitable financing.

New Institutional Modes of Financing the Development of Awqaf :

Of course, new modes of financing investments in awqaf must be derived from the same fiqh on waqf and financing. This is made easier by the tremendous growth of fiqh on financial transactions that came about over the last two decades along with the rise of Islamic banking, keeping in mind that a waqf property must not be disposed of except in the form of exchange as discussed before. Hence, contemporary mides of financing must be based on the same three well-known principles of Islamic financing: the principle of sharing, the principle of sale and the principle of leasing.

We will now discuss the modes of financing that are suitable for institutional provision of resources and we will sort them on the basis of which party is given the right to the whole project. There are four modes of financing that allow the waqf nazer to keep an exclusive right over management: murabahah, istisna', ijarah and mudharabah. To these four modes, we will add the mode of ownership sharing (sharikat al-milk), which allows the two contractors to share management or to assign it to either party; and we will also have two more modes that give the management of the project to the financier, namely, the mode of output sharing and the mode of hukr or long lease.

Dhaka University Institutional Repository

Murabahah :

Murabahah financing has become well known in the literature. Its application on awqaf requires the waqf nazer to take the functions of an ectrepreneur who manages the investment process and buys necessary equipment and materiasls through a murabahah contract the purchase orderer, while the provision of financing comes from an Islamic bank. The management of a waqf becomes a debtor to the banking institution for the cost of the material purchased plus the financing markup which represents the price of the second sale contract in the murabahah to the purchase orderer. This debt will be paid from the returns of the expanded awqaf property.

Istisna :

The mode of istisna allows the management of a waqf to order the required expansion in the waqf property (e.g., construction) from the financing institution by means of an istisna contract. The bank then enters into another contract with a contractor to provide the same to the order of the bank that will be delivered on the bank's behalf to the awqaf management. According to the OIC Islamic Fiqh Academy Resolution, istisna is a Shari'ah-compatible contrat in which payment may be deferred by mutual agreement.

The istisna mode of financing also creates a debt on the waqf management that should be settled from the returnes of the expanded waqf property and the financier will not have a right to interfere in the management of the same.

Ijarah :

The ijarah mode of financing is a special application of ijarah in which the waqf nazer keeps full control over the management of the project. Its modus operadi goes as follows:

The nazer issues a permit, which is valid for a given number of years only, to the institutional financier allowing it

Dhaka University Institutional Repository

to erect a building on the waqf land. Then the nazer leases the building for the same period during which it is owned by the financer and uses it for the benefit of the waqf objective, be it a hospital, a school, or an investment property such as rental officer of apartments. The nazer runs the management and pays the periodic rent to the financier. The amount of rent is determined so that it compensates the financier would have obtained its pricipal and desired return. At the end of the permit period, the financier would have obtained its principal and desired profit and since the permit lapses, the financier would have no accessibility to waqf property.

This kind of ijarah is obviously a special case of ijarah that ends with the lessee owning the construction by virtue of being the owner of the land on which it is built. The permit may also be permanent for as the project lasts; e.g., for the economic life of the project, the nazer uses part of the income of the project if it is an investment waqf for payment of the rent to the financier.

Mudharabah by the Nazer with the Financier :

The mode of mudharabah can be used by the waqf, who assumes the role of entrepreneur (mudharib) and receives liquied funds from the financing institution to construct a building on the waqf property or to drill an oil well if it were an oil-producing waqf land. The management will exclusively be in the hands of the nazer, and the rate of profit sharing will be set in a way that compensates the waqf for the effort of its management as well as the use of its land.

Ownership Sharing :

The ownership mode of financing may be utilized when two parties happen to independently and individually own two things related to each other, such as if each one of them owns one half of a lot of agricultural land without having a formal partnership agreement. Ownership sharing is not a

Dhaka University Institutional Repository

partnership since in a partnership both parties commonly own the property of the partnership in accordance with their shares in its porncipal. In ownership sharing we are faced with two distinct properties, each one of which is owned completely and individually by an independent party. In fiqh, their relationship is determined by what is called sharikat al-milk in contrast to sharikat al-aqd, which applies to partnership.

The operational formal of ownership sharing is as follows: The nazer permits the financing institution to construct a building on the waqf land (or to dig an oil well and install extraction equipment). Each party owns independently and separately its own property and they agree on diving the output between themselves.

The fiqh of sharikat al-milk implies that each party is responsible for managing its own property. Hence, in this mode of financing the nazer and the financing institution may agree on sharing the management or assigning it to either party. Obviously , in determing the ratio of distributing the output, the managing party may be assigned extra percentage points as a compensation for its effort.

In this mode of financing, the management compensation may be set at a given amountof dollars or as a proportion of the output, and the owners may also agree on dividing gross or net income between themselves in proportion to their ownership, Furthermore, since the financing institution usually desires to get out of its ownership, at a certain future point of time, the perties may agree on selling the financier"s property to the waqf and utilizing part of the waqf share of the output as payments for its price.

Dhaka University Institutional Repository

Output Sharing

The output sharing mode is a contract that allows one party to provide a fixed asset such as land, to another party and then divides the gross return (output) between the parties on the basis of an agreed upon ratio. This mode of financing is based on muzara"a in which the landlord provides the land (and may be machinery) to the farmer. In output sharing , land and man agrement cannot be provided by the same party.

In the output sharing mode of finance , the waqf provides the land and other fixed assets if they are owned by the waqf. and the financing institution provides operational expeness and management. The financing institution may also provide part or all of the machinery as long as the land is provided by the nonmamaging party in accordance with the conditions of muzara. This mode is thus suitable for financing institutions that desire to take charge of the provided by the nonmanaging party in accordance with the conditions of muzara'a. This mode is thus suitable for financing institutions that desire to take charge of the projects management, while the waqf nazer takes the position of a silent partner. This makes it one of the two modes in which the management will exclusively be in the hands of the financing institution.

Long Lease and Hukr :

The final mode of institutional financing is one in which management is also kept in the hands of the financing institution that lease the waqf property for a long period of time. The financier takes charge of construction and management and pays periodic rent to the waqf nazer.

In the hukr submode, a provision is added in the contract, according to which the financing institution gives a cash lump sum payment in addition to periodic rent

Dhaka University Institutional Repository

payments. However, under fair market conditions, the total present value of the return to the waqf in hukr and in long lease should be approximately same.

It must be noted that the first category of deposits, the temporary waqf deposits, represents as act of charity in which the donor contributes the benefir of his/her cash for a certain period of time for the purpose of helping the development of awaf properties on a loan basis and the banking proces helps mobilizing such funds from small deposits and channeling them to the waqf users.

Additionally, the utilization of part of the cumulative current deposits and the ability to create credit help to expand the potential resources of the awqaf band in providing financing for the development of awqaf properties. In other words, this bank should be able to benefit from the seniority right and channel it toward awqaf development financing. Furthermore, such an awqaf band may be a domestic corre-spondent/agent of international. Financial Institutions that may be willing to help finance the development of awqaf properties.

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

১। ওয়াক্ফ অফিস সৃষ্টির অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের পর থেকে ১৯৯০-৯১ সালে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় মং-৪৪,২৮,২৫৩/- টাকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তৎপূর্ববর্তী বৎসর আদায় ছিল মং-২৭,৬৪,৬২০/-। এরূপভাবে ১৯৯৩-৯৪ সালে সর্বোচ্চ মং-৭৩,৫৫,৮৭১/- টাকা বৃদ্ধি পায়।

২। ১৯৯১ সালে ওয়াক্ফের নিজস্ব তহবিলে খরিদকৃত পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিউ ইস্কাটন ভবনের দখলভার গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে ১৫ তলা অফিস বাণিজ্যিক ভবণ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়।[৪৪]

৩। ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, তদারকী, ওয়াক্ফ চাঁদা ও হিসাব আদায় এবং লিল্লাহ্ খাতে অধিক ব্যয় নিশ্চিত করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য জেলা প্রশাসকগণকে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩৬ ধারা মতে দায়িত্ব প্রদান করা হয়[৪৫] এবং জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও থানা নির্বাহী অফিসারদের উক্ত দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হয়।

৪। ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ ও ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্‌ এস্টেটের হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা যথার্থভাবে পালিত হচ্ছে।

৫। ওয়াক্‌ফের সমূদয় চাঁদা পরিশোধ ও হিসাব দাখিলের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বাংলাদেশের সকল জেলা প্রশাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

৬। ৩৭নং নবাব কাটারা, ঢাকাতে অবস্থিত ওয়াক্‌ফের পুরাতন ভবনটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নিকট বাণিজ্যিক হারে ভাড়া দেয়া হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণে বর্ধিত হারে ভাড়া দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

৭। লিল্লাহ্‌খাতে অধিক ব্যয় নিশ্চিত করণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। বড় বড় এস্টেটের অধীনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে।

৮। ওয়াক্‌ফ এস্টেটের স্বার্থে দ্রুত মোকাদ্দমা নিস্পত্তির জন্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩১ ধারা মতে উপ-প্রশাসকগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।[৪৬]

৯। ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হাইকোর্টসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলার যথাযথ তদবীর/তড়িত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অত্র অফিসে আলাদাভাবে আইন শাখা খোলা হয়েছে।

১০। ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে গত আর্থিক বৎসরে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মুতাওয়াল্লীর চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিসহ উপপ্রশাসক, সহকারী প্রশাসক ও সহকারীদেরকে আদায় কাজের জন্য দায়িত্বাধীন জেলায় প্রেরণ করা হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী অফিসারগণকে আধা-সরকারী ও ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১। জেলার সকল ওয়াক্‌ফ এস্টেট পর্যায়ক্রমে অডিট করে আয় বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ অনতিবিলম্বে রিপোর্ট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফলতঃ বেশ কিছু এস্টেটের দাবী পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে, যার ফলে চলতি বৎসরে দাবীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে[৪৭] এবং মুতাওয়াল্লীদের এস্টেটের সঠিক হিসাব নিয়মিতভাবে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১২। ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় তথা ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের স্বার্থে বিভাগীয় ও জেলা অফিসে মুতাওয়াওল্লীদের ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে অনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৩। ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অধীন মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের শুদ্ধভাবে কালিমা, নামাজ ও কুরআন মাজীদ শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪ সালে তিনটি জেলায় যথা- বরগুনা, কিশোরগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও-এ নতুনভাবে অফিস স্থাপন করা হয়েছে। চলতি বৎসর নীলফামারী ও ভোলা জেলায় অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১৫। ৪, নিউ ইস্কাটনে পুরাতন ভবন সংস্কারসহ নুতন টিনসেট নির্মাণ করে ১৯৯১ সালে ওয়াক্‌ফ অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে এবং এ জমি রেজিষ্ট্রিকরণের স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ১২,৪১,২৪২/- টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মওকুফ করা হয়েছে।

১৬। তালিকা বহির্ভূত এস্টেটসমূহের বেশকিছু এস্টেট ইতোমধ্যেই তালিকাভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তালিকাভূক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পরিদর্শক-এর প্রতি প্রতিবেদন এক মাসের মধ্যে পাওয়া না গেলে উক্ত এস্টেট সাময়িকভাবে তালিকাভূক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।[৪৮]

১৭। ওয়াক্‌ফএস্টেটের মুতাওয়াল্লীর পদ মৃত/অপসারণ/ পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে শূণ্য হলে ওয়াকিফের দলিল মুতাবিক সত্বর মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ারিশদের মাঝে সংঘাত ও স্থানীয় কোন্দলের ফলে এস্টেটের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বর্তমানে সরকারী কর্মকর্তাদের মুতাওয়াল্লী হিসেবে নিয়োগ অথবা কমিটির মাধ্যমে এস্টেট পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১৮। নব সৃষ্ট ২৮টি খালিপদ ইতোমধ্যে পুরণ করা হয়েছে। ওয়াক্‌ফের সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত লোক-বলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপনের নিমিত্তে নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ৪৫০ জন লোকবলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩টি পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম পর্যায়ে ১৫২ লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

১৯। ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ওয়াক্‌ফ পরিদর্শক / হিসাব পরীক্ষকগণকে রশিদ বই প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় এবং উক্ত টাকা প্রতি জেলায় অবস্থিত জনতা ব্যাংকের শাখায় ওয়াক্‌ফ প্রসাশকের নামে একটি একাউন্ট খুলে তথায় জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার ব্যাংক এবং ওয়াক্‌ফ পরিদর্শক ও হিসাব পরীক্ষকগণকে ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় সম্পর্কিত বিবরণী প্রতিমাসে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অফিসে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪৯]

২০। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আওতাধীন সকল ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অফিসের আঙ্গিনায় ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় এবং ঘরের আশে পাশের প্রতি জমিতে অধিক পরিমানে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২১। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অধীন মীরপুর মাযার ওয়াক্‌ফ এস্টেটে অবস্থিত হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (রঃ) মাযার শরীফের খালি জমিতে মার্কেট নির্মানসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে উক্ত এস্টেটের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাযার এলাকায় একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২২। ঢাকা হযরত পীর ইয়েমেনী ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অধীনে পীর ইয়েমেনী চারতলা মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত এস্টেটের আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩। মতিঝিল জামে মসজিদ ওয়াক্‌ফএস্টেটের অধীনে ৪ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এতে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

২৪। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অধীন হামদর্দ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটার উন্নয়নের লক্ষ্যে মেঘনা সেতুর নিকট ৩০ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত স্থানে হামদর্দের ঔষধ কারখানা স্থাপনসহ হার্বাল গার্ডেন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২৫। রাজশাহী জেলার বাঘা থানায় অবস্থিত বাঘা ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ৬০ বিঘা পরিমাণ দিঘীটি বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সাহায্যে পুনঃখনন কার্যক্রম চলছে। যার ফলে মৎস চাষের মাধ্যমে উক্ত এস্টেটের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

এদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগরে 'ইসলামিক এডুকেশন ওয়াক্‌ফ' নামে একটি বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। ওয়াক্‌ফ ভবনটি বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক হতে তিনজন করে মোট ছয় সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালনা করছে। কিন্তু ওয়াক্‌ফ প্রশাসন এতে কোনভাবে সহযোগিতা করেনি। বলা হয়েছে- "Though it is a waqf property and has been constructed for welfare of poor Muslim poeple of this country, but the Bangladesh waqf Administration has not been associated with the committi of with the activities of the waqf Estate. Consequently, the Waqf Administration is deprived of its activites and its income as well. It is possible to take different development programs including expansion of Islamic education in Bangladesh with the income of that building; if the authrity of controlling and managing that building is entrusted with Bangladesh Waqf Administration.

Dhaka University Institutional Repository

The Islamic Development Bank authority is requested to kindly look into the matter and entrust the responsiblility for running that building with Bangladesh Waqf Administration."[৫০]

দেশের বিভিন্ন ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আওতাধীন জমির এক ব্যাপক অংশ অনাবাদী ও অব্যবহৃত রয়েছে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে। বিভিন্নভাবে ওয়াক্‌ফের আয় বাড়িয়ে তদ্বারা জমিতে বহুতল বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করে ওয়াক্‌ফের আয় আরও ব্যাপকভাবে বাড়ানো যায়।

আবার ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অনেক মূল্যবান জমি-জমা লোভী ও অসৎ ব্যক্তিবর্গ অবৈধভাবে দখল করে আছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। উপর্যুক্ত পন্থায় অর্জিতব্য অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত লড়াই করে মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করা যায়। আর তা যদি সম্ভব হয়, তবে ওয়াক্‌ফের সম্পদ যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি এর আয়ও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

সমাপণী কথা ঃ

পর্যালোচনার শেষ পর্যায়ে বলা যায় যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে একটি স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাশীল সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে যে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি নিয়োগ করে সকল বিভাগ ও জেলায় ওয়াক্‌ফের পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করতে হবে। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফসমূহের সঠিক তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানসহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ, বেহাত, বিক্রি ও বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত সম্পত্তি উদ্ধারের কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার।

তাছাড়া নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের দাবী পুনঃনির্ধারণ, চাঁদা ও হিসাব আদায়, ওয়াক্‌ফের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলাদা খতিয়ান খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ ও তালিকা বহির্ভূত এস্টেটসমূহের দ্রুত তালিকাভুক্তিকরণ, হিসাব রক্ষণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারার সংশোধনীর মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও অর্থবহ করা একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের গ্রামীন জনসাধারণের অধিকাংশই অশিক্ষিত। ওয়াক্‌ফ ও ওয়াক্‌ফ নীতিমালা সম্পর্কে যথার্থ ধারণা তাদের মধ্যে নেই। তাই এ ব্যাপারে বেসরকারী/সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। যাতে আরও নুতন নুতন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হতে পারে। এ ব্যাপারে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ধর্মপ্রাণ বিত্তশালী মুসলমানদেরকে প্রেরণা দিতে পারে।

এ ব্যাপারে গণযোগাযোগ মাধ্যম যেমন- রেডিও, টেলিভিশন এবং দৈনিক সংবাদপত্রগুলো জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত মাধ্যমগুলোতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ/নিবন্ধ, প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে জনমত গঠন করা যায়। আরও ওয়াক্‌ফ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন জেলা ও থানা সদর দফতরে মাঝে মাঝে সেমিনার/সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থাও করতে হবে।

আবার অধিকাংশ মুতাওয়াল্লী/বৃত্তিভোগী অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বিধায় তারা সঠিক পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারেনা। জরুরী ভিত্তিতে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যদি ওয়ক্‌ফ এস্টেটসমূহকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে একই প্লাটফর্মে সংগঠিত হতে পারে, তবেই এদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত ধারণা ব্যাপকভাবে বিস্তার করা সম্ভব হবে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বমহলের সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা। কেননা, "The activities relating to waqf in Bangladesh is more or less encouraging --------- Role of Waqf Estates can be made more effective if the brothers of the rich Muslim countries and Islamic Development Bank come forward and co-operate with financial and other assistance. Thus the brotherly feeling and patronization of the Muslim countries will definitely enhance and strenthen the role of The Bangladesh Waqf Administration in order to perform the duties relating Waqf more effectively and smothly".[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টীকা নির্দেশঃ

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১
২. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউস-ঢাকা-২০০০, পৃ. ১৫৮
৩. মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ১৩২
৪. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৫. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৬. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩
৭. আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা (অনু. মুসলিম চৌধুরী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮১, পৃ. ১০৪-৫
৮. আল-কুরআন, ৬ ঃ ৩৬
৯. আল-কুরআন, ১০৭
১০. আল-কুরআন, ৬৫ ঃ ৭
১১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৬০
১২. মাও. হিফজুর রহমান (অনু. মাও. আব্দুল আউয়াল), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ২৯৫
১৩. আল-কুরআন, ৫ ঃ ২
১৪. আল-কুরআন, সূরা যুখরুখ-৩২
১৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল যাকাত দ্রষ্টব্য
১৬. মুহিউদ্দীন আল আলী, মিশকাত শরীফ, বাব আল বিররি ওয়াসিলা দ্রষ্টব্য
১৭. Thoughts on Economics, The Quaterly Journal of Islamic Econimics Research Bureau, Dhaka-Vol-4, No. 3-4, July-December-1994, P. 86
১৮. আল-কুরআন, ৭০ ঃ ২৪-২৫
১৯. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২৯১.
২০. A brief outline of Waqf in Bangladesh. Waqf Bhaban, 37, Nawab Katra (Nimtali), Dhaka-1000, P. 1
২১. Ibid, P. 1.
২২. ড. মোস্তফা আস্ সিবায়ী (অনু. আকরাম ফারুক), ইসলামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব, ৪ ফেব্রুয়ারী-২০০২, দৈনিক সংগ্রাম, পৃ. ৭
২৩. Abdul Malik Ahmad Sayed "Role of Awqaf in Islamic History" in Hassan Abdullah Al-Amin, ed, Idarat wa tathmir mumtalakat al awqaf, Jeddah, IRTI, 1989, P. 231.
২৪. Ibid, P. 279.
২৫. Mustafa al-Zarka, Ahkam-al-awqaf, Damescus, Syrian Univerlity press, 1947, P. 48.

Dhaka University Institutional Repository

২৬. Ahmed Syed. op.cit. P. 290.
২৭. Ibid, P. 256.
২৮. ড. মোস্তফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২৯. ড. মোস্তফা আস সিবায়ী, প্রগুক্ত, ৭
৩০. Al-Zarka, op.cit, P. 59.
৩১. ড. মোস্তফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৩২. Monzer Kahf. "Financing the Development Awqaf Property". The American Journal of Islamic social sciences. Vol-16, No. 3, 1999, P. 45-46.
৩৩. Ahmed Syed op.cit, P. 280-287.
৩৪. ড. মোস্তফা আস সিবায়ী, প্রগুক্ত, পৃ. ৭
৩৫. Ed. A Brief Out-line of Waqf in Bangladesh, Waqf Bhaban, 4, New Eskaton Road, Dhaka, P. 2.
৩৬. Ibid, P. 3.
৩৭. ১৯৮৬ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ওয়াক্ফ-এর সংখ্যা-১৫০৫৫৩টি।
৩৮. M. Azharul Islam, Awqaf Experience of Bangladesh in South Asia, New Delhi, 1999, P. 5-6.
৩৯. Ibid, P. 7.
৪০. Ibid, P. 8
৪১. Ibid, P. 8.
৪২. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের ওয়াক্ফ ব্যবস্থা, ওয়াক্ফ ভবন, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ১২
৪৩. Monzer Kahf, 'Finanicng thd Development of Awqaf Property." The American Journal of Islamic Social Science (Economics), Vol-16, No-4, The International Institute of Islamic Thought, U.S.A. 1999, PP. 53-56, 64-65.
৪৪. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৪৫. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য, ঢাকা "ল" বুক হাউস-ঢাকা-১৯৯৭, পৃ. ৪৬, ধারা-৩৬ দ্র.
৪৬. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪৭. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৪৮. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-দ্রষ্টব্য।
৪৯. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৫০. Mohammad Azharul Islam, op.cit. P. 10.
৫১. Mohammad Azharul Islam, op.cit. P. 12.

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

* আল-কুরআনুল কারীম
* আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, ১৩৯৯ হিজরী, দেওবন্দ, ভারত
* মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড মাকতাবা মুস্তফা, দেওবন্দ, ১৩৯৯ হি.
* ইবনুল আবেদীন, রাদ্দুল মোহতার আলাদ দুররিল মুখতার, ৩য় খন্ড, আল মাকতাবা আলা মাজিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৩৯৯ হি.
* সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬,
* বুরহানউদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর, (অনূ. আবূ তাহের মিছবাহ), আল হিদায়া, ২য় খন্ড,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-২০০০,
* ইমাম আবুল হাসান ইবনে আহমদ, কুদুরী (অনূ.) রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮৫,

কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড,আল মাকতাবা আল রশিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৯৮৫,

* মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (অনু. মাওলানা আব্দুল আউয়াল), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০,
* গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য, ঢাকা ল' হাউজ, ঢাকা-১৯৮৮,
* সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা, ১৯৮৭
* সম্পা. এম. ইমদাদুল্লাহ্ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ তাজ কোং ঢাকা-১৯৯৬,
* কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, আল মাকতাবা আর রাশিদিয়া, পাকিস্তান-১৯৮৫,
* আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন, অবণি প্রকাশনী-ঢাকা-১৯৯১
* ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭,

Dhaka University Institutional Repository

* সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-২০০০
* বুরহান উদ্দীন আলী, আল হিদায়া, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা, ২০০০
* সারাখসী, মাবসূত, ১২ খন্ড ,কায়রো, ১৩৬৫ হি.
* মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা (অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১৯৮৬,
* মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭,
* সম্পাদনা গ্রন্থ, ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৭৬,
* জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮০,
* সম্পাদনা গ্রন্থ, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৭৬,
* সম্পাদনা পরিষদ, আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৯০,
* মুফতী মুহাম্মদ শফী (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন), তাফসীরে মায়ারেফুল ক্বোরআন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯
* আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল-আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, মাকতাবা আর রাশিদীয়া, দেওবন্দ, ভারত, ১৩৯৯ হি.
* ড. এম. এ. রহিম, (অনূ. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী-ঢাকা-১৯৯৫,
* নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৯,
* গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা-১৯৭৪,
* গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮৭,
* নিজাম উদ্দীন আহমেদ বখশী, তাবাকাত এ- আকবরী, ৩য় খন্ড, কলিকাতা,
* ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫,
* মোঃ নিজাম উদ্দিন, বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা-১৯৯৫,

Dhaka University Institutional Repository

* এস. এ. হাসান, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২, বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৯,
* ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউস-ঢাকা-২০০০,
* মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা-১৯৯৩,
* আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা (অনু. মুসলিম চৌধুরী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৮১,
* মুহিউদ্দীন আল আলী, মিশকাত শরীফ, বাব আল বিররি ওয়াসিলা
* মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, ঢাকা-১৯৯০,
* ড. মোস্তফা আস্ সিবায়ী (অনু. আকরাম ফারুক), ইসলামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব, ৪ ফেব্রুয়ারী-২০০২, দৈনিক সংগ্রাম,
* মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা, ওয়াক্‌ফ ভবন, ঢাকা-১৯৯৫,
* Khalid Rashid, Waqf Administration in India, New Delhi, 1978,
* Jamal Nasir, The Islamic Law and Personal status, London, Grahams, 1986,
* D. F. Molla, Principles of Mohamedan Law, 14th ed. Calcatta Eastern Law House, 1955,
* Monzer Kahf. 'Financing the Development of Awaf Property' The American Journal of Islamic Social Sciences (Economics) Vol-6, No-4, 1999.
* S.A. Hasan, The Waqfs Ordinance, 1962 (Bangladesh Law Book Company, Dhaka-1999),
* Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam,Premier Book House Anarkali, Lahore, 1964
* Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, Vol-15 Macmillan Publishing Company-New Yourk, 1986
* D.F. Mollah, Principles of Mohammadan Law, Calcutta Eastern Law House. 1555

Dhaka University Institutional Repository

* Hammudah Abdalati, Focus in Islam, The Holy Quran Publishing House, Beirut, Lebanon; 1973,
* G.H. Damant Shah Ismail Gazi, Journal of Asiatic Society of Bengal, 1876, XLIII,
* Prof. Hasan Askari, Bengal Past & Present, Vol-LXVII, Serial no. 130, 1948,
* Abid Ali, Memuirs of Gour & Pandua, Calcutta . 1931,
* Inscription, Journal of Asiatic Society of Bengal. 1878.
* Dr. Mohammad Enamul Huq, Sufism in Bengal, Dacca-1975,
* M. A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, voll-2 Karachi, 1967.
* A Brief out line of Waqf in Bangladesh. Waqf Bhaban, 4, New Eskaton Road, Dhaka
* Bangladesh Bureau of Statistics, Report on the census of Waqf estates, 1986, Govt. press, 1987.
* Muhammad Azharul Islam, Awqaf Experience of Bangladesh in South Asia (Country Paper), New Delhi, 1999,
* Dhaka law Report Office, the Waqf Ordinance-1962,
* Thoughts on Economics, The Quaterly Journal of Islamic Econimics Research Bureau, Dhaka-Vol-4, No. 3-4, July-December-1994,
* A brief outline of Waqf in Bangladesh. Waqf Bhaban, 37, Nawab Katra (Nimtali), Dhaka-1000,
* Abdul Malik Ahmad Sayed "Role of Awqaf in Islamic History" in Hassan Abdullah Al-Amin, ed, Idarat wa tathmir mumtalakat al awqaf, Jeddah, IRTI, 1989,
* Mustafa al-Zarka, Ahkam-al-awqaf, Damescus, Syrian Univerlity press, 1947,

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবু বকর

আল- হিদায়া-২য় খন্ড

ওয়াক্‌ফ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা রহিত হবে না, যদি না শাসক তার মালিকানা বিলোপের ঘোষণা প্রদান করেন। কিংবা সে নিজে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে যে, আমার যখন মৃত্যু হবে তখন থেকে আমি আমার বাড়ি এ কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করলাম।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফের ঘোষণা দেওয়া মাত্র তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহম্মদ (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির জন্য মুতাওয়াল্লী নিয়োগ এবং তার কাছে অর্পণের পূর্ব পর্যন্ত মালিকানা বিলুপ্ত হবে না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, আভিধানিক ভাবে ওয়াক্‌ফ وقف অর্থ আবদ্ধ করা। যেমন অভিন্ন অর্থে বলা হয় وقفت الدبة واوقفتها আমি সওয়ার থামালাম।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াক্‌ফ অর্থ কোন বস্তুকে মালিকের মালিকানায় আবদ্ধ করে দেয়া এবং তার মুনাফা ছাদাকা করে দেয়া; আরিয়াতে (অর্থাৎ মুনাফা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য) কোন কিছু দেওয়ার মত।

অতঃপর আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, বস্তুর মুনাফা তো অস্তিত্বহীন বিষয়। আর অস্তিত্বহীন বিষয়কে ছাদাকা করা বৈধ নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ মূলতঃই জায়েয না হওয়ার কথা। আর মাবসূতে তা বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। তবে আরিয়াত (মুনাফা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য) প্রদানের মত এটাও বাধ্যতামূলক নয়।

সাহেবায়নের মতে ওয়াক্‌ফ অর্থ আল্লাহর মালিকানার বিধানের ভিত্তিতে বস্তুকে আবদ্ধ করা। সুতরাং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মালিকানা ওয়াক্‌ফকারী থেকে রহিত হয়ে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে চলে যায় যে, তার মুনাফা বান্দাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

সুতরাং তা বাধ্যতামূলক হবে এবং তা বিক্রি করা, হেবা করা এবং মীরাছ রূপে বন্টন করা যাবে না।

وقف শব্দটি অবশ্য উভয় অর্থেরই অবকাশ রাখে। তবে প্রমাণের দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, হযরত ওমর (রা.) যখন তার মালিকানাধীন ছামাগ নামক ভূমি সাদাকা করতে মনস্থ করলেন তখন নবী (সা.) তাঁকে বলেছিলেন,

মূল ভূমিকে ছাদাকা করো, যা কখনো বিক্রি করা যাবে না, মীরাছ রূপে বন্টন করা যাবে না এবং হেবা করা যাবে না।

তাছাড়া এই কারণ যে, তার দিক থেকে ওয়াক্‌ফ বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যাতে সর্বক্ষণ এর ছওয়াব তার দিকে পৌঁছতে থাকে। আর মালিকানা রহিত করতঃ আল্লাহর দিকে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে তার প্রয়োজনকে পূর্ণ করা সম্ভব। কেননা শরীয়তে এর নজীর রয়েছে। যেমন মসজিদ। সুতরাং এটাকেও সেরূপ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো নবী (সা.)-এর বাণী অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফারায়েয থেকে কোন মাল আবদ্ধ রাখার অবকাশ নেই।

আর শোরায়হ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুহম্মদ (সা.) (ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে) আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রির বৈধতা নিয়ে এসেছেন।

তাছাড়া এই কারণে, বান্দার মালিকানা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই চাষাবাদ, বসবাস ও অন্যান্য উপায়ে তার থেকে ফায়দা গ্রহণ করার বৈধতা রয়েছে। আর তাতে মালিকানা হচ্ছে ওয়াক্‌ফকারীর। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় যথার্থ ক্ষেত্রগুলোতে খরচ করার বিষয়টি পরিচালনা করার কর্তৃত্ব হলো তার। আর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করার অধিকারও তার। তবে ওয়াক্‌ফকারীর সম্পত্তির মুনাফা ছাদাকা করবে। সুতরাং এটা কোন বস্তুকে আরিয়াত প্রদানের সদৃশ হলো।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, (সম্পত্তির) আয় ছাদাকা করার প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে। অথচ সম্পত্তিটি তার মালিকানায় না থাকলে তার পক্ষ থেকে ছাদাকা হবে না।

তৃতীয় কারণ এই যে, কোন মালিকানায় ন্য স্তকরণ ছাড়া তার মালিকানা বিলুপ্ত করার সম্ভাবনা নেই। কেননা মালিকানা গ্রহণের গুণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তা শরীয়তসম্মত নয়। যেমন (মান্নত করে) ছেড়ে দেয়া পশু। আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো মালিকানা রহিত করা।

মসজিদের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়েছে। এ কারণেই তা থেকে কোনভাবেই উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। পক্ষান্তরে এখানে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি থেকে বান্দার হক রহিত হয় না। সুতরাং সেটা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হক না। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী তার কিতাবে বলেছেন ঃ "ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হবে না; যদি না শাসক তার মালিকানা রহিত হওয়ার ঘোষণা দেন কিংবা সে নিজের মৃত্যুর সাথে ওয়াক্‌ফকে সম্পৃক্ত না রাখে।"

শাসকের ফায়সালার ক্ষেত্রে তো এটা সঠিক কথা। কেননা এটা হলো ইজতিহাদী বিষয়ে সিদ্ধান্ত। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত রাখার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত এই যে, তাতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা রহিত হবে না। এটা হলো চিরস্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মুনাফা ছাদকা করে দেয়া। সুতরাং এটা স্থায়ীভাবে কোন কিছুর মুনাফা সম্পর্কে ওয়াছিয়াতের সমতুল্য হলো। সুতরাং (আবূ হানীফা (র.)-এর মতে) তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর শাসক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শাসক কর্তৃক বিচার কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি। পক্ষান্তরে দুই পক্ষের সম্পত্তিতে নিযুক্ত 'সালিশের' ঘোষণা সম্পর্কে মাশায়েখগণ মতভিন্নতা পোষণ করেন।

যদি মৃত্যুশয্যায় ওয়াক্‌ফ করে তাহলে ইমাম তাহাবী (র.) বলেন যে, এটা মৃত্যু পরবর্তী অসীয়তের পর্যায়ে হবে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই ওয়াক্‌ফ তার উপর বাধ্যতামূলক হবে না। আর সাহেবায়নের মতে বাধ্যতামূলক হবে। তবে তা এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে সুস্থ অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করলে সমগ্র সম্পত্তি থেকে বিবেচ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আর সাহেবায়ন-এর মতে তখন মালিকানা বিলুপ্ত হয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফের বক্তব্য উচ্চারণ মাত্র বিলুপ্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এরও একই মত। যেমন আযাদ করার ব্যাপার। কেননা এটাও মালিকানা রহিতকরণমূলক বক্তব্য।

আর ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতে মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা অপরিহার্য। কারণ এটা হলো আল্লাহর হক, যা (তত্ত্বাবধায়ক) বান্দার হাতে অর্পণের মধ্য দিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হয়।

কেননা আল্লাহ যেহেতু সকল বস্তুর মালিক সেহেতু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যরূপে আল্লাহকে মালিক বানানো সাব্যস্ত হতে পারে না। তবে অন্যকে মালিক বানানোর অনবর্তী রূপে সাব্যস্ত হতে পারে। তখন তাকে মালিক বানানোর হুকুম সাব্যস্ত হবে এবং এটা যাকাত ও ছাদাকায় পর্যবসিত হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমামগণের মতপার্থক্য অনুযায়ী যখন ওয়াক্‌ফ ছহী হয়ে যাবে তখন তা ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে; কিন্তু যার নামে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তার মালিকানায় প্রবেশ করবে না।

কেননা যদি তা মালিকানায় প্রবেশ করে তাহলে তো তার কাছে এটা 'স্থিত' হয়ে থাকবে না। বরং তার মালিকানার অন্য সব সম্পত্তির মত এটাতে তার বিক্রয় কার্যকর হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি সে এটার মালিক হয়ে যায় তাহলে তো প্রথম মালিক (ওয়াক্‌ফকারী) এর শর্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে তার থেকে হস্তান্তরিত হতে পারবে না, যেমন তার অন্যান্য সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী (র.) বলেছেন, "ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে।" এক্ষেত্রে সাহেবায়নের মত তেমনই হওয়ার কথা, যা মতপার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র.) বলেন, এটা জায়েয নয়। কেননা মূল দখল বুঝে নেওয়া তাঁর মতে শর্ত। সুতরাং যা দ্বারা দখল পুর্ণাঙ্গ হয় (অর্থাৎ বন্টন) সেটাও শর্ত হবে।

এই মতপার্থক্য হলো সেই ক্ষেত্রে, যা বন্টনযোগ্য। পক্ষান্তরে যা বন্টনযোগ্য নয় সেক্ষেত্রে ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতেও এজমালী অবস্থায়ই ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে। কেননা এটাকে তিনি হেবার সাথে এবং কার্যকর ছাদাকার সাথে কিয়াস করেন।

মসজিদ ও করবস্থানের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বন্টনযোগ্যতা না থাকার ক্ষেত্রেও এজমালী ওয়াক্‌ফা সম্পন্ন হবে না।

কেননা শরীকানায় বিদ্যমানতা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক।

তাছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে পালাক্রম প্রয়োগ করা অত্যন্ত ঘৃণ্য। যেমন এক বছর কবরস্থানরূপে মৃতকে দাফন করা। এরপর আবার এক বছর ফসল করা। কিংবা এক বছর মসজিদ রূপে ব্যবহার করা, আবার এক বছর আস্তা বল রূপে ব্যবহার করা।

(এ দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এজমালী সম্পত্তি) ওয়াক্‌ফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটাকে কাজে লাগানো এবং উৎপাদন বন্টন করা সম্ভব।

যদি সবটুকু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হয়, তারপর তার একাংশে কোন হকদার প্রমাণিত হয় তাহলে ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতে অবশিষ্টাংশেও ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সম্পত্তিটি ওয়াক্‌ফ করার সময় তাতে এজমালীত্ব বিদ্যমান ছিলো। যেমন হেবার ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে হেবাকারী যদি আংশিক হেবা প্রত্যাহার করে কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী দুই-তৃতীয়াংশ প্রত্যাহার করে আর অবস্থা এই যে, মৃত্যুশয্যায় সে হেবা করেছিল বা ওয়াক্ফ করেছিল। আর সম্পত্তিতে সংকীর্ণতা রয়েছে (অর্থাৎ আর কোন সম্পত্তি নেই।) তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা এই 'এজমালিত্ব' হচ্ছে পরবর্তীতে উদ্ভুত। আর যদি পৃথক করা সম্ভব এমন নির্ধারিত কোন অংশের হকদার বের হয়ে আসে তাহলে অবশিষ্টাংশ ওয়াক্ফ বাতিল হবে না। কেননা এখানে এজমালিত্ব নেই। এ কারণেই তো প্রাথমিক অবস্থায় আংশিক ওয়াক্ফ করা বৈধ ছিলো।

হেবা ও মালিকানায় দিয়ে দেওয়া ছাদাকা সম্পর্কেও একই কথা।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াক্ফ পূর্ণতা লাভ করবে না যদি তার শেষে চিরস্থায়ী কোন দিক উল্লেখ না করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অস্থায়ী কোন খাত উল্লেখ করলেও ওয়াক্ফ জায়েয হয়ে যাবে। অতঃপর (ঐ খাত বন্ধ হয়ে গেলে) তা গরীব-মিসকিনদের জন্য হয়ে যাবে। যদিও (ওয়াক্ফ করার সময়) তাদের নামোল্লেখ না করে থাকে।

তারফায়নের দলীল এই যে, ওয়াক্ফের ফলশ্রুতি হলো নতুন কোন মালিকানায় অন্তর্ভূক্তি ছাড়াই মালিকানা বিলুপ্ত। আর তা চিরস্থায়ী হয়। যেমন দাস মুক্তির বিষয়টি। সুতরাং উল্লেখকৃত খাতটি যদি বিলুপ্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তাহলে সেখানে ওয়াক্ফের দাবী পূর্ণ হয় না। এই কারণেই সাময়িক বিক্রির মত সাময়িক ওয়াক্ফও বাতিল বলে গণ্য হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর দলীল এই যে , আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আর তা এখানে বিদ্যমান রয়েছে।আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ কখনো অস্থায়ী খাতে ওয়াক্ফ করার মাধ্যমে হয় আর কখনো স্থায়ী খাতে ওয়াক্ফ করার মাধ্যমে হয় । সুতরাং ওয়াক্ফের দুই সূরতই বৈধ হবে। আর কেউ কেউ বলেন, চিরস্থায়ী খাতে ওয়াক্ফ করা সর্বসম্মতভাবেই শর্ত । তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে চিরস্থায়ী শব্দ উল্লেখ করা শর্ত নয়। কেননা ওয়াক্ফ ও ছাদাকার ন্যায় শব্দই চিরস্থায়ীত্বের দিক নির্দেশ করে। কারণ আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, দাস মুক্তির ন্যায় এটাও হচ্ছে মালিকানায় অর্পণ ব্যতীত বিদ্যমান মালিকানা রহিতকরণ। একারণেই কুদূরী কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মত বর্ণনা কালে বলা হয়েছে যে ,উল্লেখ না করা হলে ও পরবর্তীতে তা গরীব মিসকীনদের জন্য হয়ে যাবে। আর এ হলো বিশুদ্ধ মত।

আর ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে চিরস্থায়ীত্বের দিক উল্লেখ করা শর্ত। কেননা ওয়াক্ফ হচ্ছে মুনাফা বা ফসল ছাদাকা করা। আর তা সাময়িক হতে পারে এবং স্থায়ী হতে পারে।সুতরাং নিঃশর্ত ওয়াক্ফকে স্থায়ী ওয়াক্ফকে স্থায়ী ওয়াক্ফের অভিমুখী করে দেয়া সম্ভব নয় । তাই স্থায়িত্বের বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করা অপরিহার্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা বৈধ।

কেননা সাহাবা কেরামের এক জামাত তা করেছেন। স্থানান্তরযোগ্য ও অবস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা জায়েজ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, সর্বাবস্থায় এটা হওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন যে, যদি কোন ভূ-সম্পত্তি হালের বলদ ও ভূমিকম্প চাষীদের ও য়াক্ফ করে তাহলে তা বৈধ হয়।

চাষাবাসের অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কে ও একই কথা । কেননা জমির উদ্দেশ্যে তথা ফসল অর্জন করার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে ভূমির অনুবর্তী । আর অনুবর্তীরূপে এমন সকল বিধান সাব্যস্ত হয়, যা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত হয় না । যেমন বিক্রির ক্ষেত্রে সেচ অধিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে ভবন অন্তর্ভুক্ত হওয়া ।

এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমামা আবূ ইউসুফ (র) এর অনুগামী ।কেননা তার মতে কিছু কিছু স্থানান্তরযোগ্য বস্তু যখন স্বতন্ত্রভাবে ওয়াক্ফ করা বৈধ তখন অনুগামী রূপে ওয়াক্ফ করা আরো স্বাভাবিক ভাবেই বৈধ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন , অস্ত্র ও ঘোড়া ওয়াক্ফ করা জায়েয রয়েছে। এর অর্থ হল ফী সাবিল্লাহ ওয়াক্ফ করা । মাশায়েখগণের বর্ণনা মতে এ বিষয়ে ইমাম ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।আর এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী । সাধারণ কিয়াসের দাবী হলো জায়েয না হওয়া । কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তি হচ্ছে এ সম্পর্কিত মশহুর হাদিস সমূহ। তন্মেধ্যে একটি এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আর খালেদ তো তার কিছু বর্ম ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ(বা ওয়াক্ফ) করেছেন। আর তালহা তাঁর বর্মসমূহ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করেছেন।

উটও অশ্বের বিধানভুক্ত হবে। কেননা আরবরা জিহাদে উট ব্যবহার করে। অদ্রূপ তাতে অস্ত্র বহন করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যে সকল স্থানান্তর যোগ্য বস্তু ওয়াক্ফ করার প্রচলন রয়েছে, সেগুলো ওয়াক্ফ করা জায়েয হবে। যেমন , কুড়াল, বেলচা, বাটলি, করাত, জানাযার খাটিয়া ও তার পর্দা, ডেগ-ডেগচি, কুরআন শরীফ(ইত্যাদি) । ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তা জায়েয নয়। কেননা কিয়াস বর্জন করা হয় নাছ বা শরীয়তের প্রত্যক্ষ বাণীর কারণে। আর নাছ শুধু অস্ত্র ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর জবাব এই যে, লোক প্রচলনের কারণেও কিয়াস পরিত্যাগ করা হয়। যেমন মাল তৈরির ফরমায়েশ করার ক্ষেত্রে ।

আর উপরোক্ত জিনিসগুলো ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে লোক প্রচলন পাওয়া যায়।

আর নছীর বিন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রয়েছে যে ,তিনি কুরআন শরীফের পর্যায়ভুক্ত ধরে তাঁর কিতাবগুলো ওয়াক্ফ করেছেন। ইহা শুদ্ধ। কেননা (কুরআন ও কিতাব) এর প্রত্যেকটি শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে দ্বীন হাসিলের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। দেশের অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতের সমর্থক।

আর যেগুলোতে লোক প্রচলন নেই সেগুলোকে ওয়াক্ফ করা আমাদের মতে জায়েয নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যে সকল বস্তুর মূল সত্তাকে বিদ্যমান রেখে উপকার লাভ করা যায় এবং তা বিক্রি করা বৈধ; সেগুলো ওয়াক্ফ করাও বৈধ। কেননা উপকার যোগ্যতার দিক থেকে এগুলো অস্ত্র, অশ্ব ও ভূমির সম পর্যায়ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দলীল এই যে, এগুলোকে ওয়াক্‌ফ করার ক্ষেত্রে চিরস্থায়িত্বের দিক নেই। অথচ আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এ হলো শর্ত।

সুতরাং এগুলো দেরহাম দীনারের মত হয়ে গেলো। ভূ-সম্পত্তির বিষয়টি ভিন্ন। আর এক্ষেত্রে শরীয়তের কোন বিরুদ্ধ বাণী নেই এবং লোক প্রচলনের দিক থেকেও কোন বিরুদ্ধ প্রচলন নেই। সুতরাং এগুলো মূল কিয়াসের উপরই বহাল থাকবে। আর তা এইজন্য যে, ভূ-সম্পত্তি স্থায়ী হয়। আর জেহাদ হলো দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সুতরাং তাতে ইবাদতের দিকটি অধিকতর শক্তিশালী। কাজেই অন্যগুলো এ দুটোর সমপর্যায়ভূক্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফ যখন শুদ্ধ হয় (ও বাধ্যতামূলক) তখন তা বিক্রি করা বা কারো মালিকানায় প্রদান করা জায়েয হবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি এজমালী সম্পত্তি হয় আর শরীকদার বন্টন দাবী করে তখন বন্টন করা বৈধ হবে।

অপর কাউকে মালিক বানানোর নিষিদ্ধতার দলীল আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর বন্টনের বৈধতার কারণ এই যে, বন্টন অর্থ হলো পৃথকীকরণ ও আলাদাকরণ। বেশির চেয়ে বেশি এই হবে যে, মাপ ওজনের বস্তু ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে বিনিময়ের দিকটি প্রধান, কিন্তু ওয়াক্‌ফের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথকীকরণের দিকটাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং মূলতঃ এটি বিক্রি বা অন্যকে মালিক বানানো নয়।

অতঃপর (কুদূরীর মূল বক্তব্যের প্রেক্ষিতে) লোকটি যদি এজমালী ভূ-সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ ওয়াক্‌ফ করে তাহলে সে নিজেই তার শরীকদারের সাথে বন্টন করবে। কেননা এ কর্তৃত্ব ওয়াক্‌ফকারীর হাতে এবং তার মৃত্যুর পরে তার নিযুক্ত অছীর হাতে অর্পিত।

আর যদি নিজের একক মালিকানার ভূ-সম্পত্তির অর্ধেক ওয়াক্‌ফ করে তাহলে কাযী তা বন্টন করে দেবেন। কিংবা নিজের অবশিষ্টাংশ কোন লোকের কাছে বিক্রি করবে। অতঃপর ক্রেতা তা বন্টন করে নিবে। এরপর ওয়াক্‌ফকারী ক্রেতা থেকে তা পুনঃক্রয় করে নেবে।

কেননা একই ব্যক্তি বন্টন দাবিকারী এবং বন্টন গ্রহণকারী হতে পারে না।

আর বন্টনের ক্ষেত্রে যদি কিছু দিরহাম উদ্বৃত্ত থাকে আর ক্রেতা সেটা ওয়াক্‌ফকারীকে প্রদান করে তাহলে তা জায়েয হবে না। কেননা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি বিক্রি করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ওয়াক্‌ফকারী যদি উদ্বৃত্ত দিরহাম দিয়ে দেয় তাহলে জায়েয হবে এবং ঐ দিরহাম পরিমাণ ক্রয় সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় প্রাথমিক ব্যয় করবে ওয়াক্‌ফের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে। ওয়াক্‌ফকারী এই শর্ত আরোপ করুক কিংবা না করুক।

কেননা ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য হলো স্থায়ীভাবে উৎপাদন ব্যয় করা আর উন্নয়ন ছাড়া তার স্থায়িত্ব বহাল থাকবে না। সুতরাং অনিবার্য দাবি হিসাবে উন্নয়নের শর্ত যুক্ত হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, দায় বহনের বিনিময়েই ফলভোগের অধিকার হয়। সুতরাং এটা ঐ গোলামের ভরণ পোষণের মত হলো, যার খিদমত সম্পর্কে কারো অনুকূলে অছিয়ত করা হয়েছে, তা খিদমতের জন্য অছিয়তকৃত ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার যদি নির্দিষ্ট কোন লোকের নামে ওয়াক্‌ফ করে কিন্তু ওয়াক্‌ফের পরিণতি গরীব মিসকীনদের জন্য হয় তাহলে উন্নয়ন ব্যয় ঐ লোকটির জীবদ্দশায় তার সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হবে। সে নিজের যে কোন সম্পত্তি থেকে ইচ্ছা তা আদায় করতে পারে এবং তা ওয়াক্‌ফকৃত আয় থেকে নেয়া যাবে না।

কেননা, যার অনুকূলে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে, সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট। সুতরাং তার কাছে দাবি উত্থাপন সম্ভব। অবশ্যতার প্রতিকূলে ঐ পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় অবশ্য সাব্যস্ত হবে, যা দ্বারা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পাত্তি ওয়াক্‌ফকালীন অবস্থার উপর বহাল থাকতে পারে আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ঐ গুণ অনুযায়ী তাকে পুনঃ নির্মান করতে হবে। অতিরিক্ত কোন পরিমানের হকদারী তার উপর নেই এবং ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় তার প্রাপ্য। সুতরাং তার সম্মতি ছাড়া অন্য কোন খাতে তা ব্যয় করা যাবে না।

আর যদি গরীব মিসকীনদের নামে ওয়াক্‌ফ করে তাহলে কোন কোন মতে একই বিধান হবে। আর অনেকের মতে তা জায়েয হবে। তবে প্রথমোক্ত মত অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হলো ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে। আর অতিরিক্ত পরিমাণে সে প্রয়োজন নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি নিজের সন্তানের বাবাদের জন্য কোন বাড়ি ওয়াক্‌ফ করে তাহলে বসবাস যার হবে উন্নয়ন ব্যয়ও তার উপরে বর্তাবে।

কেননা আগেই বলা হয়েছে যে, দায়বহনের বিনিময়ে ফল ভোগের অধিকার হবে। সুতরাং এটা ঐ গোলামের খরচ বহনের মত হলো, যার খেদমতের ওয়াছিয়ত করা হয়েছে কারো অনুকূলে।

যদি সে তা প্রদানে বিরত থাকে কিংবা সে দরিদ্র হয় তাহলে শাসক (ও বিচারক) তা ভাড়ায় দেবেন এবং ভাড়ার আয় দিয়ে তার উন্নয়ন করবেন। অতঃপর যার বসবাসের অধিকার তার কাছে প্রত্যর্পণ করবেন।

কেননা এতে ওয়াক্‌ফকারীর হক এবং ব্যবসাকারীর হক, উভয় হকের রেযায়েত করা হয়। কারণ সেটা উন্নয়ন সাধন না করলে মূলতঃই বসবাস যোগ্যতা রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং উন্নয়ন সাধনই উত্তম হবে।

আর ওয়াক্‌ফ করা থেকে যে বিরত থাকতে চায় তাকে উন্নয়ন কাজে বাধ্য করা যাবে না। কেননা এতে মাল নষ্ট করা (ইচ্ছার বিরুদ্ধে খরচ করানো) হয়। সুতরাং ভাগ চাষের ক্ষেত্রে বীজ দাতার বীজদান থেকে বিরত থাকার সদৃশ হলো। ফলে তার বিরত থাকা নিজের হক বাতিল হওয়ার ব্যাপারে তার সম্মতির পরিচায়ক হবে না। কেননা সে দ্বিধাগ্রস্ততার পর্যায়ে রয়েছে। বসবাসের অধিকার যার তার পক্ষ থেকে ভাড়ায় প্রদান বৈধ নয়। কেননা সেতো মালিক নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফের যে ভবন ধ্বসে পড়েছে এবং যে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে শাসক (বা বিচারক) ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির উন্নয়নের কাজে সেগুলোকে ব্যবহার করবে। যদি প্রয়োজন হয়, আর যদি তখন প্রয়োজন না হয় তাহলে সংরক্ষণ করে রেখে দেবে। যখন উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন সেগুলোকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করবে।

কেননা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি যেন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে এবং ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেজন্য উন্নয়ন ও সংস্কার অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং যদি তৎক্ষণাৎ সেগুলোর প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলোকে সংস্কার কাজে ব্যবহার করবে। পক্ষান্তরে যদি তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন না হয় তাহলে সংরক্ষণ করে রেখে দেবে, যাতে প্রয়োজনের সময় যোগাড় করা কষ্টকর না হয় এবং ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য নষ্ট না হয়।

আর যদি সেগুলোকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপন সম্ভব না হয় তাহলে বিক্রি করে সেগুলোর মূল্য মেরামত কাজে ব্যয় করবে। এটা হবে মূলকে ব্যহার করার ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তীকে ব্যবহার করা।

ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির হকদারদের মাঝে ভগ্নাবশেষগুলো বন্টন করা জায়েয হবে না।

কেননা এটা হলো ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু সত্তার অংশ; আর যাদের নামে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির বস্তু সত্তায় তাদের হক নেই। তাদের হক হলো শুধু মুনাফার মধ্যে। বস্তু সত্তা হলো আল্লাহর হক। সুতরাং যা তাদের হক নয়, তা তাদের খাতে ব্যয় করা যাবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওয়াক্‌ফকারী যদি ওয়াক্‌ফের আয় নিজের নামে নির্ধারিত করে কিংবা তার পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েয রয়েছে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ ওয়াক্‌ফের আয় নিজের নামে শর্ত করা। দ্বিতীয়তঃ পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখা।

প্রথমটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বৈধ; কিন্তু ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের কিয়াসে তা বৈধ নয়। হিলালে রাজীরও এই মত। ইমাম শাফেয়ীও তাই বলেন।

কোন কোন মতে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মত পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়কের দখল বুঝে নেয়া এবং পৃথক করে নেয়ার শর্ত আরোপের ব্যাপারে মত পার্থক্য।

আর কোন কোন মতে এটা স্বতন্ত্র মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা।

নিজের জীবদ্দশায় কিছু অংশ নিজের জন্য বরাদ্দ করার শর্ত আরোপ করার এবং মৃত্যুর পর গরীব মিসকীনদের নামে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এবং জীবদ্দশায় সর্বাংশ নিজের জন্য আর মৃত্যুর পর গরীব মিসকীনদের নামে করার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে মতভিন্নতা একই রকম।

আর যদি এই শর্তে ওয়াক্‌ফ করে যে, আয়ের অংশ বিশেষ কিংবা সর্বাংশ তার উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারাদের জন্য যতদিন তারা জীবিত থাকে। এর পর যখন তারা মারা যাবে তখন তা গরীব মিসকীনদের জন্য হবে তাহলে কোন কোন মতে সর্বসম্মতিক্রমে তা বৈধ আর কোন কোন মতে এটাও মতপার্থক্যপূর্ণ। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা নিজের জীবদ্দশায় তাদের জন্য বরাদ্দের শর্ত করা এবং নিজের জন্য বরাদ্দের শর্ত করা একই কথা।

ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতামতের কারণ এই যে, ওয়াক্‌ফ অর্থ হলো আমরা যে পন্থা উল্লেখ করেছি সে পন্থায় (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) মালিকানা প্রদানের ভিত্তিতে সেচ্ছাদান করা। সুতরাং অংশবিশেষ কিংবা সর্বাংশ নিজের জন্য শর্ত করা ওয়াক্‌ফ বাতিল করে দেয়। কেননা নিজের মালিকানা থেকে নিজেকে মালিকানা প্রদান সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এটা কার্যকর ছাদাকার অংশ বিশেষ নিজের জন্য বরাদ্দ করার মত এবং মসজিদের অংশবিশেষ নিজের জন্য শর্ত করার মত হল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলিল হল এই বর্ণনা যে, নবী (সঃ) নিজে ছাদাকা থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

আর এখানে ছাদাকার অর্থ হলো ওয়াক্‌ফকৃত ছাদাকা। অথচ নিজের জন্য শর্তারোপ ছাড়া তা থেকে আহার করা হালাল নয়। সুতরাং বর্ণনাটি এ রকম শর্তারোপের বৈধতা প্রমাণ করে।

তাছাড়া এই কারণে যে, ওয়াক্‌ফ হল ছাওয়াবের নিয়তে নিজের মালিকানা রহিত করে আল্লাহর নামে সাব্যস্ত করা। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সুতরাং যখন অংশবিশেষ বা সর্বাংশ নিজের জন্য বরাদ্দের শর্ত আরোপ করবে তখন যা আল্লাহর মালিকানাধীন হয়ে গেছে তা নিজের মালিকানায় আনয়ন করা হবে। নিজস্ব মালিকানাধীন বস্তুকে নিজের মালিকানায় আনায়ন নয়। আর এটার বৈধতা রয়েছে, যেমন কোন সরাইখানা কিংবা পানি পান উৎস স্থাপন করলো কিংবা নিজের জমিকে কবরস্থান বানালো আর এই শর্ত আরোপ করলো যে, সরাইখানায় সে অবস্থান করবে কিংবা পান উৎস থেকে পানি পান করবে কিংবা সে কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে তার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ছাওয়াব লাভ করা। আর নিজের জন্য ব্যয় করাতে ছাওয়াব রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, মানুষের নিজের জন্য খরচ করাটাও ছাদাকা।

ওয়াক্‌ফকারী যদি এই শর্ত আরোপ করে যে, যখন সে ইচ্ছা করবে ওয়াক্‌ফী ভূমিকে অন্য ভূমি দ্বারা বদল করতে পারবে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এই শর্তারোপ বৈধ। আর ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ জায়েয কিন্তু শর্ত বাতিল।

আর যদি ওয়াক্‌ফ করার ক্ষেত্রে নিজের জন্য তিন দিনের ইচ্ছাধিকার শর্ত আরোপ করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ ও শর্ত দুটোই বৈধ। আর ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে।

এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব বর্ণিত মাসআলার ভিত্তিতে (যেহেতু আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জীবদ্দশায় নিজের জন্য ওয়াক্‌ফের আয় ব্যতিক্রমরূপে সাব্যস্ত করতে পারে, সেহেতু ইচ্ছাধিকার শর্তও আরোপ করতে পারে)।

আর পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখার বিষয়টিকে কুদূরী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এটি শায়খ হেলাল (র.)-এরও মত এবং এটাই প্রকাশিত মাযহাব।

শায়খ হিলাল তাঁর কিতাবের ওয়াক্‌ফ অধ্যায়ে বলেছেন, একদল মাশায়েখ মত প্রকাশ করেছেন যে, ওয়াক্‌ফকারী যদি নিজের জন্য পরিচালনা কর্তৃত্বের শর্ত আরোপ করে তাহলে এ অধিকার তারই হবে। আর যদি শর্ত আরোপ না করে তাহলে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, এটা মুহম্মদ (র.)-এর মত।

কেননা তাঁর মূলনীতি এই যে, ওয়াক্‌ফ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করা। আর যখন অর্পণ করবে তখন তাতে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

আমাদের দলীল এই যে, নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক তারই পক্ষ হতে তারই আরোপিত শর্তের কারণে কর্তৃত্বভার লাভ করে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, অন্য লোক তার পক্ষ হতে কর্তৃত্ব লাভ করবে; অথচ তার নিজের জন্য কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হতে পারবে না।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলীল এই যে, সেই হচ্ছে এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির নিকটতম ব্যক্তি। সুতরাং এর পরিচালনা কর্তৃত্বের ব্যাপারে সেই হবে অধিকতর হকদার। যেমন- কেউ যদি মসজিদ বানায় তাহলে তার উন্নয়ন ও সংস্কারের ব্যাপারে এবং তাতে মুয়ায্‌যিন নিয়োগের ব্যাপারে সেই

Dhaka University Institutional Repository

অধিক হকদার হয়। তেমনি যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করল তার 'ওয়ালা' (উত্তরাধিকারী) তারই হয়ে থাকে। কেননা আযাদকারীই হচ্ছে তার নিকটতম ব্যক্তি।

যদি এমন হয় যে, ওয়াক্‌ফকারী পরিচালনা ভার নিজের হাতে রাখার শর্ত আরোপ করলো। কিন্তু ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি হেফাজতের ব্যাপারে সে নির্ভরযোগ্য নয়, তাহলে কাযীর অধিকার রয়েছে গরীব মিসকীনদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তার হাত থেকে তা নিয়ে নেওয়া। যেমন তার অধিকার রয়েছে ছোট বাচ্চাদের স্বার্থ রক্ষার্থে ওয়াছীকে সম্পত্তির পরিচালনা থেকে বের করে দেওয়া।

তদ্রূপ যদি সে শর্ত করে যে, কোন শাসকের বা বিচারকের অধিকার হবেনা যে, তা তার কবজা থেকে নিয়ে অন্য কাউকে এর মুতাওয়াল্লী বানাবে। কেননা এটা শরীয়তের বিধান বিরোধী শর্ত। সুতরাং তা বাতিল হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ

কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত যথাযথভাবে সেটাকে নিজের মালিকানা থেকে পৃথক না করবে এবং লোকদের সেখানে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান না করবে ততক্ষণ তা তার মালিকানা থেকে বের হবে না। তবে (তার অনুমতিক্রমে) যখনই একজন মানুষ সেখানে সালাত আদায় করবে তখনই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে।

পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে, এ ছাড়া জিনিসটা আল্লাহর জন্য খালেস হতে পারে না।

আর এতে সালাত আদায়ের প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতে (ওয়াক্‌ফ স্বীকৃত হওয়ার জন্য) অর্পণ অপরিহার্য। আর প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর অর্পণ হলো শর্ত। আর মসজিদের ক্ষেত্রে এ অর্পণ সম্পন্ন হবে তাতে সালাত আদায় করা দ্বারা।

কিংবা এ কারণে যে, এখানে যেহেতু কবজা করার বাহ্যিক রূপ সম্ভব নয় (কেননা প্রকৃত কব্‌জা বা দখল তো হলো আল্লাহর) সেহেতু উদ্দেশ্যকে কব্‌জার স্থলবর্তী করা হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনা মতে এতে এক জনের সালাত আদায়ই যথেষ্ট। ইমাম মুহম্মদ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

কেননা সালাতের (সংখ্যাগত সমগ্র) পূর্ণ জাতিসত্তার সাব্যস্তকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং তার সর্বনিম্ন পরিমাণ শর্ত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র.) থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, জামাতের সাথে সালাত আদায় করা শর্ত হবে। কেননা সাধারণভাবে সেজন্যই মসজিদ নির্মিত রয়েছে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, "এ কে মসজিদ করলাম"- বলা দ্বারাই তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

কেননা তাঁর মতে ওয়াক্‌ফ যেহেতু বান্দার মালিকানা রহিত করার নাম, সেহেতু তত্ত্বাবধায়কের নিকট অর্পণ করা শর্ত নয়। সুতরাং বান্দার হক রহিত করা দ্বারাই সেটা আল্লাহর জন্য খালিছ হয়ে যাবে। আর তা হয়ে গেল (মালিকানা আযাদ করার মত)। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুহম্মদ (র.) (জামে ছাগীর কিতাবে) বলেন, কেউ যদি এমন মসজিদ তৈরী করে যার নীচে (ভূগর্ভস্থ) কক্ষ রয়েছে। কিংবা যার উপরে (বিভিন্ন তালা বা) ঘর রয়েছে আর মসজিদের দরজা (বা প্রবেশ পথ) রাস্তার দিকে খুলে দেয় অতঃপর সেটাকে সে নিজের মালিকানা থেকে পৃথক করে দেয় তাহলে তা সে বিক্রি করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারভূক্ত হবে।

কেননা তার সাথে বান্দার হক যুক্ত থাকার কারণে সেটা আল্লাহর জন্য খালিছ হয়নি।

আর যদি ভূগর্ভস্থ কক্ষ মসজিদের প্রয়োজনের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে ওয়াক্ফ জায়েয হবে। যেমন বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে রয়েছে।

হাসান বিন যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নীচের অংশকে মসজিদ এবং তার উপরের অংশকে যদি বাসস্থান রূপে নির্ধারিত করে তাহলে তা মসজিদ রূপে গণ্য হবে।

কেননা মসজিদ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে আর তা নিচের থেকেই সাব্যস্ত হতে পারে; উপরের থেকে নয়।

আর ইমাম মুহম্মদ (র.) থেকে এর থেকে বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। কেননা মসজিদ তাজীমযোগ্য ঘর। কিন্তু তার উপরে যদি বাসস্থান থাকে কিংবা ভাড়ার ঘর থাকে তাহলে তাজীম রক্ষা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বাগদাদে এসে বাড়িঘরের স্থান সঙ্কুচিত দেখে উভয় ক্ষেত্রে তিনি মসজিদ রূপে অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ যেন তিনি প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেছেন।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বাগদাদে এসে বাড়িঘরের স্থান সঙ্কুচিত দেখে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি মসজিদ রূপে অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ যেন তিনি প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেছেন।

আর ইমাম মুহম্মদ (র.) থেকে রয়েছে যে, তিনি যখন 'রায়' শহরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি আমাদের কথিত 'প্রয়োজন'-এর প্রেক্ষিতে উক্ত সবকটি সূরতকেই বৈধ বলেছেন।

(জামে ছাগীর কিভাবে) ইমাম মোহাম্মদ (র.) বলেন, (একই বিধান হবে)

তদ্রূপ যদি নিজের বাড়ির মধ্যস্থলে মসজিদ বানায় এবং মানুষকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

অর্থাৎ তার বিক্রি করার অধিকার থাকবে এবং সেটা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারী হবে।

কেননা মসজিদ এমন স্থান ও ভবনকে বলে, যেখানে কারো (কাউকে) বাধাদানের অধিকার না থাকে। অথচ তার মালিকানাধীন ভূমি যদি ঐ মসজিদের চতুর্দিকে বেষ্টন করে থাকে তখন তার বাধা দানের অধিকার থাকবে। সুতরাং তা মসজিদ হলো না। কেননা সে নিজের জন্য রাস্তা রেখে দিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খালিছ হলো না। আর ইমাম মুহম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বিক্রি করা যাবে না, তাতে উত্তরাধিকারীও জারী হবেনা এবং তা হেবা করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

এটাকে তিনি মসজিদ গণ্য করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে যে, তা মসজিদ হয়ে যাবে। কেননা যখন সে সেটাকে মসজিদ বানাতে রাজি হয়ছে; আর রাস্তা ছাড়া মসজিদ হতে পারেনা, তখন রাস্তা তার অন্তর্ভূক্ত থাকবে এবং তা (মসজিদের) প্রাপ্য রূপে গণ্য হবে। যেমন বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ ছাড়াই রাস্তা অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি নিজের জমিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলে তাহলে সেটা ফেরত নেয়ার এবং বিক্রি করার অধিকার তার থাকে না এবং তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারী হবে না।

কেননা তা বান্দার হক থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খালিছ হয়ে গেছে।

এটা এজন্য যে, যাবতীয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মালিকানাধীন। আর বান্দার যে হক সাব্যস্ত হয়েছিলো, তা যখন সে রহিত করে দিলো তখন তা প্রকৃত অবস্থায় ফিরে যাবে এবং তাতে তার হস্তক্ষেপের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। যেমন গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে।

মসজিদের আশপাশ এলাকা যদি বে-আবাদ হয়ে যায় এবং ঐ মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা মসজিদ রূপেই বহাল থাকবে।

কেননা এটা হলো বান্দার পক্ষ থেকে মালিকানা রহিত করণ। সুতরাং তার মালিকানার দিকে ফিরে যাবে।

কেননা এটাকে সে বিশেষ প্রকার সওয়াবের কাজের জন্য নির্ধারিত করেছিলো আর তা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এটা মসজিদের অপ্রয়োজনীয় চাটাই ও মাদুরের মত হলো। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) চাটাই ও মাদুর সম্পর্কে বলেন যে, এগুলো অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি মুসলমানদের জন্য প্রাণকেন্দ্র স্থাপন করে কিংবা মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য সরাইখানা কিংবা মুসাফিরখানা তৈরী করে কিংবা নিজের জমিকে কবরস্থান বানায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শাসকের আদেশের পূর্ব পর্যন্ত তা থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না।

কেননা সেটা বান্দার হক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। দেখুন না, তা থেকেই উপকৃত হওয়ার অর্থাৎ সরাইখানায় বাস করা এবং মুসাফির খানায় অবস্থান করার এবং পানকেন্দ্র থেকে পান করার এবং কবরস্থানে সমাধিস্থ করার অধিকার তার রয়েছে। সুতরাং শর্ত থাকবে যে, বিচারক আদেশ দিবেন; কিংবা মৃত্যু পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ভিন্ন। কেননা তা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার তার নেই। সুতরাং বিচারকের আদেশ ছাড়াই তা আল্লাহ তা'আলার জন্য খালিছ হয়ে গেল।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বক্তব্য উচ্চারণ করা মাত্র তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

এটাই তাঁর মূলনীতি। কেননা তাঁর মতে তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করা (ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য) শর্ত নয় এবং ওয়াক্ফ হল বাধ্যতামূলক।

আর ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর মতে মানুষ যখন পান কেন্দ্র থেকে পান করবে এবং সরাইখানা ও মুসাফির খানায় অবস্থান করতে এবং কবরস্থানে দাফন করবে তখন (ওয়াক্ফকারীর) মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা তাঁর মতে (মুতাওয়াল্লীর হাতে) অর্পণ করা শর্ত। আর এ শর্ত পূর্ণ হবে ওয়াক্‌ফকৃত প্রত্যেক প্রকার বস্তুর যথাযথ অর্পণের মাধ্যমে। আর সেটা আমাদের বর্ণিত কার্যাবলী দ্বারাই হবে। তবে একজনের ব্যবহারের দ্বারা অর্পণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা সমগ্র জাতিসত্তার ব্যবহার সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

ওয়াক্‌ফকৃত কূয়া ও হাউজ সম্পর্কেও একই হুকুম। আর যদি তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করে দেয় তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে অর্পণ শুদ্ধ হবে। কেননা তত্ত্বাবধায়ক হলো যাদের নামে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে, তাদের নায়েব আর নায়েবের কর্ম মূল ব্যক্তির কর্মের ন্যায়।

আর মসজিদ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাতে অর্পণ সাব্যস্ত হবে না। কেননা মসজিদের বিষয়ে তার কোন ভূমিকা নেই।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তা অর্পণ বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার এবং দরজা জানালা বন্ধ করার লোকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তার হাতে অর্পণ করলে অর্পণ করা সিদ্ধ হবে।

কোন কোন মতে এক্ষেত্রে কবরস্থান মসজিদের পর্যায়ভূক্ত। কেননা, লোক প্রচলন হিসাবে এর কোন মোতাওয়াল্লী থাকে না।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি পানকেন্দ্র ও সরাইখানার পর্যায়ভূক্ত। সুতরাং মোতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা সিদ্ধ হবে। কেননা সাধারণ রীতি না হলেও যদি মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয় তাহলে তা বৈধ হয়।

যদি মক্কাস্থ নিজের বাড়িকে হাজী ও ওমরাকারীদের বাসস্থান বানিয়ে দেয়, কিংবা মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও নিজের বাড়িকে গরীব-মিসকীনদের আশ্রয় কেন্দ্র বানিয়ে দেয় কিংবা সীমান্ত এলাকায় কোন বাড়িকে মুজাহিদ ও সীমান্ত প্রহরীদের জন্য বাসস্থান বানিয়ে দেয় কিংবা নিজের জমির ফসলকে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে এবং তা প্রশাসকের হাতে অর্পণ করে, যিনি তার তত্ত্বাবধান করেন; তাহলে তা জায়েয হবে। আর আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে তা ফেরত নেওয়া যাবে না। তবে ফসলের ক্ষেত্রে গরীবদের জন্য তা ব্যবহার করা হালাল হবে; ধনীদের জন্য নয়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সরাইখানায় অবস্থান করা, কূয়া ও পানকেন্দ্র থেকে পান করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধনী ও গরীব সমান। উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্যকারী হলো লোক প্রচলন।

কেননা লোক সমাজ ফসলের ক্ষেত্রে গরীবদের উদ্দেশ্য করে থাকে। পক্ষান্তরে অন্য সকল ক্ষেত্রে গরীব-ধনী সবার মাঝে অভিন্নতা বিবেচিত হয়।

তাছাড়া পান করা ও না করার ক্ষেত্রে তো প্রয়োজন ধনী-গরীব উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। পক্ষান্তরে সচ্ছলতার কারণে ধনী ব্যক্তির এই ধরনের আয় ভোগ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ অধিক অবগত।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২
[WAQFS ORDINANCE, 1962]

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২
[WAQFS ORDINANCE, 1962]
১৯৬২ সনের ১নং অধ্যাদেশ
(Ord. I of 1962)

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সমূহের প্রশাসন ও পরিচালনা সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ ও সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেইহেতু বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ ও সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

সেইহেতু, ১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতির ঘোষণানুসারে এবং রাষ্ট্রপতির পূর্ব নির্দেশ গ্রহণ করিয়া এবং সেই বিষয়ে সমর্থ করিবার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া গভর্ণর সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ঘোষণা করেন।

প্রথম অধ্যায়
CHAPTER-I

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, বিস্তৃতি ও প্রারম্ভ ঃ

(১) এই অধ্যাদেশ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

এই অধ্যাদেশে বিষয়বস্তু কিংবা প্রসঙ্গে বিপরীত কিছু না থাকিলে-

(১) "প্রকাশক" বলিতে ৭ ধারার অধীন নিযুক্ত ওয়াক্‌ফ প্রশাককে বুঝাইবে।

(২) "স্বত্বভোগী" বলিতে যে ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ হইতে কোন আর্থিক অথবা অপরাপর পার্থিব সুবিধাদি পাইবার অধিকারী উহাতে যে কোন প্রতিষ্ঠান যেমন- মসজিদ, মন্দির, মঠ, দরগাহ, খানকাহ, স্কুল, মাদ্রাসা, ঈদগাহ অথবা কবরস্থান ও এইরূপ সুবিধাদি রাখিতে অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৩) "সুবিধা" বলিতে সেই সুবিধা বুঝাইবে না যাহা মোতাওয়াল্লী হইবার কারণেই কোন মোতাওয়াল্লী উহা দাবী করিবার অধিকারী ;

(৪) "কমিটি" বলিতে ১৯ ধারার অধীন গঠিত কমিটিকে বুঝাইবে।

(৪ক) "ডেপুটি কমিশনার" বলিতে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৫) "তালিকাভূক্তি" বলিতে ৪৭ ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ তালিকা ভূক্তিকে বুঝাইবে।

(৬) "মোতাওয়াল্লী" বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহাকে মৌখিকভাবে অথবা যে দলিল বা সাধনপত্র দ্বারা ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হইয়াছে উহার দ্বারা নিয়োগ করা হইয়াছে অথবা কোন ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোতাওয়াল্লী হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে নায়েব মোতাওয়াল্লী এবং মোতাওয়াল্লী কর্তৃক নিযুক্ত অথবা মোতাওয়াল্লীর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নিযুক্ত ব্যক্তিকে যে নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ মোতাওয়াল্লীর অভিভাবক এবং যে ব্যক্তি বা কমিটি বর্তমানে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নির্বাহ বা পরিচালনা করিতেছেন তাহাদিগকেও বুঝাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) "প্রকৃত প্রাপ্য আয়" অর্থ কোন ওয়াক্‌ফের বিধির দ্বারা সময়ে নির্ধারিত ওয়াক্‌ফের আয়।

(৮) "ওয়াক্‌ফের স্বার্থ-যুক্ত ব্যক্তি" বলিতে কোন স্বত্বভোগী এবং যে কোন ব্যক্তির উপাসনা করিবার অধিকার আছে অথবা যাহাদের মসজিদ, ঈদগাহ, ঈমাম বাড়া, দরগাহ, মাকবাড়া অথবা অন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাপনে কোন ধর্ম সম্বধীয় অনুষ্ঠান করিতে অথবা ওয়াক্‌ফের অধীন কোন ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে তাহারাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

(৯) "ওয়াক্‌ফে আগন্তক" বলিতে (৮) দফায় উল্লেখিত ওয়াক্‌ফে স্বার্থ-যুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(১০) "ওয়াক্‌ফ" অর্থ ইসলামে দীক্ষিত কোন ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যে কোন ধার্মিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করা এবং ইহাতে অমুসলিম কর্তৃক পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে অন্য যে কোন দানও অন্তর্ভূক্ত করা।

(১১) "ওয়াক্‌ফ দলিল" অর্থ যে দলিল বা সাধনপত্র দ্বারা কোন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে কোন বৈধ দলিল বা সাধনপত্র যাহা দ্বারা মূল উৎসর্গের কোন শর্ত পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(১২) "ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি" বলিতে যে কোন ধরণের সম্পত্তি যাহা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ টাকা অথবা উক্ত সম্পত্তির পরিবর্তে অথবা উহার আয় এবং যাবতীয় দান অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে উৎসর্গীকৃত দান বা চাঁদা অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(১৩) "ওয়াকিফ" অর্থ ওয়াক্‌ফ সৃষ্টিকারী যে কোন ব্যক্তি।

<u>গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ের বিবরণ ঃ</u>

১. ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য।
২. ব্যক্তিগত অথবা সরকারী ওয়াক্‌ফ।
৩. ওয়াক্‌ফ এবং দান।
৪. ওয়াকি্‌ফ।
৫. মোতাওয়াল্লী।
৬. স্বত্বভোগী।
৭. সুবিধা।
৮. ওয়াক্‌ফ দলিল রদ।
৯. ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ।
১০. ওয়াক্‌ফনামায় যাহা থাকিবে।

১। ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) জিহাদ অথবা ধর্ম-যুদ্ধের জন্য;
(খ) গরীবদের মধ্যে ভিক্ষা বিতরণ করা এবং হজ্বে যাইবার জন্য তাহাদের সাহায্য করা;
(গ) আয় হইতে হজ্ব পালন করা;
(ঘ) ওয়াকিফের ঋণ পরিশোধ করা;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে প্রত্যেক বৎসর গরীবদের মধ্যে দান করা;
(চ) ইমামের বেতন প্রদান করা;
(ছ) নির্ধারক এবং তাহার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু বার্ষিকী পালন;
(জ) আলী মর্তুজার জন্মদিন উদযাপন;
(ঝ) গরীব আত্মীয়দের এবং নির্ভরশীলদের ভরণ পোষণ;
(ঞ) ঈমাম বাড়ার মেরামত কার্য সমাধা;
(ট) পবিত্র মহররম মাসে তাজিয়া নির্মাণ এবং এই সময় ধর্মীয় শোভা যাত্রার উদ্দেশ্যে উট ও দুলদুলের ব্যবস্থা করা;
(ঠ) শবাচ্ছাদন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা অথবা কবর খননের খরচ দেওয়া;
(ড) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ প্রদান এবং লোকদের খাদ্য বিতরণ;
(ঢ) কূপ অথবা পুকুর খনন;
(ণ) মসজিদে প্রদীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করা;
(ত) "কদম শরীফ" নামে পরিচিত অনুষ্ঠান পালন;
(থ) ভ্রমণকারীদের সাহায্য করা;
(দ) চাকরদের বেতন ও পেনশন প্রদান;
(ধ) ফকিরদের খরচ মেটানো;
(ন) প্রকাশ্য স্থানে এবং ব্যক্তি স্থানে কোরান পাঠের ব্যবস্থা করা;
(প) ধার্মিক ব্যক্তিদের মাযার রক্ষণাবেক্ষণ;

২। ব্যক্তিগত অথবা সরকারী ওয়াক্ফ ঃ

শুধু সরকারী উদ্দেশ্যে সৃষ্ট দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির কোন ওয়াক্ফ যাহা আংশিক সরকারী ওয়াক্ফ কিন্তু যে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত প্রকৃতির তাহাকে ব্যক্তিগত ওয়াক্ফ বলে। যেমন ওয়াকি্ফ এবং তাহার বংশধরদের ভরণ-পোষণ অথবা পরিবারিক মসজিদকে রক্ষণাবেক্ষণ হইল ব্যক্তিগত ওয়াক্ফ।

৩। ওয়াক্ফ এবং দান ঃ

আক্ষরিক অর্থে- 'ওয়াক্ফ' বলিতে বুঝায় নিবৃত্তি বা আটক। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের সংজ্ঞানুসারে ওয়াক্ফ শব্দের অর্থ হইল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যে কোন ধার্মিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করা। একই উদ্দেশ্যে অমুসলিম দান করিলেও তাহা ইহার অন্তর্ভূক্ত হয়।

ঈমাম আবু হানিফার মতে কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকি্ফের মালিকানা আটক করিয়া উহার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্য কোন নেক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্ফ বলে।

হিবা বা দান হইল অবিলম্বে এবং কোন কিছুর বিনিময় ব্যতীত সম্পত্তির হস্তান্তর। অন্য কথায় বলা যায়, হিবা বা দান হইল এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে কোন বিনিময় মূল্য ব্যতিতই অনতিবিলম্বে সম্পত্তির হস্তান্তর যাহা উক্ত অন্য ব্যক্তি কিংবা তাহার পক্ষে কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দারুল মুখতার-এ বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী হিবা হইল কোন সম্পত্তির মূল বস্তুর অধিকার যাহা কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২২ ধারায় বলা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে এবং কোনরূপ প্রতিদান গ্রহণ না করিয়া কোন স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা হইলে এবং সেই ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে অন্য কেহ উহা গ্রহণ করিলে তাহা হিবা বা দান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দান সম্পূর্ণ হইতে হইলে সম্পত্তিটি যেভাবে দখলযোগ্য সেইভাবেই উহার দখল দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তিকে দান করা হইবে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ দান গ্রহীতা কর্তৃক তাহা গৃহীত হইবে। মুসলিম আইনে অনুরূপ দান মৌখিক কিংবা অরেজিষ্ট্রিকৃত দলিলেও হইতে পারে।

৪। ওয়াক্‌ফ ঃ

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে বলা হইয়াছে যে, ওয়াক্‌ফ সৃষ্টিকারী যে কোন ব্যক্তিই ওয়াক্‌ফ।

ঈমাম মুহম্মদ ও ঈমাম আবু ইউছুফের মতানুযায়ী ওয়াক্‌ফ অর্থ উৎসর্গীকৃত সম্পত্তিতে ওয়াক্‌ফের মালিকানার অবসান এবং উক্ত সম্পত্তি আল্লাহতালার পরোক্ষ মালিকানার দ্বারা আটক হওয়া, যাহার ফলে তাহার আয় মানবজাতির কল্যাণে নিয়োগ করা হইবে এবং সেই সম্পত্তি বিক্রয় কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইলে চলিবে না।

৫। মোতাওয়াল্লী ঃ

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপকই হইলেন মোতাওয়াল্লী। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি উৎসর্গ করিবার পর উক্ত সম্পত্তি আল্লাহর উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনিই ঐ সম্পত্তির মালিক হন। কাজেই সেই সম্পত্তি আল্লাহর পক্ষে দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনা করিবার জন্য অবশ্যই কোন ব্যক্তি থাকিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সেই সম্পত্তি পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশুনা করেন তাহাকেই মোতাওয়াল্লী বলা হয়।

অধ্যাদেশের ৯৮ ধারায় "অন্য যে কোন ব্যক্তি" শব্দগুলির মধ্যে "মোতাওয়াল্লী" শব্দ অন্তর্ভূক্ত। দন্ডবিধির ২১ ধারার অর্থানুসারে তিনি সরকারী কর্মচারী নহেন।

মোতাওয়াল্লীদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তেও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা হইতে একজন মোতাওয়াল্লীকে অপসারণ করা যায়।

৬। স্বত্বভোগী ঃ

নির্ধারিক কর্তৃক ওয়াক্‌ফ দলিলের অসম্মান স্বত্বভোগীদের দাবী প্রতিহত করিতে পারে না।

৪। কতিপয় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রেহাই ঃ

সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ধর্মদান আইন, ১৮৬৩ (১৮৬৩ সনের ২০নং আইন)-এর ২১ ধারা মতে যে সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রাজস্ব বোর্ডের তত্বাবধানে রাখিয়াছেন সেই সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যে পর্যন্ত এইরূপ তত্ত্বাবধানে থাকিবে সে পর্যন্ত এই অধ্যাদেশের সকল বা যে কোন বিধান হইতে বাদ দিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫। এই অধ্যাদেশের প্রয়োগ হইতে ওয়াক্‌ফ সমূহকে রেহাই দিবার ক্ষমতা ঃ

সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে এবং এই ব্যাপারে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধির শর্তে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক এই অধ্যাদেশের সকল অথবা যে কোন বিধান হইতে যেকোন ওয়াক্‌ফকে রেহাই দিতে পারিবেন।

৬। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহের জরিপ ঃ

(১) যে সকল সম্পত্তি এ অধ্যাদেশ আরম্ভ হইবোর পূর্বে বর্তমান ছিল সেই সকল সম্পত্তি নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক জরিপ করাইবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিতে পারিবেন। অতঃপর এই জরিপ সমাপনান্তে উক্ত প্রশাসকের নিকট নির্ধারিত বিধিতে উল্লেখিত বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) (১) উপধারার অধীন প্রতিবেদন পাইবার পর এই অধ্যাদেশের চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে উক্ত ওয়াক্‌ফ সমূহের তালিকাভূক্তির জন্য তিনি যেরূপ মনে করেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭। সুবিধা ঃ

লাইন টানা মুস্কিল যে কোনগুলি সুবিধা এবং কোনগুলি নহে।

৮। ওয়াক্‌ফ দলিল রদ ঃ

ডিস্‌পেন্‌সারীর বার্ষিক চাঁদার বিধান রদ ও বাতিল করিতে ওয়াক্‌ফি মুসলিম আইনের অধীন উপযুক্ত।

ওয়াক্‌ফি যদি ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে এবং মোতাওয়াল্লী নিয়োগের বিধান করে তাহা হইলে ওয়াক্‌ফ দলিলে ক্ষমতা সংরক্ষিত না থাকিলে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের এবং মোতাওয়াল্লীর অপসারণের ক্ষমতা তাহার নাই।

৯। ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ ঃ

(ক) জনসাধারণের ওয়াক্‌ফ;

(খ) ওয়াক্‌ফ আল আওলাদ;

(গ) স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যবহার জনিত ওয়াক্‌ফ।

১০। ওয়াক্‌ফনামায় যাহা থাকিবে ঃ

(ক) আল্লাহর নামে সম্পত্তি উৎসর্গ;

(খ) অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা ছাড়াই ওয়াকিফের অর্জিত সম্পত্তি উৎসর্গ করা;

(গ) ওয়াক্‌ফির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইতে হইবে;

(ঘ) ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ী হইতে হইবে;

(ঙ) ওয়াক্‌ফ এস্টেট সামান্য হইলেও ইহার আয় জনগণের কাজে ব্যবহার করিতে হইবে;

(চ) পুরুষ বংশধর না থাকিলেও ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ব্যবস্থাপনা চলিতে থাকিবে।

৩। প্রয়োগ ঃ

এই অধ্যাদেশ শুরু হইবার পূর্বে বা পরে সৃষ্ট হউক না কেন বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ওয়াক্‌ফে এবং সম্পত্তির যে কোন অংশে অধ্যাদেশ প্রযোজ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

CHAPTER II

ওয়াক্‌ফ সমূহের প্রশাসক ও কর্মচারী নিয়োগ এবং কমিটি গঠন

[Appointment of Admisintration of Waqfs, Officers and Staff and Constitution of Commitee]

ওয়াক্‌ফ প্রশাসক

THE ADMINISTRATOR OF WAQFS

৭। প্রশাসক নিয়োগ ঃ

(১) সরকার বাংলাদেশের জন্য একজন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক নিয়োগ করিবেন।

(২) বিধির দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতার অধিকারী না হইলে এবং মুসলিম না হইলে কোন ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) প্রশাসককে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে এবং পুনঃ নিয়োগের যোগ্য থাকিবেন।

৮। প্রশাসকের চাকুরীর শর্তাবলী ঃ

এই অধ্যাদেশের বিধান সমূহের শর্তে, প্রশাসকের বেতন এবং চাকুরীর শর্তাবলী বিধির দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। প্রশাসকের অপসারণ ঃ

যদি কোন সময় সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রশাসক তাহার পদের জন্য নিজেকে অনুপযুক্ত বলিয়া দেখাইয়াছেন অথবা তিনি অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন অথবা তাহার কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন যাহার জন্য তাহাকে অপসারণ করা উচিৎ, তাহা হলে সরকার প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, উক্ত প্রশাসক তাহার পদ ধারণ করা হইতে ক্ষান্ত হইবেন।

১০। প্রশাসক সরকারী অফিসার হইবেন ঃ

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন)-এর অর্থানুসারে প্রশাসককে একজন সরকারী অফিসার হিসাবে মনে করিতে হইবে।

১১। প্রশাসক একক সংস্থা ঃ

"ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ"-নামে প্রশাসক একটি সংস্থা হইবেন এবং তদনুযায়ী তাঁহার চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার এবং একটি সরকারী সীলমোহর থাকিবে এবং উক্ত নামে তিনি মামলা করিতে পারিবেন এবং তাঁহার নামে মামলা করা যাইবে।

১২। প্রশাসকের অফিস বা কার্যালয় ঃ

প্রশাসকের অফিস ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

১৩। উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক নিয়োগ ঃ

সরকার প্রশাসকের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকের পারিশ্রমিক ঃ

উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকগণের পারিশ্রমিক ও চাকুরীর শর্তাবলী যেরূপ বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইবে সেইরূপ হইবে।

১৫। কর্মচারীদের সংখ্যা ও বেতন ঃ

অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে প্রশাসক অন্যান্য যে সকল অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ প্রয়োজন মনে করেন তাহাদের সংখ্যা, পদ, নাম ও গ্রেড এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রদেয় বেতন, ফি, ভাতার পরিমাণ ও প্রকৃতি সরকারের পূর্ব অনুমোদন ক্রমে প্রশাসক সময়ে সময়ে নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৬। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী ঃ

১৫ ধারায় উল্লেখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী যেরূপ বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করিতে হইবে সেইরূপ হইবে।

১৭। নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষমতা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত ঃ

১৫ ধারায় উল্লেখিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরীর ক্ষমতা এবং অসদাচরনের জন্য তাহাদের সাময়িক কর্মচ্যুতি , অথবা রীতি মত বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

তবে শর্ত এই যে, যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন ১৫০টাকার অধিক তাঁহাদের কে পদাবনত, সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা রীতিমত বরখাস্ত করা হইলে তাহারা সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং এতদ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। ভ্রমন ভাতা ঃ

প্রশাসক, উপপ্রশাসক , সহকারী প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই অধ্যাদেশের অধীনে তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য কোন স্থানে ভ্রমণ করিলে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সরকার সময়ে যেরূপ ন্যায় সঙ্গত ভাতা নির্ধারণ করিবেন সেই হারে তাঁহাদিগকে ভাতা দেয়া হইবে।

১৯। ওয়াক্‌ফ কমিটি গঠন ঃ

অত্র অধ্যাদেশ অনুসারে ওয়াক্‌ফ এবং উহার তহবিল সঠিক ভাবে পরিচালনা করিতে এবং ওয়াক্‌ফ প্রশাসক যাহাতে তাহার উপর ন্য স্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারেন সেই জন্য প্রশাসকের কার্যে সহায়তা ও পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে সরকার "ওয়াক্‌ফ কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

২০। কমিটি গঠন ঃ

(১) চেয়ারম্যান অর্থাৎ প্রশাসক এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১০ জন সদস্যদের মধ্যে ১ জন হইবেন শিয়া সম্প্রদায়ের মুতাওয়াল্লী, ৩ জন হইবেন সুন্নী সম্প্রদায়ের মুতাওয়াল্লী এবং বাকী ৬ জন হইবেন মুসলিম আইনে বিশেষ পারদর্শী, বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় ও পরহিতৈষী মুসলিম নাগরিক।

(২) কমিটির সদস্য নিযুক্ত হওয়ার পর সদস্যগণের নাম সরকারী গেজেট প্রকাশিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২১। সদস্যদের কার্যকাল ঃ

(১) কমিটির প্রত্যেক সদস্য পাঁচ বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, তবে যদি অন্যভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হন তাহা হইলে তাঁহার কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন।

(২) কমিটির কোন সদস্যের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত শূণ্য পদে অন্য কাহাকেও নিয়োগ না করা পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) মুতাওয়াল্লী হিসাবে কোন সদস্যকে সমিতির সদস্য নিয়োগ করা হইলে তিনি যদি মুতাওয়াল্লী না থাকেন অথবা মুতাওয়াল্লী পদ হইতে পদত্যাগ করেন তাহা হইলে সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁহার পদ শূণ্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

২২। সদস্যগণের অপসারণ ঃ

(১) সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিটির যে কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

ক. কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিতে অপারগতা প্রকাশ করেন অথবা কার্য সম্পাদন করিতে আক্ষম হন;

খ. দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন;

গ. এইরূপ কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দন্ড প্রাপ্ত হন অথবা ফৌজদারী আদালত কর্তৃক এমন কোন আদেশ পালনের নির্দেশ দেন, যাহার জন্য সরকার তাহাকে সদস্য হিসাবে বহাল থাকার জন্য অযোগ্য মনে করেন;

ঘ. কমিটির বিনা অনুমতিতে কমিটির তিনটি সভায় উপর্যুপরি অনুপস্থিত থাকেন।

(২) অনুরূপভাবে অপসারিত কোন সদস্যের ক্ষেত্রে সরকার এইরূপ একটি সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন যাহার মধ্যে উক্ত অপসারিত সদস্য পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

২৩। সদস্যদের পদত্যাগ ঃ

সরকারকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে তাহার পদ শূণ্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৪। নৈমিত্তিক পদশূণ্যতা ঃ

যখন কমিটির কোন সদস্যের পদ ২১ ধারার (৩) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী শূণ্য ঘোষিত হয় অথবা ২২ ধারার অধীনে তাহার অপসারণ কিংবা ২৩ ধারা মোতাবেক পদত্যাগ অথবা মৃত্যুর কারণে শূণ্য হয় তখন তাহার স্থলে একজন নুতন সদস্য নিয়োগ করা হইবে এবং উক্ত সদস্য ততদিন পদে বহাল থাকিবেন, যতদিন তিনি সে সদস্যের স্থলাভিষিক্ত হইলেন সেই সদস্য অনুরূপ শূণ্যতা না ঘটিলে পদে বহাল থাকার অধিকারী হইতেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির কোন কাজই শুধু এই কারনে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না যে, উক্ত কাজ সম্পাদনকালে কমিটির সদস্য সংখ্যা ২০ ধারায় উল্লেখিত সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা কম ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২৫। কমিটির সভার কোরাম এবং সভাপতি ঃ

(১) কমিটির সভা পরিচালনার জন্য সভার কোরাম পূরণে অন্ততঃ পক্ষে ৪ জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(২) প্রশাসক অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে কমিটির সভায় উপস্থিত একজন সদস্যকে নির্বাচন করিলে তিনি কমিটির প্রত্যেক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সমসংখ্যক ভোটের সকল ক্ষেত্রে তাহার একটি দ্বিতীয় বা কাষ্টিং ভোট থাকিবে।

২৬। সদস্যগণের ভ্রমন ভাতা ঃ

এই অধ্যাদেশের অধীনে দায়িত্ব পালনের জন্য ভ্রমন করিতে হইলে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ন্যায় সঙ্গত হারে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ভ্রমনভাতা প্রদান করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

CHAPTER III

প্রশাসক এবং কমিটির ক্ষমতা ও কর্তব্য

[Powers and Functions of the Administrator and the Committee]

২৭। প্রশাসকের সাধারণ ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ ঃ

এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধিসমূহের শর্তে প্রশাসকের ক্ষমতা ও কর্তব্য সমূহে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হইবে-

(ক) ওয়াক্ফ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি ও আকার সম্বন্ধে তদন্ত করা ও স্থির করা এবং সময়ে সময়ে মোতাওয়াল্লীগণের নিকট হইতে হিসাব বিবরণী ও তথ্য তলব করা;

(খ) যে উদ্দেশ্যে এবং যে শ্রেণীর লোকের উপকারার্থে ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হইয়াছিল অথবা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং উহা হইতে অর্জিত আয় নির্বাহ করা হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(গ) যথাযথ প্রশাসনের নির্দেশ দান করা;

(ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীন তিনি কোন ওয়াক্ফের ভার গ্রহণ করিলে তিনি নিজে কিংবা এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত কোন অফিসার অথবা কর্মচারীদের মাধ্যমে অথবা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যাক্তিগণের দ্বারা উহা পরিচালনা করিবেন বা করাইবেন এবং এই জাতীয় সম্পত্তি যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) ওয়াক্ফ দলিলে পারিশ্রমিকের বিধান না থাকিলে কোন মোতাওয়াল্লীর বেতন নির্ধারণ করা;

(চ) বর্তমানে বলবৎ কোন আইন অনুযায়ী কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অর্জন করা হইলে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা তিনি নিজে কিংবা নির্দেশ দান করিয়া মোতাওয়াল্লী কর্তৃক যথাযথ বিনিয়োগ করা;

(ছ) সাধারণত এমন কাজ করিবেন যাহা ওয়াক্ফ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। কমিটির সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধি সমূহের শর্তে কমিটির ক্ষমতা ও কর্তব্য সমূহে নিম্ন লিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হইবে-

ক. ওয়াক্‌ফ অথবা যে কোন বৈধ কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অনুপস্থিতিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়ের কোন অংশ ওয়াক্‌ফের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বন্টন করা হইবে তাহা ঘোষণা করা;

খ. কিভাবে ওয়াক্‌ফের বাড়তি আয় কাজে লাগানো যাইবে তাহা ঘোষণা করা;

গ. ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাবলীর সহিত অথবা ওয়াক্‌ফের ইচ্ছার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে এইরূপ বিষয়াদি যথাযথভাবে পরিচালনা করিবার জন্য কর্মসূচী সমূহ যোজন, পরিবর্তন অথবা পুনঃ পরীক্ষা করা; এবং

ঘ. এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীনে ব্যক্তভাবে প্রদত্ত বা অর্পিত অন্য কোন ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ ও সম্পাদন করা।

২৯। প্রশাসক এবং কমিটি ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবেন, কিন্তু প্রশাসক অচল বিধান সমূহ সংশোধন করিতে পারিবেন ঃ

এই অধ্যাদেশের অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার এবং কর্তব্য পালন করিবার সময় প্রশাসক এবং কমিটি ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত যে কোন প্রথা বা রীতি মুসলিম আইনের অধীন কার্যকর করিবেন।

৩০। প্রশাসক কর্তৃক কমিটির ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ

(১) কমিটির সকল সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা প্রশাসক প্রদত্ত আদেশানুসারে কার্যকর হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীনে প্রদত্ত বা অর্পিত ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ বা সম্পাদনের জন্য সময়ে সময়ে কমিটি প্রশাসককে ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিটিকে প্রদত্ত ক্ষমতা কোন কমিটি না থাকিলে বা কোন কারণ বশতঃ কমিটি এ কর্তব্য সম্পাদন করিতে না পারিলে উহা প্রশাসক কর্তৃক প্রযোজ্য হইবে।

৩১। উপ প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ

সরকার এবং প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণের শর্তে উপ প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকগণ এই অধ্যাদেশের অধীন সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে প্রশাসক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা তাহাকে যে কর্তব্য অর্পন করেন বা নির্দিষ্ট করিয়া দেন তাহা উপ প্রশাসক এবং সহকারী প্রশাসক সম্পাদন করিতে পারিবেন ।

৩২। কতিপয় ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লীর অপসারণ এবং বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য তাহার দায় দায়িত্বঃ

(১) এই অধ্যাদেশের যে কোন স্থানে অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই বলা থাকুক না কেন, প্রশাসক স্বেচ্ছায় অথবা অন্য কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোতাওয়াল্লীকে অপসারণ করিতে পারেন।

ক. বিশ্বাস ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা, অবৈধ কার্যকলাপ অথবা অবৈধ আত্মসাতের জন্য;

খ. মোতাওয়াল্লীর কোন কাজের দরুন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতি হইলে অথবা যথাযথ প্রশাসনে, ওয়াক্‌ফ নিয়ন্ত্রণে বা সংরক্ষণে প্রভাব পড়িলে;

Dhaka University Institutional Repository

গ. অধ্যাদেশের ৬১ ধারার অধীন মোতাওয়াল্লী একাধিকবার দন্ডিত হইলে; অথবা

ঘ. যদি বর্তমানের মোতাওয়াল্লী অনুপযুক্ত, অযোগ্য, অমনোযোগী অথবা অন্যকোনভাবে অবাঞ্ছিত দৃষ্ট হয়।

তবে শর্ত এই যে, তাহাকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া কোন মোতাওয়াল্লীকে অপসারণের এইরূপ আদেশ দেওয়া যাইবে না।

(২) উপধারার (১) এর অধীন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ মোতাওয়াল্লী এইরূপ আদেশ জানিবার তিন মাসের মধ্যে এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত এই যে, (৪) উপধারার অধীন নিযুক্ত নুতন মোতাওয়াল্লীর নিকট ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব বুঝাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত (১) উপধারার প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

(৩) এইরূপ আদেশের নব্বই দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা হইলে (২) উপধারার অধীন জেলা জজ প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিসন চলিবে এবং ইহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) যখন কোন মোতাওয়াল্লী অপসারিত হন অথবা যখন কোন মোতাওয়াল্লী পদত্যাগ করেন, তখন প্রশাসক একজন নুতন মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করিবেন যাহার নিকট বিদায়ী মোতাওয়াল্লী প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নগদ অর্থ তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্রসহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল হস্তান্তর করিবেন।

(৫) যদি বিদায়ী মোতাওয়াল্লী (৪) উপধারার অধীন নগদ অর্থ ও তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্রসহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লীর নিকট হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লী অথবা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারেন, যিনি বিদায়ী মোতাওয়াল্লীকে উচ্ছেদ করিবেন এবং নগদ অর্থ ও তদসম্পর্কিত কাগজসহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লী অথবা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৬) যখন কোন মোতাওয়াল্লী বিশ্বাস ভঙ্গ করেন অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া কোন কাজ করেন, তখন তাহাকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অথবা উহার স্বত্ব ভোগীদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য দায়ী থাকিবেন।

৩৩। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রশাসকের ক্ষমতা ঃ

অধ্যাদেশের অন্য কোন স্থানে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য যে কোন আইনে বা যে কোন ওয়াক্‌ফ দলিলে বা কোন চুক্তিপত্রে যাহাই থাকুকনা কেন প্রশাসক প্রয়োজন মনে করিলে সরকারের অনুমোদন ক্রমে ওয়াক্‌ফের উন্নতি ও সুবিধার জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির যে কোন অংশ বিক্রয়, বন্ধক, বিনিময় বা ইজারার মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রশাসক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

(১) অত্র অধ্যাদেশের অন্যত্র বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের বা কোন আদালতে কোন ডিক্রি বা আদেশে অথবা কোন দলিল বা দস্তাবেজে যাহাই থাকুক না কেন প্রশাসক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন মাজার, দরগাহ, ইমামবাড়া, ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির অন্যান্য ধর্মীয় অথবা প্রতিষ্ঠানসহ কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপ-ধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রশাসক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নির্ধারিত তারিখেই অর্পণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লীর প্রতি নোটিশ জারী করাইবেন এবং মোতাওয়াল্লী যদি নির্ধারিত সময়ে তাহা বুঝাইয়া দিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্রশাসক ডেপুটি কশিনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। ডেপুটি কমিশনার মোতাওয়াল্লীকে উচ্ছেদ করিয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল প্রশাসকের নিকট অর্পণ করিবেন।

(৩) (১) উপ-ধারার অধীনে প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রশাসক তাহার অধস্তন যে কোন অফিসার বা কোন প্রতিনিধি অথবা সরকারী মোতাওয়াল্লী দ্বারা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৪) (৩) উপ-ধারার বিধানাবলীর অধীনে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিযুক্ত হইলে উহার সদস্যগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী, ব্যবস্থাপনা বা সাজ্জাদানশীন, যদি থাকেন এবং ডেপুটি কমিশনার বা তাহার প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত হইবেন এবং কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে অনুরূপ প্রত্যেকটি কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন।

(৫) (১) উপ-ধারার অধীন প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য (৩) উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত অফিসার বা প্রতিনিধি বা ওয়াক্‌ফের ইচ্ছার সহিত এবং ওয়াক্‌ফের শর্তাবলীর সহিত সম্পাদনা রাখিয়া এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। তবে এই পরিকল্পনা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে হইতে হইবে এবং তিনি প্রয়োজন মনে করিলে এই পরিকল্পনা বা কর্মসূচী সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৬) প্রশাসক (১) উপ-ধারার অধীন তৎকর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রশাসন ও তদুদ্দেশ্যে তাহার সংস্থাপন খরচসহ উক্ত সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন এবং প্রশাসক কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রাপ্ত ও আদায়কৃত সকল অর্থ ওয়াক্‌ফ তহবিলে জমা হইবে।

৩৫। প্রশাসকের আদেশ অথবা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত ও আপীল ঃ

(১) মোতাওয়াল্লী অথবা যে সম্পত্তি সম্পর্কে ৩৪ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে স্বার্থ দাবীকারী কোন ব্যক্তি যদি অনুরূপ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংক্ষুব্দ হন, তাহা হইলে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অথবা অনুরূপ আদেশ প্রদানের তিন মাসের মধ্যে উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষের উপর এখতিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সম্পন্ন কিনা জজের নিকট এই মর্মে ঘোষণা প্রদানের জন্য আবেদন পেশ করিতে পারিবেন যে-

ক. উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নহে; বা

খ. সম্পত্তিটি আবেদনে বর্ণিত সীমায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি।

(২) জেলা জজ পক্ষগণের বক্তব্য শুনিবার পর যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেন অথবা তিনি যদি মনে করেন যে, উক্ত আবেদন অযথা বিরক্তি বা বিলম্ব করার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি কোন সাক্ষীকে হাজির হইতে বা কোন দলিল পেশ করিতে বাধ্য করিয়া পরোয়ানা ইস্যু করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন এবং আবেদনটি সরাসরি খারিজ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) (২) উপধারার অধীনে জেলাজজের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা জজের সিদ্ধান্ত অথবা আপীলের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬। ডেপুটি কমিশনার কিংবা অন্যান্যদের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ

এই উদ্দেশ্যে প্রণীত কোন বিধির শর্ত সাপেক্ষে প্রশাসক অত্র অধ্যাদেশ দ্বারা তাহার উপর ন্যাস্ত ক্ষমতার যে কোনটি সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যে জিলায় অবস্থিত সেই জেলার ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে অথবা তাহার দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাহার কোন ক্ষমতা সময়ে সময়ে অনুরূপ ডেপুটি কমিশনার বা উপরিউক্ত অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্পন করিতে পারিবেন এবং যে কোন সময় এইরূপ প্রতিনিধি নিয়োগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৩৭। হিসাব নিরীক্ষা অথবা তদন্তের জন্য দরখাস্ত ঃ

ওয়াক্‌ফ-এ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের প্রশাসন সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য অথবা ওয়াক্‌ফের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হলফনামা দ্বারা সমর্থিত দরখাস্ত করিতে পারেন এবং প্রশাসক উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর হলফনামায় বর্ণিত তথ্যাদির সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যদি তাহার বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছেনা তাহা হইলে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবার জন্য যে আবেদন করা হইবে তাহা অনুরূপ আবেদনের তারিখ হইতে তিন বৎসরের অধিককাল পূর্ববর্তী কোন সময়ের হিসাব সম্পর্কে করা যাইবেনা এবং তাছাড়া বিরক্তি উৎপাদক কোন দরখাস্তও করা যাইবেনা।

৩৮। এই অধ্যাদেশের অধীন হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্তের ক্ষেত্রে প্রশাসকের ক্ষমতাঃ

(১) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার অনুরূপ অত্র অধ্যাদেশের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে প্রশাসক সমন জারী, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাক্ষীগণকে হাজির হইতে বাধ্য করার, তাহাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষা করার দলিলপত্র দাখিলের জন্য বাধ্য করার এবং সাক্ষীগণের জন্য কমিশন ইস্যু করার ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

(২) প্রশাসক দন্ডবিধির ১৮৮ ধারার উদ্দেশ্যে একজন সরকারী কর্মচারী এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৫ ধারা ও ৩৫ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩৯। অব্যবস্থা হইতে ওয়াক্‌ফকে রক্ষাকরণ ঃ

অত্র অধ্যাদেশের ৩৭ ধারার মোতাবেক তদন্ত কার্য অনুষ্ঠানের পর প্রশাসক যদি মনে করেন যে, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় এমন অব্যবস্থা হইয়াছে যাহার ফলে উক্ত অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি ৩৪ ধারার বিধানানুসারে নিজে উহার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এই অধ্যাদেশের কোন বিধানাবলীর আওতাভূক্ত করিতে পারিবেন।

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি গ্রহণ ঃ

নিম্নে বর্ণিত কারণ উদ্ভব হইলে প্রশাসক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিজ হাতে গ্রহণ করিতে পারেন-

১. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনায় অব্যবস্থা বিরাজমান থাকিলে;

২. অব্যবস্থা এমন চরমপর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে;

৩. স্বার্থভোগীদের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং

৪. যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

তবে এই গ্রহন সাময়িক এবং অস্থায়ী হইবে।

৪০। নির্দেশের জন্য মোতাওল্লীর আবেদনের ক্ষমতা ঃ

(১) যে কোন মোতাওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পত্তির বা উহার ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে বা ওয়াকফ দলিলের কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা করণের জন্য প্রশাসকের নিকট তাঁহার মতামত, উপদেশ বা নির্দেশের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং প্রশাসক উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কেও তাঁহার অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ দিবেন ।

তবে শর্ত এই যে. প্রশাসক যদি যথোপযুক্তভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিতে না পারেন , তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা জজের নিকট বিষয়টি উথাপন করিতে পারিবেন এবং অতঃপর মোতাওয়াল্লী যদি অনুরূপ আদালতে আবেদন করেন তবে আদালত উপধারা (২) ও (৩) অনুযায়ী উক্ত ব্যাপারে অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ দিবেন ।

(২) (১) উপধারা মোতাবেক আবেদন পাওয়ার পর প্রশাসক অবিলম্বে উহার উপর তাঁহার অভিমত, পরামর্শ বা নির্দেশ দান করিবেন, অথবা দরখাস্তের শুনানীর জন্য তারিখ নির্ধারন করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি ও তৎসহ উক্ত নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর নোটিশ জারী করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ তথ্য প্রকাশ করিবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) (২) উপ- ধারার অধীন নির্ধারিত কোন তারিখে অথবা শুনানী মুলতবী থাকিলে পরবর্তী যে কোন তারিখে প্রশাসক তাহার অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ প্রদানের পূর্বে দরখাস্ত সম্পর্কে উপস্থিত সকল ব্যক্তিদের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান করিবেন।

(৪) ক্ষেত্রমত প্রশাসক বা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশ অনুসারে কার্যরত প্রত্যেক মুতাওয়াল্লী তাহার দায়িত্ব মোতাবেক দরখাস্তের বিষয় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মোতাওয়াল্লী যদি অনুরূপ মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশ লাভের ব্যাপারে কোন প্রতারণা অথবা কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপনকরণ বা মিথ্যা বর্ণনার দায়ে দোষী হন, তাহা হইলে অতঃপর এমন কিছু বর্ণিত হয় নাই যাহা তাহাকে রক্ষা করিবে।

৪২। মুতাওয়াল্লী বাকী ফেলা দেনা পরিশোধের ক্ষমতা ঃ

(১) সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর, খাজনা এবং অভিকর প্রদান করিতে কোন মুতাওয়াল্লী অস্বীকার করিলে অথবা প্রদান না করিলে যে ক্ষেত্রে প্রশাসক ওয়াক্‌ফ তহ্‌বিল হইতে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হইতে আদায়ের জন্য কার্যধারা গ্রহণ করিবেন এবং মুতাওয়াল্লীর নিকট হইতে পাওনার উপর শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে ক্ষতিপূরণও আদায় করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপ-ধারার অধীন প্রাপ্য যে কোন অর্থ ১৯১৩ সালের সরকারী পাওনা আদায় আইনের অধীন সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৩। কতিপয় ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষমতা ঃ

কোন ওয়াক্‌ফে মুতাওয়াল্লী না থাকিলে অথবা প্রশাসকের বিবেচনায় ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুসারে মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিলে অথবা মুতাওয়াল্লী পদের উত্তরাধিকারী ব্যক্তি নাবালক, মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয় সেখানে প্রশাসক উপযুক্ত মনে করিলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন। অনুরূপ নিয়োগ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। সরকারী মুতাওয়াল্লী নিয়োগ (Appointment of official Mutawalli)ঃ

এই অধ্যাদেশের বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা যেই কোন দলিলে বা দস্তাবেজে যাহাই বলা থাকুক না কেন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং উহার সহিত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনবোধে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে সরকারী মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। রেকর্ড পরিদর্শন এবং উহার নকল মঞ্জুরী (Inspection of Records and Granting of Copies) ঃ

(১) প্রশাসক নির্ধারিত ফি এবং শর্তাধীনে তাহার অফিসের কার্যবিবরণী অথবা অন্যান্য রেকর্ড পরিদর্শন ও উহাদের নকল সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। নকল সমূহ প্রশাসক কর্তৃক অথবা তদুদ্দেশ্যে প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক ১৮৭২ সালের (১৮৭২ সালের ১ আইন) ৭৬ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে প্রত্যায়িত হইবে।

(২) যে কোন স্বত্বভোগী অথবা ওয়াক্‌ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি প্রশাসকের অনুমতিক্রমে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত কার্যবিবরণী বা অন্য কোন রেকর্ড পরিদর্শন করিতে বা উহাদের অনুলিপি বা নকল সংগ্রহ করার অধিকারী হইবেন।

(৩) প্রশাসক তাহার নিজ বিবেচনা মতে কোন আগন্তুককে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত কার্যবিবরণী অথবা রেকর্ড পরিদর্শন ও উহাদের নকল সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়
CHAPTER-IV
ওয়াক্‌ফ সমূহের তালিকাভূক্তি
[Enrolment of Waqfs]

৪৭। ওয়াক্‌ফ সমূহের তালিকাভূক্তি ঃ

(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের সময় বর্তমান অথবা অধ্যাদেশের পরে সৃষ্ট সকল ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অফিসে তালিকাভূক্ত হইবে।

(২) তালিকাভূক্তির জন্য মোতাওয়াল্লীকে আবেদন করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্‌ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) প্রশাসক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ধরণ ও পদ্ধতি এবং সেইরূপ স্থানে তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং যতদুর সম্ভব উহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে-

ক. সনাক্ত করিবার জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পর্যাপ্ত বর্ণনা;

খ. এইরূপ সম্পত্তির সর্বমোট বার্ষিক আয়;

গ. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাবদ প্রতি বৎসর পরিশোধ্য খাজনা, অভিকর এবং করের পরিমান;

ঘ. প্রাপ্ত বিবরণের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় আদায়ের জন্য বার্ষিক খরচের অনুমতি হিসাব;

ঙ. ওয়াক্‌ফের অধীন নিম্নলিখিত খাতের জন্য পৃথকভাবে রাখা ব্যয়ের পরিমান-

(i) মোতাওয়াল্লীর বেতন এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ভাতা;

(ii) সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে;

(iii) দাতব্য উদ্দেশ্যে;

(iv) অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবং

চ. প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বিবরণ।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) এইরূপ প্রত্যেকটি আবেদনপত্রের সহিত ওয়াক্‌ফ দলিলের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত হইতে হইবে । অথবা এই ধরণের কোন দলিল সম্পাদিত দলিলের অনুলিপি পাওয়া না গেলে তাহা হইলে অনুরূপ প্রত্যেকটি আবেদনপত্রে আবেদনকারীর জানামতে ওয়াক্‌ফের সৃষ্টি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৫) তালিকাভূক্তির জন্য আবেদনপত্র পাইয়া এবং কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্তির পূর্বে এই সম্পত্তিটি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদনের একটি কপি প্রেরণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী খাস সম্পত্তি কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন। যদি ডেপুটি কমিশনার উক্ত সম্পত্তি সরকারী মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তালিকাভূক্তিতে আপত্তি জানান তবে তাহা আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে এবং আবেদনকারী যদি দেওয়ানী আদালতের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত দাখিল করিতে না পারেন তাহা হইলে তালিকাভূক্তির আবেদনপত্রটি নাকচ করা হইবে।

(৬) (৫) উপ-ধারার অধীন আবেদনপত্রটি নাকচ করা না হইলে উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তালিকাভূক্তির পূর্বে আবেদনপত্রটির যথার্থতা, বৈধতা এবং উহাতে বর্ণিত বিবরণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ করিতে পারিবেন এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনাকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন করা হইলে ওয়াক্‌ফ তালিকাভূক্তির পূর্বে প্রশাসক যে ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনা করিতেছেন তাহাকে আবেদনের নোটিশ দিবেন এবং তিনি তাহার বক্তব্য পেশ করিতে চাহিলে প্রশাসক তাহা শুনিবেন।

(৭) এই অধ্যাদেশ যে তারিখে বলবৎ হইবে ইহার পূর্বে সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে তালিকাভূক্তির আবেদন ঐ তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবে এবং ঐ তারিখের পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে তালিকাভূক্তির দরখাস্ত করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উইল দ্বারা সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার তারিখ বা উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ, এই দুই ঘটনার যেইটি পরে আসিবে সেই তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে তালিকাভূক্তির দরখাস্ত করিতে হইবে।

(৮) (২) উপ-ধারার অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি আবেদনপত্র ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় লিখিতে হইবে এবং স্বাক্ষর ও প্রত্যয়নের জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিতে (১৯০৮ এর ৫) যে রীতির ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

(৯) আবদনকারীকে জানাইবার পরও আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করা বা প্রত্যয়ন করা বাদ দিলে বা করিতে অস্বীকার করিলে ৪৮ ধারার অধীন রক্ষিত রেজিস্ট্রারে সেই মর্মে একটি নোট লিখিয়া রাখা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। ওয়াক্‌ফের রেজিস্ট্রার ঃ

প্রশাসক ওয়াক্‌ফের একটি রেজিস্ট্রার রাখিবেন যাহাতে প্রত্যেকটি ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে ওয়াক্‌ফের দলিলের কপি ও নিম্নলিখিত বিবরণ অন্তর্ভূক্ত থাকিবেঃ

(ক) মোতাওয়াল্লীর নাম;

(খ) ওয়াক্‌ফ দলিলের অধীন অথবা প্রথা বা রীতি অনুসারে মোতাওয়াল্লী পদের উত্তরাধিকারের বিধিমালা;

(গ) সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত স্বত্বের সমস্ত দলিল ও দস্তাবেজ;

(ঘ) প্রশাসনের পরিকল্পনার বিবরণ এবং তালিকাভূক্তির সময়ের ব্যয়ের পরিমাণ; এবং

(ঙ) প্রশাসক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ অন্যান্য বিবরণ।

৪৯। ওয়াক্‌ফ তালিকাভূক্তিকরণ এবং রেজিস্ট্রার সংশোধন করিবার ক্ষমতা ঃ

প্রশাসক স্বীয় উদ্যোগে অথবা ৪৭ ধারার (৮) উপ–ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রত্যায়িত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দরখাস্তের ভিত্তিতে মোতাওয়াল্লীকে তালিকা ভূক্তির দরখাস্ত করিতে অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে কোন তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন অথবা তিনি স্বয়ং তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং যে কোন ওয়াক্‌ফ তালিকাভূক্তি করাইতে পারিবেন অথবা যে কোন সময় ওয়াক্‌ফ রেজিস্ট্রার সংশোধন করিতে পারিবেন।

৫০। কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনা তৎসম্পর্কে নির্দেশ ঃ

কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনা এরূপ যে কোন প্রশ্নের সিদ্ধান্ত প্রশাসক দিবেন।

তবে শর্ত এই যে, মোতাওয়াল্লী কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি এই ব্যাপারে প্রশাসকের সিদ্ধান্ত বা আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে ৩৫ ধারার (১) উপ-ধারার বিধান অনুসারে জেলা জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন; এবং যদি এইরূপ আবেদন পেশ করা হয় তাহা হইলে ৩৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫১। তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফে পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি ঃ

(১) তালিকাভূক্ত কোন ওয়াক্‌ফের মোতাওয়াল্লীর মৃত্যু, অবসর গ্রহণ অথবা অপসারণের জন্য উহার ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, সম্ভাব্য মোতাওয়াল্লী যিনি ওয়াক্‌ফ দলিল বা ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত কোন প্রথা বা রীতি অনুসারে মোতাওয়াল্লী পদের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য বা নিজকে যিনি যোগ্য বলিয়া মনে করেন তিনি অবিলম্বে এবং অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশাসককে জানাইবেন।

(২) ৪৭ ধারায় বর্ণিত কোন বিবরণে অন্য কোন প্রকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, মোতাওয়াল্লী উক্ত পরিবর্তন ঘটিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রশাসককে অনুরূপ পরিবর্তনের বিষয়টি জ্ঞাত করাইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
CHAPTER-V
ওয়াক্‌ফের হিসাব
[Waqfs Accounts]

৫২। ওয়াকফের হিসাব দাখিল ঃ

(১) ৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিলের তারিখের পরবর্তী ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে এবং অতঃপর প্রত্যেক বৎসর ১৫ই জুলাইয়ের পূর্বে ওয়াক্‌ফের প্রত্যেক মোতাওয়াল্লী, প্রশাসক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ফরমে ও ভাষায় এবং সেইরূপ বিবরণ সম্বলিত, ৩০শে জুন বা বাংলা সনের শেষ দিনে সমাপ্ত বার মাসে অথবা ক্ষেত্র মতে উক্ত সময়ের যে অংশে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী ওয়াক্‌ফের জন্য প্রযোজ্য হইয়াছে, সেই অংশমত সময়ে ওয়াক্‌ফের পক্ষের মোতাওয়াল্লী কর্তৃক গৃহীত বা ব্যয়িত সকল অর্থের হিসাবের ব্যয়িত সকল একটি পূর্নাঙ্গ ও সঠিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিয়া প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) অনুরূপ বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকিবে-

(ক) তালিকাভূক্তির আবেদনপত্র অথবা সর্বশেষ বাৎসরিক বিবরণী দাখিল করিবার পর কত পরিমাণের, কি ধরনের অথবা সম্পত্তির গুণাগুণ সম্পর্কে এবং হস্তান্তর অর্জন বা লেনদেন সম্পর্কে যে কোন প্রকার পরিবর্তন।

(খ) ভাড়া, অভিকর, কর, বেতন ও ভাতার ন্যায় খরচ বাবদ এবং অন্য সকল বিষয় বাবদ ওয়াক্‌ফের কোন দায়-দায়িত্ব থাকিলে তাহার পরিমাণ; এবং

(গ) প্রশাসকের প্রয়োজন মোতাবেক অন্য যে কোন বিষয়ের বিবরণ।

(৩) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলা বা মোকদ্দমায় কোন আদালত কর্তৃক কোন রিসিভার নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি আদালতের নিকট সম্ভাব্য কোন বিবরণী দাখিল করা ছাড়াও এই ধারার বিধানাবলীর অধীন প্রশাসকের নিকট হিসাবের বিবরণী দাখিল করিবেন।

৫৩। ওয়াক্‌ফের হিসাব নিরীক্ষা ঃ

(১) ৫২ ধারার অধীনে প্রশাসকের নিকট দাখিলকৃত ওয়াক্‌ফের হিসাব প্রতি বৎসরে বা প্রশাসক কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ সময়ের ব্যবধানে সময় সময় প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষকের দ্বারা নিরীক্ষিত ও পরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষক তাহার নিরীক্ষা কার্য যথার্থভাবে পরিচালনার জন্য যে তথ্য প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, তাহা পাইতে সমর্থ হওয়ার জন্য লিখিত নোটিশ দ্বারা কোন দলিল তাহার নিকট দাখিল করিতে অথবা উক্ত হিসাব প্রস্তুতের জন্য দায়ী যে কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষণ কার্য সমাপ্তির পর নিরীক্ষক প্রশাসকের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষক যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে তিনি যে কোন সময়ে একটি অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট দাখিল করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) নিরীক্ষকের রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনিয়মিত, বে-আইনী বা অযথা ব্যয় অথবা অর্থ আদায়ের ব্যর্থতার জন্য কিংবা অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, যে কোন সম্পত্তি বা অর্থের ক্ষতি এবং নিরীক্ষক অন্য কোন বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিলে তাহার উল্লেখ থাকিবে। নিরীক্ষকের মতে অনুরূপ খরচ বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তির নামও রিপোর্টে থাকিবে ত্রবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য খরচ বা থতির

পরিমান সম্পর্কে প্রত্যয়ন করিবেন।

(৫) নিরীক্ষকের ভ্রমন-ভাতাসহ ওয়াক্‌ফের হিসাব নিরীক্ষণ বাবদ খরচ ওয়াক্‌ফ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

৫৪। নিরীক্ষকের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া প্রশাসক আদেশ দিবেন ঃ

প্রশাসক নিরীক্ষকের রিপোর্ট পরীক্ষা করিবেন এবং উহাতে উল্লেখিত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে কৈফিয়ত তলব করিতে পারিবেন এবং তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন রিপোর্ট সম্পর্কে সেইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

৫৫। প্রত্যায়িত পাওনা সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য ঃ

(১) ৫৩ ধারার অধীন নিরীক্ষক কর্তৃক তাহার রিপোর্ট কোন ব্যক্তির নিকট পাওনা বলিয়া প্রত্যায়িত প্রদেয় অর্থ, যদি উক্ত প্রত্যয়ন ৫৪ ধারার অধীন আদেশ দ্বারা প্রশাসক পরিবর্তন বা বাতিল না করেন তবে পরিবর্তিত প্রত্যয়নের পাওনা অর্থ প্রশাসক কর্তৃক ইস্যুকৃত দাবীনামা জারীর ষাট দিনের মধ্যে অনুরূপ ব্যক্তি পরিশোধ করিবেন।

(২) যদি (২) (১) ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে উক্ত অর্থ ১৯১৩ সালের সরকারী পাওনা আদায় আইনের (১৯১৩ এর ৩ আইন) অধীন সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
CHAPTER-VI
ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর
[Transfer of Waqfs Properties]

৫৬। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধা ঃ

(১) প্রশাসকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত মোতাওয়াল্লী কর্তৃক ওয়াক্‌ফের কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, দান, বন্ধক বা বিনিময়ের দ্বারা অথবা পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য ইজারার মাধ্যমে হস্তান্তর করা বৈধ হইবে না।

তবে শর্ত এই যে, বর্তমানে বলবৎ অন্যকোন আইনের পরিপন্থী হস্তান্তর অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর অবৈধ হইলে প্রশাসকের অনুমোদন সেইরূপ হস্তান্তরকে বৈধ করিবেনা।

(২) প্রশাসকের পূর্ব অনুমোদন পাওয়া না গেলে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কোন রিসিভারকে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য আদালত অনুমতি প্রদান করিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অনুপস্থিতিতে মোতাওয়াল্লী কর্তৃক যে কোন হস্তান্তর অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে, যদি প্রশাসক অনুরূপ হস্তান্তর সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার চার মাসের মধ্যে অথবা অনুরূপ হস্তান্তরের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে, যেইটি পরে হইবে, সেই সময়ের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করেন।

(৪) যে ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লী (১) উপ-ধারার বিধি লংঘন করিয়া ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এবং অতঃপর নিজেই উক্ত সম্পত্তির মালিক হন সেই ক্ষেত্রে প্রশাসকের নির্দেশক্রমে মোতাওয়াল্লী পুনরায় সম্পত্তিটি ওয়াক্ফে ফেরত দিবেন।

(৫) (১) উপ-ধারার বিধান লংঘন করিয়া যে হস্তান্তর করা হয় তাহাকে ৩২ ধারার (১) উপ-ধারার উদ্দেশ্যে অবৈধ কার্যও বিশ্বাস ভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৭। হস্তান্তরের জন্য মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসকের ক্ষমতা ঃ

মোতাওয়াল্লী বা রিসিভার ৫৬ ধারার (১) উপ–ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতির জন্য প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রশাসক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্ত অনুষ্ঠান করিয়া সেইরূপ ব্যক্তিগণকে নোটিশ শ্রবণ পূর্বক তিনি স্বীয় বিবেচনা মতে যেরূপ শর্ত আরোপ করিবেন সেইরূপ শর্তে উক্ত হস্তান্তর অনুমোদন করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ দলিলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত ক্ষমতানুসারে এইরূপ হস্তান্তর করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে প্রশাসক অনুমোদন দানে অস্বীকার করিবেন না।

৫৮। মোতাওয়াল্লী কর্তৃক ঋণ গ্রহন, আপোষ করা এবং অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে বাধা ঃ

(১) যদিনা ওয়াক্ফের উপকারার্থে এবং ঋণ গ্রহণের জন্য প্রশাসকের নিকট হইতে পূর্ব অনুমতি লওয়া না হয় তাহা হইলে মোতাওয়াল্লীর কোন ঋণ ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর বাধ্যকর হইবেনা।

(২) প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন মোতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পর্কে কোন ঋণ, হিসাব বা দাবীর ব্যাপরে আপোষ, মিটমাট, পরিত্যাগ অথবা সালিসীতে উত্থাপন করিবেন না অথবা এই সবের যে কোন একটির উদ্দেশ্যে চুক্তিতে আসিবেননা এবং চুক্তি বা মীমাংসা পত্র বা ব্যবস্থার দলিল সম্পাদন করিবেন না।

সপ্তম অধ্যায়

CHAPTER-VII

মোতাওয়াল্লী

[Mutawallis]

৫৯। কতিপয় ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লী সম্পত্তি রূপান্তর করিতে এবং অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবেন ঃ

ওয়াক্ফ দলিলে বিপরীত কিছু না থাকিলে, প্রত্যেক মোতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তির অর্থ যাহা অবিলম্বে অথবা অতি শীঘ্র ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রয়োগ করা যায়না, তাহা প্রশাসক যেরূপ অনুমোদন করিবেন সেইরূপ বিনিয়োগ করিবেন এবং প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে, কোন

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রয়োজনীয় ধরনের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে অর্থে রূপান্তরিত করিয়া তাহা মোতাওয়াল্লী প্রশাসকের নির্দেশক্রমে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

৬০। মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তহবিল হইতে কতিপয় খরচ প্রদানের অধিকারী ঃ

ওয়াক্‌ফ দলিলে যাহাই লেখা থাকুকনা কেন প্রত্যেক মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হইতে কোন বিবরণ, দলিলপত্র বা ৪৭ ধারা মতে নকল সরবরাহের জন্য অথবা ৫২ ধারা মতে কোন হিসাব দিবার জন্য প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে কোন তথ্য বা দলিল প্রদানের জন্য এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সংরক্ষণ বা কল্যাণার্থে প্রত্যেক মোতাওয়ালী যে যথাযথ ব্যয়, তাহা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হইতে পরিশোধ করিতে পারিবেন।

৬১। দন্ড ঃ

(১) যদি কোন মোতাওয়াল্লী -

(ক) তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করিতে; বা

(খ) স্পষ্ট ও সঠিক হিসাব রাখিতে এবং এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিবরণ বা হিসাবের বিবরণী সরবরাহ করিতে; অথবা

(গ) প্রশাসক অথবা কোন মনোনীত ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হিসাব অথবা এতদসংক্রান্ত নথি, দলিল এবং দস্তাবেজ পরিদর্শনের অনুমতি দান করিতে অথবা অনুসন্ধান ও তদন্তে সহায়তা দিতে আহবান করা সত্ত্বেও সহায়তা দিতে; অথবা

(ঘ) প্রশাসক বা আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল অর্পণ করিতে; অথবা

(ঙ) প্রশাসক বা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করিতে; অথবা

(চ) ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা প্রদান করিতে; অথবা

(ছ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুযায়ী ওয়াক্‌ফের বিশেষ কোন লাভ-ভোগীর পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা

(জ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুসারে লাভ-ভোগীকে অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ওয়াক্‌ফের অবস্থা এবং বিষয়াবলী সম্পর্কে অন্যান্য পূর্ণ ও সঠিক তথ্য পরিবেশন করিতে; অথবা

(ঝ) ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুসারে কোন মসজিদ অথবা অন্যান্য ধর্মীয়, দাতব্য ও শিল্প বিষয়ক প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থার তত্ত্বাবধান, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করিতে; অথবা

(ঞ) সরকারী কোন পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা

(ট) কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে এবং ইহার কার্যাদি সম্পাদনের নির্দেশ পালন করিতে; অথবা

(ঠ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা করিতে এবং ইহার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে; অথবা

(ড) এই অধ্যাদেশ বলে অথবা ইহার অধীন আইনসঙ্গতভাবে তাহার অন্য যে কাজ করিতে হইবে তাহা করিতে ব্যর্থ হন এবং আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে না

Dhaka University Institutional Repository

পারেন যে, তাহার ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, তবে তিনি দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং তাহা অনাদায়ে ছয়মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য যখন কোন মোতাওয়াল্লী অভিযুক্ত হন তখন সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকার শর্তে জরিমানার পাওনা ও অপরিশোধিত চাঁদার পরিমানের দ্বিগুণের কম হইবেন।

(২) যদি মোতাওয়াল্লী (১) উপ-ধারার (খ) অথবা (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত এইরূপ কোন বিবরণী, রিটার্ণ বা তথ্য সরবরাহ করেন, যাহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা, ভুল ধারনা পুষ্ট, অশুদ্ধ বা অসত্য বলিয়া তিনি জানেন বা বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে তবে তিনি দুই হাজার টাকা জরিমানায় এবং তাহা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন না।

(৩) ৬৩ ধারার (১) অথবা (২) উপ-ধারার অধীন আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা যদি আদায় করা হয় তাহা হইলে উহা ওয়াক্ফ তহবিলে প্রদান ও জমা করা হইবে।

৬২। কতিপয় অবস্থায় মোতাওয়াল্লী কর্তৃক সম্পত্তি ক্রয় অন্যায়কার্য বলিয়া গণ্য হয় এবং উহা ফেরত দানের জন্য তাহার প্রতি নির্দেশ প্রদান ঃ

যদি কোন মোতাওয়াল্লী বকেয়া খাজনা, অভিকর বা করের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ও অসাধুভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি দেন এবং নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন, তবে মোতাওয়াল্লীর অনুরূপ ক্রয় ৩২ ধারার (১) উপ-ধারার উদ্দেশ্যে অবৈধ কার্য ও বিশ্বাস ভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং প্রশাসক তাহাকে উক্ত সম্পত্তি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ওয়াক্ফে ফেরত দানের জন্য অথবা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য নির্দেশ দিবেন।

৬৩। বিদায়ী মোতাওয়াল্লীর শাস্তি ঃ

যদি কোন বিদায়ী মোতাওয়াল্লী এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধান অনুযায়ী ওয়াক্ফের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, হিসাব, দলিলপত্র, রেকর্ড, কাগজপত্র এবং ওয়াক্ফের নগদ অর্থের দায়িত্ব অর্পণ করিতে এবং সম্পত্তির দখল এবং জমির যদি কোন উৎপন্ন দ্রব্য থাকে তবে তাহা উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লীর নিকট সমর্পণ করিতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, তবে তিনি দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং তাহা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৬৪। অনধিকার প্রবেশকারী এবং দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঃ

(১) যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তির কোন অংশীদার বা কোন লাভ-ভোগী ব্যক্তি অথবা ওয়াক্ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার বিঘ্ন বা বাধার সৃষ্টি করে অথবা মোতাওয়াল্লী কর্তৃক বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রশাসকের দ্বারা নিযুক্ত সম্পত্তির দখলে বিঘ্ন ঘটায় অথবা এইরূপ যে কোন সম্পত্তিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটায় তাহা হইলে প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিবেন যিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবেন অথবা অনুরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি বা বাধা প্রতিরোধের জন্য তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) (১) উপ–ধারার অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক উচ্ছেদকৃত কোন ব্যক্তি, তাহার উচ্ছেদের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, অনুরূপ উচ্ছেদের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৫। কোন মোতাওয়াল্লীর পদত্যাগ, অবসর গ্রহণ বা অব্যাহতি ঃ

(১) প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মোতাওয়াল্লী পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন মোতাওয়াল্লী পদ হইতে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব করেন বা পদত্যাগ করেন অথবা অব্যাহতি দানের জন্য আবেদন করেন, তবে তাহাকে অবসর গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইবেনা বা তাহাকে অব্যাহতি দান করা হইবেনা, যদি তিনি তাহার অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ বা অব্যাহতির তারিখ পর্যন্ত হিসাবের বিবরণী দাখিল না করেন এবং যদি তিনি উক্ত তারিখ পর্যন্ত ৭১ ধারার বিধান মতে প্রদেয় চাঁদা পরিশোধ না করেন।

৬৬। প্রশাসকের বিনা অনুমতিতে মোতওয়াল্লী তাহার দায়িত্ব অন্যের নিকট অর্পণ করিতে পারেন না ঃ

প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত মোতাওয়াল্লী অন্য কাহাকেও তাহার পদ বা তাহার কোন দায়িত্ব অর্পণ করিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, স্বাধীনভাবে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য নহে, বরং কেবলমাত্র আদেশ অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য কোন এটর্নী বা প্রতিনিধি নিয়োগ এই ধারার অর্থানুসারে ভারার্পন হইবেনা।

৬৭। সহ মোতাওয়াল্লী এককভাবে কাজ করিতে পারেন না ঃ

যে ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ-এর একাধিক মোতাওয়াল্লী রহিয়াছে, সেখানে ওয়াক্‌ফ দলিলে অন্যরূপ কিছু না থাকিলে, তাহারা সকলে যৌথভাবে তাহাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

৬৮। বিবেচনামূলক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ঃ

যেখানে মোতাওয়াল্লীর উপর অর্পিত বিবেচনামূলক ক্ষমতা ন্যায় সঙ্গতভাবে ও সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ করা না হয় সেই ক্ষেত্রে প্রশাসক উক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬৯। মোতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিক যেখানে ওয়াক্‌ফ দলিলে মোতাওয়াল্লী পদের জন্য পারিশ্রমিকের কোন বিধান রাখা হয় নাই বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রাখা হইলেও উহার পরিমাণ অপর্যাপ্ত, সেই ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লীর আবেদনে প্রশাসক তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে একটি অংক নির্ধারণ করিতে পারিবেন যাহা ওয়াক্‌ফের নীট আয়ের এক দশমাংশের বেশী হইবেনা ।

৭০। প্রশাসক কর্তৃক ইমামের বেতন নির্ধারন এবং তাহার নিয়োগ ও অপসারণ ঃ

(১) প্রশাসক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ওয়াক্‌ফের অধীনস্থ মসজিদের ইমামের নিম্নতম যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিতে পারিবেন; এবং প্রত্যেক মোতাওয়াল্লী বা কোন ব্যক্তি বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কমিটি এই উদ্দেশ্যে তাহার নির্দেশাবলী পালন করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) বর্তমানে কর্মরত ইমাম যদি অযোগ্য, অনুপযুক্ত বা যথোপযুক্ত নহেন বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে প্রশাসক প্রয়োজন মনে করিলে তাহাকে অপসারণ করিয়া নিজেই ওয়াক্‌ফ এর অধীন মসজিদের ইমাম নিয়োগ করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
CHAPTER-VIII
অর্থ
[Finance]

৭১। প্রশাসকের অফিসে দেয় বাৎসরিক চাঁদা ঃ

(১) প্রত্যেক ওয়াক্‌ফের মোতাওয়াল্লী প্রশাসকের অফিসকে ওয়াক্‌ফের নীট লব্ধ আয়ের শতকরা পাচঁ টাকা হারে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) প্রশাসক নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্‌ফ - এর ক্ষেত্রে এবং উহার স্বার্থে তিনি যে সময়ের জন্য উপযুক্ত মনে করিবেন, সেই সময়ের জন্য অনুরূপ কোন অর্থ কমাইতে বা মওকুফ করিতে পারিবেন যদি কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফের আয় এতই কমে যায় যাহার জন্য অনুরূপ হ্রাসকরণ বা মওকুফকরণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করা যায়।

(৩) ওয়াক্‌ফ দলিলেরকোন বিধান সাপেক্ষে (১) উপ-ধারার অধীন মোতাওয়াল্লী কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা ওয়াক্‌ফ হইতে কোন আর্থিক বা অন্য কোন বস্তুগত সুবিধাই পাইবার অধিকারী। বিভিন্ন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু অনুরূপ কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থের সহিত মোট প্রদেয় অর্থের অনুপাত ওয়াক্‌ফ-এর সমগ্র নীটলব্ধ আয়ের সহিত উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য সুবিধার অনুপাতের অধিক হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ওয়াক্‌ফের অতিরিক্ত আয় থাকে অথবা চাঁদা ছাড়া এই অধ্যাদেশানুসারে পাওনা হিসাবে প্রদেয় অর্থ অথবা ওয়াক্‌ফ দলিল অনুসারে প্রদেয় অর্থের অতিরিক্ত আয় থাকে তাহা হইলে উক্ত আয় হইতে চাঁদা প্রদান করা হইবে।

(৪) কোন ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে (১) উপ-ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা, সরকারের বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন পাওনা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বা উহার আয়ের উপর অন্য কোন বিধিবদ্ধ প্রথম দায় সর্বপ্রথম পরিশোধ সাপেক্ষে, ওয়াক্‌ফ-এর আয়ের উপর প্রথম দায় হিসাবে গণ্য হইবে এবং ১৯১৩ সালের সরকারী পাওনা আদায় আইনের অধীন উহা সরকারী পাওনা রূপে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) যদি কোন মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ-এর আয় আদায় করেন এবং অনুরূপ চাঁদা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন বা প্রদান না করেন, তবে তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে অনুরূপ চাঁদার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং উহা তাহার নিকট হইতে বা তাহার সম্পত্তি হইতে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে কোন মোতাওয়াল্লী বকেয়া পাওনা চাঁদা আদায় ব্যতীত মৃত্যু বরণ করেন অথবা অবসর গ্রহণ করেন সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফের আয় হইতে এইরূপ বকেয়া প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) যে সকল মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ভূ-সম্পত্তি নাই অথবা সম্পত্তি থাকিলেও যাহাদের বার্ষিক আয় তিনশত টাকার কম এইরূপ সকল মসজিদ (১) উপ–ধারার অধীন যে কোন চাঁদা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে।

৭২। প্রশাসক অর্থ ধার করিতে পারিবেন ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রশাসক সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও শর্তাবলী সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং প্রশাসক ঋণের শর্ত অনুসারে ঋণের অর্থ ও তৎসংক্রান্ত কোন সুদ বা খরচ থাকিলে তাহাও পরিশোধ করিবেন।

(২) প্রশাসক ওয়াক্‌ফ তহ্‌বিলের জামানতে কোন ধার লইতে পারিবেন না।

৭৩। ওয়াক্‌ফ তহবিল ঃ

(১) প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাধীন যাবতীয় সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশের অধীন আদায়কৃত অন্যান্য সকল অর্থ লইয়া ওয়াক্‌ফ তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে। তহবিলে অর্থ প্রদান, উক্ত তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ প্রশাসক কর্তৃক বিনিয়োগ এবং এইরূপ অর্থের হেফাজত ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) (২) উপ–ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ তহবিল প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

৭৪। ওয়াক্‌ফ তহবিলের প্রয়োগ ঃ

(১) ওয়াক্‌ফ তহবিলের অর্থ খরচ করিতে হইবে -

(ক) ৬ ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি জরিপের খরচ প্রদানের জন্য;

(খ) ৭২ ধারার অধীন কোন ঋণ গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা পরিশোধের জন্য এবং উহার উপর সুদ প্রদানের জন্য;

(গ) ওয়াক্‌ফ তহবিল নিরীক্ষা বাবদ খরচ প্রদানের জন্য;

(ঘ) প্রশাসক, উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকের বেতন ও ভাতাদি প্রদানের জন্য;

(ঙ) ১৭ ধারার অধীন প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত অফিসার ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(চ) প্রশাসক, উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসক, প্রশাসক অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের এবং কমিটির সদস্যগণের ভ্রমণ ভাতা প্রদান।

(ছ) প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সংস্থাপনের খরচ প্রদানের জন্য;

(জ) এই অধ্যাদেশের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য এবং এই অধ্যাদেশ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে প্রশাসকের যাবতীয় খরচ প্রদান; এবং

(ঝ) মসজিদ পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য খরচ প্রদানের জন্য।

(২) (১) উপ-ধারায় বর্ণিত খরচ পরিশোধ করিবার পর যদি কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকে তবে প্রশাসক এই বিলের অনুরূপ অবশিষ্ট অর্থের যে কোন অংশ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং রক্ষার জন্য এবং ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্যান্য ধর্মীয় ও দাতব্য কার্যেও ব্যবহার করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) (ক) ৮৫ ধারার বিধানাবলীর অধীন প্রশাসক কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রশাসক ওয়াক্‌ফ - এর জন্য গৃহ, সম্পত্তি, ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিবেন; এবং (খ) যদি অনুরূপ ক্রয় তখনই কার্যকর করা না যায় তাহা হইলে এই ধরনের অর্থ প্রশাসক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইভাবে সরকারী বা অন্যান্য অনুমোদিত জামানতে যতদিন অনুরূপ অর্থ উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয়ে ব্যবহার করা না যায় ততদিন পর্যন্ত নিয়োজিত থাকিবে এবং প্রশাসক অনুরূপ বিনিয়োগ হইতে লব্ধ সুদ ও অন্যান্য আয় ওয়াক্‌ফ দলিলে বর্ণিত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ওয়াক্‌ফ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য প্রশাসক নির্দেশ দান করিবেন।

৭৫। ওয়াক্‌ফ তহবিলের হিসাব ঃ

বিধিমালা দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেইভাবে প্রশাসক ওয়াক্‌ফ তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং উহা সময়ে সময়ে নিরীক্ষকের দ্বারা নিরীক্ষণের জন্য দাখিল করিবেন।

৭৬। ওয়াক্‌ফ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা ঃ

(১) নিরীক্ষক তাহার নিরীক্ষা দ্বারা প্রতিবৎসর নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করিতে হইবে;

(২) নিরীক্ষক তাহার নিরীক্ষা কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপ তথ্য লাভে নিজকে সমর্থনের জন্য লিখিত নোটিশ দ্বারা তাহার সম্মুখে কোন দলিল উপস্থাপন করিতে অথবা হিসাব প্রস্তুতের জন্য দায়ী কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষা কার্য সমাপ্তির পর, নিরীক্ষক সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষক উপযুক্ত মনে করলে যে কোন সময় অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবেন ।

(৪) অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে সকল অনিয়মিত, অবৈধ বা অযথা খরচ অর্থ বা অন্য সম্পত্তি আদায়ের ব্যর্থতা অথবা ক্ষতি অথবা অবহেলার বা অসদাচরণের কারণে অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তির অপচয় এবং অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে নিরীক্ষক যাহা প্রয়োজন মনে করেন সেই বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে। নিরীক্ষকের মতে অনুরূপ খরচ বা ব্যর্থতার জন্য যে ব্যক্তি দায়ী তাহার নামও প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকিবে এবং অনুরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিরীক্ষক অনুরূপ ব্যক্তির নিকট পাওনা, অনুরূপ খরচ বা ক্ষতির পরিমাণ প্রত্যয়ন করিবেন।

৭৭। সরকার নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদেশ দিবেন ঃ

সরকার নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরীক্ষা করিবেন এবং উহাতে বর্ণিত যে কোন বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির কৈফিয়ত তলব করিতে পারিবেন এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ দান করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭৮। প্রত্যয়িত পাওনা অর্থ সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য ঃ

(১) ৭৬ ধারা অনুযায়ী নিরীক্ষক কর্তৃক তাহার প্রতিবেদনে কোন ব্যক্তির নিকট পাওনা বলিয়া প্রত্যয়িত প্রত্যেক অর্থ, অনুরূপ প্রত্যয়নপত্র ৭৭ ধারার অধীন সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত প্রত্যয়ন পত্রের ফলে পাওনা প্রত্যেক অর্থ সরকার কর্তৃক দাবীর নোটিশ পাইবার ষাট দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যদি (১) উপ-ধারার বিধান মতে উক্ত অর্থ পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে সরকারী পাওনা আইন ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন)-এর অধীনে সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

নবম অধ্যায়
CHAPTER-IX
বিচারিক কার্যধারা
[JUDICIAL PROCEEDINGS]

৭৯। কতিপয় ওয়াক্‌প মোকদ্দমায় ডিক্রীর অর্থ আদালতে জমাদান ঃ

যে ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ-এর অধীন বা ওয়াক্‌ফের পক্ষে দাবীকৃত রাজস্ব বা অন্য কোন প্রতিকারের জন্য ডিক্রী প্রদান করা হয় বা অনুরূপ কোন ডিক্রী কোন আদালত কর্তৃক জারী করা হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে ৪৭ ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ তালিকাভূক্তির আবেদন করা না হইলে ডিক্রীর অর্থ যদি কিছু থাকে, ক্ষেত্রমত ডিক্রীর আদেশ প্রদানকারী আদালতে অথবা ডিক্রী জারীকারক আদালতে পরিশোধ করিতে হইবে এবং যতদিন ৪৭ ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ তালিকাভূক্তির আবেদন করা না হইবে অথবা ৫ ধারার অধীন ওয়াক্‌ফকে অব্যাহতি দেওয়া না হইবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত অর্থ আদালতে জমা থাকিবে।

৮০। প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে মামলা মীমাংসা ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধকতা ঃ

প্রশাসকের পূর্ব অনুমোদন ও বিচারকারীর বিরুদ্ধে যে কোন আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা, মোকদ্দমা বা আপীল আপোষ করা যাইবেনা।

৮১। মোকদ্দমা ইত্যাদির নোটিশ প্রশাসককে দিতে হইবে ঃ

(১) মোতাওয়াল্লী কর্তৃক বা তাহার পক্ষে খরচ আদায়ের জন্য মামলা বা মোকদ্দমা ব্যতীত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত অথবা মোতাওয়াল্লীরূপে কোন মোতাওয়াল্লী প্রত্যেক মামলা বা মোকদ্দমার যে আদালতে অথবা যে ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কর্তৃপক্ষের সম্মুখে অনুরূপ মামলা বা মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে সেই আদালত অথবা ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কর্তৃপক্ষ প্রশাসককে অনুরূপ মামলা বা মোকদ্দমা দায়েরকারী পক্ষের খরচে ক্ষেত্রমত, আর্জি বা আবেদনপত্রের অনুলিপিসহ নোটিশ ইস্যু করিবেন।

(২) সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন)–এর অধীন সরকারী পাওনা ব্যতীত অন্যকোন পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে ডিক্রীজারী বা আদেশ কার্যকর করিতে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি দানের পূর্বে যে আদালত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কর্তৃপক্ষের ডিক্রী বা আদেশের অধীন বিক্রয়ের নোটিশ দেওয়া হইবে সেই আদালত বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসককে নোটিশ প্রদান করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) উপধারা (১) এর অধীন নোটিশ দেওয়া না হইলে উক্ত মামলা বা মোকদ্দমায় কোন ডিক্রী বা আদেশ উক্ত মামলা মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তির বিবরণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিরূপে বা অন্য প্রকারে যাহাই দেওয়া হোকনা কেন, বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে, যদি প্রশাসক উক্ত মামলা বা মোকদ্দমা সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার পর চার মাসের মধ্যে আদালত, ডেপুটি কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট এই উদ্দেশ্যে আবেদন করেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ দেওয়া না হইলে বিক্রয়ের কার্যধারায় সম্পত্তির বিবরণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিরূপে বা অন্য প্রকারে যাহাই দেওয়া হউক না কেন, উক্ত বিক্রয় বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে, যদি প্রশাসক বিক্রয় সম্পর্কে অবগত হইবার চার মাসের মধ্যে সে আদালত বা অন্য কর্তৃপক্ষের আদেশের অধীন বিক্রয় হইয়াছে তাহার নিকট এই বিষয়ে আবেদন করেন।

৮২। প্রশাসককে তাহার দরখাস্ত মূলে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত মোকদ্দমা বা কার্যধারায় পক্ষ করা যাইবে ঃ

এই অধ্যাদেশ জারীর পূর্বে বা পরে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সম্পর্কে দায়েরকৃত কোন মামলা বা মোকদ্দমায় প্রশাসক হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং তাহার আবেদনক্রমে তিনি একটি পক্ষরূপে যুক্ত হইবেন এবং ওয়াক্‌ফ এর পক্ষেও ওয়াক্‌ফ এর স্বার্থে উক্ত মামলা বা মোকদ্দমা পরিচালনা বা উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারী হইবেন।

৮৩। প্রশাসক ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে মোকদ্দমা বা কার্যধারা দায়ের করিতে পারিবেন ঃ

যদি কোন মোতাওয়াল্লী না থাকে অথবা মোতাওয়াল্লী যদি এই বিষয়ে যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে কাজ করিতে অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে প্রশাসক ওয়াক্‌ফে অপরিচিত ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্নে বর্ণিত কারণে তাহার নিজ নামে আদালতে মোকদ্দমা বা কার্যধারা দায়ের করিতে পারিবেন ঃ

(ক) কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য; অথবা

(খ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে দখল বহাল রাখার জন্য; অথবা

(গ) অন্যায়ভাবে দখলীকৃত, হস্তান্তরিত বা ইজারা প্রদত্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে পুনরুদ্ধারের জন্য; অথবা

(ঘ) অন্যায়ভাবে সৃষ্ট দায়-দায়িত্ব হইতে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে মুক্ত করিবার জন্য; অথবা

(ঙ) ওয়াক্‌ফ-এর মালিকানাধীন কোন অর্থ আদায়ের জন্য; অথবা

(চ) ওয়াক্‌ফ-এর স্বার্থে তাহার বিবেচনায় অন্য যে কোন প্রতিকারের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

৮৪। কোন স্বত্বভোগী কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গী যেখানে কতিপয় স্বত্বভোগীর মধ্যে কোন একজনঃ

(ক) বিশ্বাস ভঙ্গের কার্যে মোতাওয়াল্লীর সহিত যোগদান করে; অথবা

(খ) অন্য লাভ-ভোগীদের সম্পত্তি ব্যতিরেকেই স্ব-স্থানে উহা হইতে সুবিধা লাভ করে; অথবা

(গ) বিশ্বাস ভঙ্গের কার্য সম্পর্ক বা কার্যের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত হইয়াও কার্যতঃ উহা গোপন রাখে অথবা যুক্তি সংগত সময়ের মধ্যে লাভ-ভোগীদের স্বার্থ রক্ষার্থে যথাযথ কোন পদক্ষেপ গ্রহন না করে; অথবা

(ঘ) মোতাওয়াল্লীকে প্রতারণা করে এবং তদ্বারা তাহাকে বিশ্বাস ভঙ্গ সাধিত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে সে বাধ্য থাকিবে।

৮৫। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রশাসককে দিতে হইবে ঃ

যেখানে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ১৮৯৪ সালের হুকুম দখল আইন (১৮৯৪ সালের ১ আইন) অথবা আপাতত বলবৎযোগ্য অন্য কোন আইনের অধীন হুকুম দখল করা হইয়াছে সেখানে উক্ত সম্পত্তি বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রশাসককে প্রদান করিতে হইবে এবং যতক্ষন উহা ৭৪ ধারার (৩) উপ–ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হনা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ তহবিলে জমা রাখিতে হইবে।

৮৬। মোকদ্দমা বা কার্যধারার খরচ ঃ

কোন ওয়াক্‌ফ বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত যে মামলা বা মোকদ্দমার প্রশাসক একটি পক্ষ সেই মামলা বা মোমদ্দমার ব্যাপারে প্রশাসকের যাবতীয় খরচ ও ব্যয় এবং প্রশাসকের বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রীর যাবতীয় খরচ অনুরূপ ওয়াক্‌ফ-এর তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

CHAPTER-X

[১৯৬৬ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা ৮৭ ধারা হইতে ৯৪ ধারা পর্যন্ত বাতিল করা হইয়াছে]

একাদশ অধ্যায়

CHAPTER-IX

[MISCELLANEOUS]

৯৫। ১৯৫১ সনের ২৮নং আইনের অধীন কতিপয় কার্য প্রশাসক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে ঃ

সরকারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন)-এর ৫৮ ধারায় যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন ঐ আইনের ৫৮ ধারার (৪) উপ-ধারা এবং ৫৯ ধারার (৪) উপ-ধারার অধীন ওয়াক্‌ফ আল-আওলাদ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ওয়াক্‌ফ কমিশনারের কার্যাবলী এবং ঐ আইনের ৫৮ ধারার (৩) উপ-ধারা এবং ৫৯ ধারার (১), (২) ও (৩) উপ-ধারার অধীন ডেপুটি কমিশনারের কার্যাবলী এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে প্রশাসক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে; এবং ঐ আইনের ৫৯ ধারার (৩) উপ-ধারায় বর্ণিত খরচা ওয়াক্‌ফ তহবিল হইতে মিটাইতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬। সরকারী দাবী হিসাবে পাওনা অর্থ আদায়ের পদ্ধতি ঃ

(১) অত্র অধ্যাদেশের অধীন মোতাওয়াল্লী কর্তৃক ওয়াক্‌ফ তহবিল হহতে প্রদেয় কোন অর্থ ত্রবং হার পর ধার্যযোগ্য কোন খেসারত ও হার জন্য কোন খরচা বহন করা হহয়া থাকিলে তাহা সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হহবে। (২) ১৯১৩(১৯১৩ সনের ৩নং আহন) সনের সরকারী পাওনা আইনানুসারে নির্ধারিত ফরমে প্রশাসক তাহার স্বাক্ষর ডেপুটি কমিশনারের নিকট ফরওয়ার্ড করিবেন যাহাতে সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য টাকার অংক উল্লেখ থাকিবে এবং ডেপুটি কমিশার এইরূপ ফরওয়ার্ড পত্র পাইবার পর সরকারী পাওনা আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) অনুসারে অর্থ আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৯৭। প্রশাসক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মী ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করিবেনঃ

এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর শর্তে প্রশাসক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও তাহার অফিসের প্রত্যেক কর্মী তাহার পদের যোগ্যতায় ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত বিবরণ বা অন্য কোন তথ্য জানিয়া থাকিলে উহার গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

৯৮। প্রশাসক, নিরীক্ষক ইত্যাদিকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে পণ্য করিতে হইবে ঃ

১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) বাংলাদেশ দন্ড বিধি আইনের ২১ ধারার অর্থ অনুসারে প্রশাসক, উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসক, পরিদর্শক, নিরীক্ষক এবং এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীনে কোন কাজ করিবার জন্য প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্তি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী মনে করিতে হইবে।

৯৯। নোটিশ অথবা তলবীপত্র জারি ঃ

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত নোটিশ বা তলবী পত্রে উল্লেখিত ব্যক্তির উপর ডাকযোগে অথবা আদালত কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ আইন) অনুসারে ইস্যুকৃত সমন হিসাবে অথবা বিধির দ্বারা নির্ধারিত অন্যকোন পদ্ধতিতে জারী করিতে হইবে।

১০০। ব্যক্তিগতভাবে কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসকের সামনে হাজির হওয়া যাইবে ঃ

অত্র অধ্যাদেশের অধীন কার্যধারা সম্পর্কে প্রশাসক অথবা তাহার অধীনস্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তার সামনে হাজির হইতে অধিকারী যে কোন মোতাওয়াল্লী ও অন্য কোন ব্যক্তি প্রশাসক বা অনুরূপ অন্য কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে স্বয়ং অথবা এই ব্যাপারে তাহার দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হাজির হইতে পারিবেন।

১০১। অপরাধের বিচার ঃ

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নপর্যায়ের কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না।

১০২। মোকদ্দমা দায়ের করায় বাধা ঃ

এই অধ্যাদেশে ব্যক্ত বিধান ব্যতিরেকে প্রশাসকের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে যে কোন মোকদ্দমায় বা অন্য কার্যধারায় প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

১০৩। এই অধ্যাদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ, ইত্যাদির ফলাফল ঃ

যে কোন প্রমান, যে কোন আদালতের ডিক্রী বা আদেশ এবং দলিল এই অধ্যাদেশ ছাড়া বিধি বা এইরূপ বিধি সম্বলিত যে কোন সাধন পত্রে অসামঞ্জস্য পূর্ণ যাহাই থাকুক না কেন এই অধ্যাদেশে অন্যরূপ ব্যক্তভাবে বর্ণিত বিধান ব্যতিত এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ এবং গৃহীত ব্যবস্থা কার্যকর হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
CHAPTER-XII
বিধি ও উপ-বিধিসমূহ

১০৪। বিধি প্রণয়ন করিতে সরকারের ক্ষমতা ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিবার জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ পূর্ববর্তী ক্ষমতার সাধারণতঃ ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ বিধি নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর সকল কিংবা যে কোনটির ব্যাপারে প্রণয়ন করা যাইবে যথা ঃ

(ক) ৪ ধারার অধীন ওয়াক্‌ফের রেহাই;

(খ) যে পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফের প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা যাইবে;

(গ) বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং অন্য ব্যক্তির নিকট প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ;

(ঘ) ওয়াক্‌ফি সম্পত্তি প্রশাসনের জন্য কর্মসূচী প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) প্রশাসক কর্তৃক বাজেট হিসাব অথবা রিপোর্ট বিবরণ অন্য তথ্য দাখিল করিতে হইবে;

(চ) ওয়াক্‌ফ তহবিলের হিসাব অথবা রিপোর্ট বিবরণ অন্য তথ্য দাখিল করিতে হইবে;

(ছ) যে পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফ তহবিলের হিসাব রাখিতে হইবে নিরীক্ষা ও প্রকাশ করিতে হইবে এবং নিরীক্ষকের রিপোর্টের ধরণ ও বিষয়বস্তু;

(জ) ওয়াক্‌ফ তহবিলে অর্থ প্রদান এবং এইরূপ অর্থের বিনিয়োগ হেফাজত ও ব্যয়;

(ঝ) ২৭ ধারায় উল্লেখিত প্রশাসক এবং ২৮ ধারায় উল্লেখিত কমিটির নিয়ন্ত্রণ;

(ঞ) ব্যবস্থাপনার কর্মসূচী প্রস্তুতকরণ এবং প্রশাসক কর্তৃক ৩৪ ধারার অধীন গৃহীত পবিত্রস্থান ও দরগাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান; এবং

(ট) ৯৯ ধারার অধীন নোটিশ ও অধিযাচনপত্র জারী করণ;

(ঠ) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল বিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

১০৫। উপ-বিধি প্রণয়নের জন্য প্রশাসককে ক্ষমতা প্রদান ঃ

(১) সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিয়া প্রশাসক সময়ে সময়ে নিম্ন লিখিত উপবিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন ঃ

(ক) কমিটির সভার সময় ও স্থান;

(খ) সভায় কাজ পরিচালনা করিতে হইবে;

(গ) সভার নোটিশের মেয়াদ এবং নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) সভার কাজের পদ্ধতি ও পরিচালনা;

(ঙ) প্রশাসকের অফিসে যে সকল পুস্তকাদি রাখিতে হইবে এবং নীরিক্ষা করিতে হইবে;

(চ) যে পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফের হিসাব রাখিতে হইবে এবং নীরিক্ষা করিতে হইবে, ওয়াক্‌ফের হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টের ধরণ ও বিষয়বস্তু;

(ছ) কার্যধারা ও প্রশাসকের নথি পরিদর্শনের এবং ৪৫ ধারার অধীন ঐ গুলির নকলের ফিস;

(জ) তালিকাভূক্তির আবেদনের ধরণ, উহাতে থাকা বিবরণাদি এবং ৪৭ ধারার অধীন ওয়াকফের তালিকা ভূক্তির পদ্ধতি ও স্থান;

(ঝ) ৪৮ ধারানুসারে রক্ষিত রেজিষ্ট্রারে আরও যে সকল বিবরণাদি থাকিবে; এবং

(ঞ) ৫২ ধারানুসারে হিসাব বিবরণীর ধরণ এবং উহাতে আরও যে সকল বিবরণ অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল উপবিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।